হাদিস শাস্ত্রের পরিভাষা পরিচিতি
[বাংলা – Bengali – بنغالي[

সানাউল্লাহ নজির আহমদ

সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

1434 - 2013

أصول الحديث على ضوء المنظومة البيقونية

« باللغة البنغالية »

ثناء الله نذير أحمد

مراجعة: د. أبو بكر محمد زكريا

1434 - 2013

IslamHouse.com

হাদিস শাস্ত্রের পরিভাষা পরিচিতি
সকল প্রশংসা আল্লাহ তা‘আলার জন্য, যিনি আমাদেরকে সর্বোত্তম দীনের অনুসারী ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের উম্মত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক ইব্ন আব্দুল্লাহর উপর, যিনি আমাদেরকে কল্যাণকর সকল পথ বাতলে দিয়েছেন ও সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে সতর্ক করেছেন। আরো সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তার পরিবারবর্গ ও সাথীদের উপর, যারা তার আনীত দীন ও আদর্শকে পরবর্তী উম্মতের নিকট যথাযথ পৌঁছে দিয়েছেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত যারা তাদের অনুসরণ করবে সবার উপর। অতঃপর: ইসলামি ইলমের উৎস কুরআন ও হাদিস থেকে ইলমের একাধিক শাখা বের হয়েছে। কতক ইলম মৌলিক যেমন ‘ইলমে তাফসির’, ‘ইলমে হাদিস’, ‘ইলমে তাওহিদ’ ও ‘ইলমে ফিকহ’। আর কতক সম্পূরক ও সাহায্যকারী ইলম যেমন ‘উসুলে হাদিস’, ‘উসুলে ফিকাহ’ ও ‘উসুলে তাফসির’ ইত্যাদি। ‘উসুলে হাদিস’ হাদিসের সুরক্ষাদানকারী ইলম। যে উসুলে হাদিস জানে না, সে নিজে ভুল করে ও অপরের ভুলের কারণ হয়, হোক সে মুফাসসির, ফকিহ বা ওয়ায়েজ। কতক মুফাসসির হাদিস দ্বারা তাফসির করেন, অথচ তার হাদিস নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়। কতক ফকিহ দুর্বল ও জাল হাদিস থেকে মাসআলা বলেন। কতক নীতিশাস্ত্রবিদ দুর্বল ও জাল হাদিস থেকে নীতি তৈরি করেন। কতক ওয়ায়েজ, যারা স্বীয় 3

ধারণায় মানুষদেরকে হিদায়েতের প্রতি আহ্বান করেন, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর মিথ্যা বলেন, যা তিনি বলেননি তাই প্রচার করেন তার নামে। এভাবে তারা নিজেরা গোমরাহ হন ও অপরকে গোমরাহ করেন! আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

﴿فَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبٗا لِّيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيۡرِ عِلۡمٍۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ١٤٤﴾ [الانعام: ١٤٤]

“সুতরাং তার চেয়ে অধিক জালেম কে, যে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য বিনা দলিলে আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়? নিশ্চয় আল্লাহ যালিম কওমকে হিদায়েত করেন না”।[1]

নবী সাল্লল্লাহু সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

«إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

“নিশ্চয় আমার উপর মিথ্যা বলা, কারো উপর মিথ্যা বলার মত নয়, যে আমার উপর মিথ্যা বলল সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নাম বানিয়ে নেয়”।[2]

হাদিস শাস্ত্র না-জানার কারণে তারা ও নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর মিথ্যা বলেন। এমন আমলের প্রতি আহ্বান করেন, যার উপর শরীয়ত নাযিল হয়নি।

---

[1] সূরা আনআম: (১৪৪)

[2] বুখারি: (১২৯১), মুসলিম: (৩)

4

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ »

“যে এমন আমল করল, যার উপর আমাদের আদর্শ নেই তা পরিত্যক্ত”।[3] অতএব তাদের আমল বাতিল, কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ মোতাবেক নয়।

ভারত উপমহাদেশে সঠিকভাবে হাদিস চর্চাকারিগণ জানেন অত্র ভূখণ্ডে হাদিস শাস্ত্রের দুরবস্থা কেমন। এ অবস্থা দশ-বিশ বছর হাদিসের দরস দানকারী কথিত মুহাদ্দিস, শায়খুল হাদিস ও হাদিস বিশারদদের, তাদের ছাত্র বা সাধারণের কথা বলাইবাহুল্য। যে কারণে দীনের নামে বেদীন, সুন্নতের নামে বিদআত, সংস্কারের নামে কুসংস্কার ও তাওহিদের নামে শির্কের ছড়াছড়ি অত্র ভূখণ্ডে। তাই ইমান ও আকিদার সুরক্ষা এবং সুন্নত প্রতিষ্ঠার জন্য উসুলে হাদিস চর্চা ব্যাপক করার বিকল্প নেই। বৈষয়িক বিষয়াদির ন্যায় সবাই তাদের দীনের ব্যাপারে সতর্ক হোক, সহি হাদিসসমূহ গ্রহণ করুক এবং সচেতনভাবে দুর্বল হাদিসগুলো পরিহার করুক, এ মহান উদ্দেশ্যে আমাদের অত্র প্রয়াস।

‘হাদিস শাস্ত্রের পরিভাষা পরিচিতি’ বইখানা মৌলিক গ্রন্থ নয়, বাইকুনি রাহিমাহুল্লাহ্ রচিত المنظومة البيقونية এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ, যা

---

[3] মুসলিম : (১৭২১)

5

[illegible]

[illegible][4]

[illegible]

[4] المـدخل إلى البيقونية دراسة حـول المنظومة" [illegible] "والنـاظم [illegible] [illegible] [illegible]

উসুলে হাদিসের পরিভাষা ও তার সংজ্ঞা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন হবে। আরো জানা যাবে যে, মানুষের কথা থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী পৃথক করার জন্য মুহাদ্দিসগণ হাদিসকে নানাভাবে পরখ করেছেন, বিভিন্ন পর্যায়ে তার উপর গবেষণা পরিচালনা করেছেন এবং প্রত্যেক প্রকার গবেষণার পৃথক নাম দিয়েছেন। ব্যাখ্যায় অনুসৃত নীতিমালা :
ক. লেখক থেকে সংঘটিত বিচ্যুতিগুলো শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করেছি। কতক স্থানে তিনি ক্রমবিন্যাস রক্ষা করেননি, বুঝার সুবিধার্থে সেগুলো চিহ্নিত করেছি।
খ. গুরুত্বের দাবি হিসেবে লেখকের বাদ দেওয়া কতক প্রকার যোগ করেছি।
গ. শায়খ আব্দুস সাত্তার আবু গুদ্দাহ লেখকের কতক বিচ্যুতি শুদ্ধ রূপে পাল্টে দিয়েছেন, যথাস্থানে আমরা সেগুলো উল্লেখ করেছি।
ঘ. পরিভাষার যথাযথ অনুবাদ পেশ করা দুরূহ কাজ, বিশেষ করে আরবি থেকে বাংলা করা। তাই পরিভাষার অনুবাদের পরিবর্তে বাংলা উচ্চারণ পেশ করেছি।
ঙ. আরবি শব্দের বাংলা উচ্চারণ পেশ করা আরেকটি কঠিন কাজ, বরং অসম্ভব, যে কারণে বাংলা উচ্চারণ দেখে সঠিক শব্দ উদ্ধার করা যায় না। আগ্রহীদের সঠিক শব্দ জানাও জরুরি, যা আরবি দেখা ব্যতীত সম্ভব নয়। আবার বাংলা শব্দের মাঝে আরবি শব্দের অধিক প্রয়োগ
7

বেমানান, তাই সুবিধে মত স্থানে হুবহু আরবি লিখে অবশিষ্ট স্থানে তার উচ্চারণ পেশ করেছি।
চ. ব্যাখ্যার শুরুতে উসুলে হাদিসের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের উপর নাতিদীর্ঘ ভূমিকা পেশ করেছি, যেন পাঠকবর্গ জানেন আমাদের সামনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রকৃত হাদিস বিদ্যমান। দীনের সুরক্ষার স্বার্থে আল্লাহ প্রত্যেক যুগে একদল আলেম প্রস্তুত করেন, যারা তার নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস হিফাজত করেন, যাদের প্রচেষ্টার ফলে আমরা সহি হাদিসের ভাণ্ডার লাভ করেছি। আল্লাহ তাদেরকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন এবং আমাদেরকে তাদের কাতারে শামিল করুন। আমীন।

8

উসুলে হাদিসের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ[5]

সার্বজনীন দীন : ইসলাম আল্লাহর একমাত্র দীন। ইসলাম ব্যতীত কোনো দীন তার নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। ইরশাদ হচ্ছে :

﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَٰمُ ١٩ ﴾ [ال عمران: ١٩]

“নিশ্চয় আল্লাহর নিকট দীন হচ্ছে ইসলাম ”।[6] তিনি অন্যত্র বলেন :

﴿ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ ٣﴾ [المائدة: ٣]

“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে ”।[7] অন্যত্র বলেন:

﴿وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٨٥﴾ [ال عمران: ٨٥]

“আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন চায় , তবে তার কাছ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে ”।[8]

আল্লাহ তা ‘আলা সমগ্র বিশ্বের নিকট তার দীন প্রচারের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেন। ইরশাদ হচ্ছে :

---

[5] أ.د. عبد الرحمن البر ‘আব্দুর রহমান ’ কর্তৃক উসুলের হাদিসের উপর লিখিত ১-৭টি প্রবন্ধ এ ভূমিকার উৎস।

[6] সূরা আলে ইমরান : (১৯)

[7] সূরা মায়েদা : (৩)

[8] সূরা আলে ইমরান : (৮৫)

9

﴿ قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيۡكُمۡ جَمِيعًا ١٥٨ ﴾ [الاعراف: ١٥٧]

“বল, ‘হে মানুষ, আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর রাসূল’।[9] অন্যত্র তিনি ইরশাদ করেন:

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةٗ لِّلنَّاسِ بَشِيرٗا وَنَذِيرٗا وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ٢٨﴾ [سبا: ٢٨]

“আর আমি তো কেবল তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না”।[10] অপর আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন:

﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٖ مِّن رِّجَالِكُمۡ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٗا ٤٠﴾ [الاحزاب : ٤٠]

“মুহাম্মদ তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নয়; তবে আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী, আর আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ”।[11] অতএব ইসলাম সার্বজনীন দীন, যা সমগ্র মানবজাতির নিকট পৌঁছানোর দায়িত্ব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ন্যাস্ত।

একটি প্রশ্ন: মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবজাতির নিকট সর্বশেষ রাসূল, তারপর কোনো নবী ও রাসূল আসবে না, তাহলে তিনি সবার নিকট কিয়ামত পর্যন্ত কিভাবে দীন পৌঁছাবেন, কারণ তিনি একা, তার হায়াত মাত্র তেষট্টি বছর?

---

[9] সূরা আরাফ: (১৫৮)

[10] সূরা সাবা: (২৮)

[11] আহ্যাব: (৪০)

10

তিন টি উত্তর : প্রথমটি অসম্ভব, যেমন তিনি সবার নিকট সশরীরে গিয়ে দীন পৌঁছাবেন। দ্বিতীয়টি অবাস্তব, যেমন সকল মানুষ তার নিকট এসে দীন শিখবে। তৃতীয়টি যৌক্তিক ও বাস্তব, যেমন তিনি স্বাভাবিক জীবন-যাপন করবেন, যার সাথে তার সাক্ষাত হবে, কিংবা যারা তার নিকট আসবে, তাদেরকে তিনি দীন শিখাবেন। অতঃপর তারা পরবর্তীদের দীন শিখাবে, যারা তার সাক্ষাত পায়নি, কিংবা তার নিকট উপস্থিত হতে পারেনি। এভাবে সমগ্র বিশ্বে সবার নিকট কিয়ামত পর্যন্ত দীন পৌঁছবে। কেউ বলতে পারবে না, আমার নিকট দীন পৌঁছেনি, কিংবা দীন শিখার সুযোগ আমি পাইনি। উসুলে হাদিসের পরিভাষায় এ পদ্ধতির নাম " الرواية علم "অর্থাৎ সমগ্র মানবজাতির নিকট রিসালাত পৌঁছে দেওয়ার পদ্ধতিকে ‘ইলমুর রিওয়াইয়াহ’ বলা হয়।
‘ইলমুর রিওয়াইয়া’র পদ্ধতিতে সবার নিকট দীন পৌঁছবে, কিন্তু দীনের স্বকীয়তা ও অক্ষুণ্নতা বহাল রাখার জন্য এ পর্যন্ত যথেষ্ট নয়। কারণ এ পদ্ধতিতে দীনের বাহন মানুষ, মানুষ ভুলের স্থান। তাদের থেকে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ভুল হতে পারে। তাই পৌঁছানো দীন সঠিক কি-না যাচাইয়ের উপায় থাকা জরুরি। তাহলে দীনের অক্ষুণ্নতা বজায় থাকবে ও সঠিকভাবে আল্লাহর ইবাদত আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব হবে। উসুলে হাদিসের পরিভাষায় এ পদ্ধতির নাম " الدراية علم "অর্থাৎ সহি, দ্বা‘ঈফ ও জাল হাদিস চিহ্নিত করার নীতিকে
11

‘ইলমুদ দিরাইয়াহ’ বলা হয়। আমরা ‘উসুলে হাদিসের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ’-এ ‘ইলমুর রিওয়াইয়াহ’ এবং মূলগ্রন্থে ‘ইলমুদ দিরাইয়াহ’ সম্পর্কে আলোচনা করব।[12]

‘ইলমুর রিওয়াইয়াহ’: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘ইলমুর রিওয়াইয়া’র সূচনা করেন। অতঃপর প্রয়োজনের তাগিদে ধীরে ধীরে তার পরিসর বর্ধিত হয়। এ ইলমের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«بَلِّغُوا عَنِّى وَلَوْ آيَةً»

“একটি আয়াত হলেও আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও”।[13] অন্যত্র তিনি বলেন:

«لِيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ»

“তোমাদের উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তিকে পৌঁছে দেয়”।[14] অন্যত্র তিনি বলেন:

«تَسْمَعُونَ مِنِّى، وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ، وَيُسْمَعُ مِمَّنْ يَسْمَعُ مِنْكُمْ»

---

[12] অর্থাৎ হ্রাস, বৃদ্ধি ও বিকৃতি মুক্ত বর্ণনা করাকে ‘ইলমুর রিওয়াইয়াহ’ বলা হয়। আর হ্রাস, বৃদ্ধি ও বিকৃত মুক্ত বর্ণিত হল কি না, তা নির্ণয়ে সনদ ও মতন যাচাই করার নিয়ম-নীতিকে ‘ইলমুদ দিরাইয়াহ’ বলা হয়। এ প্রকারকেই উসুলে হাদিস বলা হয়। [দেখুন, ইবন উসাইমীন, শারহুল মানযূমাতিল বাইকূনিয়্যাহ, পৃ. ১১-১২ (সম্পাদক)]

[13] বুখারি: (৬/৪৯৬), হাদিস নং: (৩৪৬১), ইব্ন আমর ইব্ন আস রা. থেকে বর্ণিত।

[14] বুখারি: (১/১৯৯), হাদিস নং: (১০৫), হাদিসটি আবু বাকরাহ নুফাই হারেস রা. থেকে বর্ণিত।

12

“[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

"যে আমার উপর মিথ্যা বলল, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নাম বানিয়ে নেয়"।[16] মিথ্যাবাদী বক্তার পরিণতি জাহান্নাম। এ কথা তিনি বারবার বলেছেন, প্রায় সত্তুরজন সাহাবি থেকে এ হাদিস বর্ণিত, জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন সাহাবি যাদের মধ্যে অন্যতম। তাই এ হাদিসকে আহলে ইলম মুতাওয়াতির বলেছেন। আল্লাহ তা 'আলা ইরশাদ করেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ ٦﴾ [الحجرات: ٦]

"হে ইমানদারগণ, যদি কোন ফাসেক তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তা যাচাই করে নাও"।[17] এ আয়াতে আল্লাহ শ্রোতাদের সতর্ক করেছেন, যেন তারা বক্তাদের কথা যাচাই ব্যতীত গ্রহণ না করে। সাহাবিগণ মিথ্যা বলতেন না, তখন আরবের কাফেরদের মধ্যেও মিথ্যা বলার প্রবণতা ছিল না, মিথ্যাকে তারা ঘৃণা করত। জনৈক কাফের সম্পর্কে আছে, সে তার মরুভূমির তৃষ্ণার্ত বোবা উটের সাথেও মিথ্যা বলেনি, সে মিথ্যা না-বলার কারণ সম্পর্কে বলেছিল:

أُرِيدُ أُمَنِّيكِ الشَّرَابَ لِتَهْدَئِي وَلَكِنَّ عَارَ الْكَاذِبِينَ يَحُولُ

---

[16] বুখারি : ((৩/১৬০), হাদিস নং : (১২৯১), হাদিস নং : (১১০), মুসলিম : (১/১০), এ হাদিস বুখারি ও মুসলিম একাধিক সাহাবি থেকে একাধিক স্থানে বর্ণনা করেছেন, মুগিরাহ ইব্ন শু'বাহ, আবু হুরায়রাহ, ইব্ন আবি তালিব, ইব্নুল 'আউআম, আনাস মালেক, ইব্ন আকওয়া' প্রমুখ সাহাবিগণ।

[17] সূরা হুজুরাত : (৪৯/৬)

14

‘আমার ইচ্ছা হয় তোমাকে পানীয় বস্তুর আশা দেই, যেন তুমি শান্ত হও, কিন্তু মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অপবাদ প্রতিবন্ধক হয়েছে’। মরুভূমিতে একটি উটকে পানি পান করানোর মিথ্যা আশ্বাস দিতে বিব্রত বোধ করেছেন জনৈক মুশরিক! আবু সুফিয়ানের ঘটনা তো প্রসিদ্ধ। বাদশাহ হিরাক্লিয়াস রাসূলুল্লাহ সম্পর্কে আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করার প্রাক্কালে তার সাথীদের বলে দেন: “আমি তাকে মুহাম্মদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছি, সে যদি আমাকে মিথ্যা বলে তোমরা তাকে মিথ্যা বলবে”। আবু সুফিয়ান বলেন: ‘আল্লাহর শপথ, আমার উপর মিথ্যার অপবাদ আরোপ করা হবে এ লজ্জা যদি না হত, তাহলে অবশ্যই আমি তার সম্পর্কে মিথ্যা বলতাম’।

18 সে সময় আবু সুফিয়ান নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিপক্ষ ছিল, সে জানত মিথ্যা বললেও তার সাথীরা হিরাক্লিয়াসের সামনে তাকে মিথ্যারোপ করবে না, কারণ তারা সবাই কাফের, তবুও আবু সুফিয়ান অপবাদের ভয়ে মিথ্যা বলেনি।
সাহাবিদের সময় মিথ্যা ছিল না:
সাহাবিরা একে অপরকে বিশ্বাস করতেন, তাদের সময় মিথ্যা ছিল না। উপস্থিত সাহাবি থেকে অনুপস্থিত সাহাবি পূর্ণ আস্থার সাথে দীন

18 বুখারি: (১/৩১), হাদিস নং: (৬)
15

গ্রহণ করতেন। ইব্ন আযেব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন:

«لَيْسَ كُلُّنَا كَانَ يَسْمَعُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَنَا ضَيْعَةٌ (يعني عقاراً وأراضي) وَأَشْغَالٌ، وَلَكِنِ النَّاسُ لَمْ يَكُونُوا يَكْذِبُونَ يَوْمَئِذٍ، فَيُحَدِّثُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ»

“আমাদের প্রত্যেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদিস শ্রবণ করত না, আমাদের জায়গা -জমি ও ব্যস্ততা ছিল। তবে তখন মানুষেরা মিথ্যা বলত না, উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট বর্ণনা করত”।[19] আনাস মালিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন:

«وَاللَّهِ مَا كُلُّ مَا نُحَدِّثُكُمْ بِهِ سَمِعْنَاهُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنْ كَانَ يُحَدِّثُ بَعْضُنَا بَعْضًا، وَلا يَتَّهِمُ بَعْضُنَا بَعْضًا»

“আল্লাহর শপথ, তোমাদেরকে আমরা যা বলি, তা সব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শ্রবণ করিনি, তবে আমাদের কতক কতককে বলত, কেউ কাউকে অপবাদ দিত না”।[20] সাহাবিগণ যেরূপ পরস্পর মিথ্যা বলেনি, অনুরূপ তাবে ‘ঈদের সাথেও তারা মিথ্যা বলেনি। ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ্ নিজ আব্দুল্লাহ ইব্ন ইয়াযিদ খাতমি থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

---

[19] রামাহুরমুযী রচিত: ‘আল-মুহাদ্দিসুল ফাসিল’: (পৃ .২৩৫), (১৩৩), ইমাম খতিব রহ. রচিত আল-জামে‘: (১/১৭৪), (১০২)

[20] হাকেম: (৩/৫৭৫), আত- লি ইব্ন সাদ: (৭/২১), আল-জামে: (১/১৭৪)

16

«حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا قَالَ: " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ»

[illegible] سَمِعَ اللَّهُ [illegible] لِمَنْ حَمِدَهُ [illegible]"[21]

[illegible] وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ [illegible]

[illegible] سمعت خليلي [illegible] الصادق المصدوق [illegible] حدثني الصادق [illegible] المصدوق [illegible],

[21] [illegible]: (٨/[illegible]), [illegible]: ([illegible])

وَلُـزُومُ جَمَاعَـةِ الْمُسْـلِمِينَ، فَـإِنَّ دَعْـوَتَهُمْ تُحِيـطُ مِنْ وَرَائِهِمْ»

“[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

“নিশ্চয় যারা গোপন করে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ ও হিদায়েত যা আমি নাযিল করেছি, কিতাবে মানুষের জন্য তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করার পর, তাদেরকে আল্লাহ লানত করেন এবং লানতকারীগণ লানত করে। তারা ছাড়া, যারা তওবা করেছে, শুধরে নিয়েছে এবং স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে। অতএব, আমি তাদের তওবা কবুল করব। আর আমি তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু”।

23

উল্লেখ্য ইলম গোপন করে যে পাপ করে, তার তাওবা হচ্ছে গোপন করা ইলম প্রকাশ করে দেওয়া।
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:
َ »م ْن َ َم

ج َم ت

َّ

ِعلْماً تَلَ

ِلِ َجامٍ كَ

الْقِيَ َ ام يَوْ ةِ« نَار َم ٍ ِم ْن ب
“যে কোনো ইলম গোপন করল, সে কিয়ামতের দিন আগুনের লাগাম পড়বে”।

24

এসব আয়াত ও হাদিসের প্রভাব আমরা সাহাবিদের জীবনে দেখতে পাই। তারা দীন প্রচারের দায়িত্ব আঞ্জাম ও দীন গোপন করার পাপ থেকে মুক্তির জন্য জীবন সায়াহ্নেও ইলম প্রচার করেছেন। একদা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে অধিক হাদিসের কারণে দোষারোপ করা হয়, তিনি প্রতিবাদ করে বলেন: “আল্লাহর শপথ, যদি আল্লাহর কিতাবে দু’টি আয়াত না থাকত, আমি তোমাদেরকে কোনো হাদিস বলতাম না”। অতঃপর তিনি সূরা বাকারার উক্ত আয়াত

23 সূরা বাকারা: (১৫৯-১৬০)
24 ইব্ন হিব্বান: (১/২৭১), হাদিস নং: (৯৫), হাদিসটি আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত।
20

তিলাওয়াত করেন ”।[25] আফ্‌ফান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন:

«والله لأحدثنكم حـديثاً، والله لـولا آية في كتـاب الله ما حدَّثْتُكُمُوه»

“আল্লাহর শপথ, আমি তোমাদেরকে একটি হাদিস শুনাব, আল্লাহর শপথ যদি আল্লাহর কিতাবে একটি আয়াত না থাকত আমি তোমাদেরকে হাদিস বলতাম না ”।[26] তার উদ্দেশ্যও উপরোক্ত আয়াত। এ থেকে আমরা নিশ্চিত হলাম যে, সাহাবিগণ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনা কোনো বাণী গোপন করেননি, কিংবা তার কোনো অংশ তারা হ্রাস করেননি।

৩. দীনকে বিকৃতি করা নিষেধ:

দীনের স্বকীয়তা রক্ষার তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিকৃতিহীন হাদিস বর্ণনা করা। এ ধাপ অতিক্রম করা খুব কঠিন, কারণ ভুল মানুষের স্বভাব। ভুল ও সন্দেহ থেকে নবী ব্যতীত কেউ নিরাপদ নয়। অতএব প্রত্যেক হাদিসে শব্দ ও অর্থের অক্ষুণ্নতা এবং রাবিদের সন্দেহ ও ভুল থেকে মুক্ত থাকার দাবি করা খুব কঠিন। তাহলে প্রশ্ন হয়, এ ক্ষেত্রে করণীয় কি?

এ ক্ষেত্রে প্রথম করণীয় বর্তায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। তিনি সাহাবিদেরকে হাদিস মুখস্থ করাবেন, তারা তার কথা ও কর্মগুলো যথাযথ সংরক্ষণ ও মুখস্থ করবেন।

---

[25] বুখারি: (৫/২৮), হাদিস নং: (২৩৫০)

[26] মুসলিম: (১/২০৫), হাদিস নং: (২২৭)

21

ভুল হলে শুধরানোর ব্যবস্থা করবেন এবং সন্দেহ কিংবা গাফলতি হলে দূর করার পন্থা অবলম্বন করবেন। এটাই এ ক্ষেত্রে করণীয়, এ ছাড়া বিকল্প কিছু নেই। তাই দেখি হাদিস সংরক্ষণ ও তাতে বিকৃতি ঠেকানোর জন্য নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্ভাব্য সকল পন্থা অবলম্বন করেছেন, যেমন:

হাদিস শিক্ষা দেওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি :

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কথা বারবার বলতেন, কখনো তিনবার, কখনো তার চেয়ে অধিক বলতেন, যেন শ্রোতারা তার কথা বুঝে ও মুখস্থ করতে সক্ষম হয়। ইমাম বুখারি প্রমুখ আনাস ও আবু উমামাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন:

«أَنَّ رَسُـولَ اللـهِ صـلى الله عليه وسـلم كَـانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَـةٍ أَعَادَهَا ثَلاَثـاً حَتَّى تُفْهَمَ عَنْـهُ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَـوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلاَثًا».

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো বিষয়ে কথা বলতেন, তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন, যেন তার কথা বুঝা যায়। যখন তিনি কোনো কওমের নিকট আসতেন, তাদেরকে সালাম করতেন, তিনবার সালাম করতেন”।[27]

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম শব্দসমূহ পৃথক উচ্চারণ করতেন

---

[27] বুখারি : (১/১৮৮), হাদিস নং : (৯৪,৯৫), আবু উমামার হাদিস তাবরানি ফিল কাবিরে দেখুন : (৮/২৮৫), হাদিস নং : (৮০৯৫), হায়সামি তার সনদকে হাসান বলেছেন। আল -মাজমা : (১/১২৯)

22

ও ধীরে কথা বলতেন, যেন শ্রোতারা মুখস্থ ও স্মরণ রাখতে সক্ষম হয়। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন: “নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা বলতেন, যদি কোনো গণনাকারী গণনা করতে চাইত অবশ্যই গণনা করতে সক্ষম হত”।[28] অপর বর্ণনায় তিনি বলেন: “নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের ন্যায় দ্রুত বলতেন না, তিনি পৃথক পৃথক বাক্য উচ্চারণ করতেন, যে তার কাছে বসত মুখস্থ করতে সক্ষম হত”।[29]

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথার সময় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতেন, যেন শ্রোতারা বিরক্ত না হয় এবং তাদের আলস্য না আসে। কখনো কয়েকটি শব্দে কথা শেষ করতেন, যেমন একদা তিনি বলেন: «النَّدَمُ تَوْبَـةٌ» ‘লজ্জিত হওয়াই তওবা’।[30] অপর হাদিসে তিনি বলেন:

«الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ، وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ»

“একতা রহমত ও বিচ্ছিন্নতা শাস্তি”।[31]

৪. নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশের জন্য উপযুক্ত সময় অন্বেষণ করতেন, যেন শ্রোতারা গভীর আগ্রহে শ্রবণ করে ও

---

[28] আবু দাউদ: (৩/৩২০), হাদিস নং: (৩৬৫৪)

[29] তিরমিযি: (৫/৬০০), হাদিস নং: (৩৬৩৯), আহমদ: (৬/২৫৭)

[30] মাজাহ: (২/১৪২০), হাদিস নং: (৪২৫২), হিব্বান: (২/৩৭৭), হাদিস নং: (৬১২-৬১৪)

[31] মুসনাদুশ শিহাব: (১/৪৩), হাদিস নং: (১৫), ইব্ন আহমদ: (৪/২৭৮), হাদিস নং: (১৮৪৪৯, ১৮৪৫০), বাজ্জার: (২/২২৬), হাদিস নং: (৩২৮২), হায়সামি ‘মাজমাউয যাওয়ায়েদ’: (৫/২১৮) গ্রন্থে বলেন: ‘এ হাদিসের রাবিগণ সেকাহ’ বা শক্তিশালী।

23

মুখস্থের প্রতি যত্নশীল হয়। কখনো দু'টি উপদেশের মাঝে দীর্ঘ বিরতি নিতেন, যেন তাদের উদ্যমতা বৃদ্ধি পায় ও স্মৃতি শক্তি প্রখর হয় আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন:

«كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ، كَرَاهَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا»

"নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াযের জন্য দিনসমূহে উপযুক্ত সময় অন্বেষণ করতেন, কারণ তিনি আমাদের বিরক্তিকে অপছন্দ করতেন"।[32]

৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো উদাহরণ পেশ করতেন, কারণ উদাহরণ বুঝা সহজ, দ্রুত অন্তরে আছর কাটে এবং অর্থগত বস্তুকে সহজে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুতে পরিণত করা যায়। বিশেষ করে অলঙ্কার শাস্ত্রবিদদের নিকট উদাহরণের খুব মূল্য। তাই নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক উদাহরণ পেশ করতেন, আমর ইব্‌ন আস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন: "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এক হাজার উদাহরণ মুখস্থ করেছি"।[33]

এ ছাড়া তিনি আরো পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন, যে কারণে সাহাবিগণ তার কথা, কর্ম, সমর্থন ও

---

[32] বুখারি: (১/১৬২), হাদিস নং: (৬৮)

[33] 'আল-আমসাল' লি রামাহুরমুযী: (পৃ.২৯-৩০), 'আস-সিয়ার' লিয যাহাবি: (৩/৮৭), আল-হিলইয়াহ' লি আবি নু'আইম: (৫/১৬৯)

24

[illegible]

[illegible]:

[illegible]. [illegible] ‘[illegible] [illegible] [illegible] [

মাথার উপর পাখিকুল রয়েছে। আমাদের কেউ কথা বলত না”।[35]

২. সাহাবিগণ জটিল বিষয় বারবার জিজ্ঞাসা করতেন, বুঝার আগ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করতেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার এ ক্ষেত্রে ছিল। ইব্ন আবি মুলাইকা থেকে ইমাম বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেন। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশার অভ্যাস ছিল অজানা বিষয় জিজ্ঞাসা করা, একদা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«مَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ»

“যার হিসাব নেওয়া হবে, তাকে শাস্তি দেওয়া হবে”। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন: আমি বললাম, আল্লাহ কি বলেননি:

﴿ فَسَوۡفَ يُحَاسَبُ حِسَابٗا يَسِيرٗا ٨ ﴾ [الانشقاق: ٨]

“অত্যন্ত সহজভাবেই তার হিসাব-নিকাশ করা হবে”।[36] নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন:

«إِنَّمَا ذَلِكَ الْعَرْضُ، وَلَكِنْ مَنْ نُوقِشَ الّحِسَابَ يَهْلِكْ».

“এটা হচ্ছে শুধু সামনে পেশ করা, কিন্তু যাকে হিসাবের জন্য জবাবদিহি করা হবে সে ধ্বংস হবে”।[37]

---

[35] তাবরানি ফিল কাবির : (১/১৮), হাদিস নং : (৪৭১), হায়সামি রহ. বলেছেন: এ হাদিসের রাবিগণ সহি হাদিসের রাবি : (৮/২৪), হাকেম : (৪/৪০০), তিনি হাদিসটি সহি বলেছেন।

[36] সূরা ইনশিকাক : (৮)

[37] বুখারি : (১/১৯৬-১৯৭), হাদিস নং : (১০৩), মুসলিম : (৪/২২০৪), হাদিস নং : (২৮৭৬)

26

৩. সাহাবিগণ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পর্যবেক্ষণ করতেন, অযথা প্রশ্ন করে বিরক্ত করতেন না। ইমাম মুসলিম মুহাদ্দিসগণ ইব্‌ন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

سَـأَلْتُ رَسُـولَ اللَّهِ صلـى الله عليه وسـلم : أَيُّ الْعَمَـلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا» قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَـالَ : «بِـرُّ الْوَالِـدَيْنِ» قَـالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَـالَ: «الْجِهَـادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» فَمَا تَرَكْتُ أَسْـتَزِيدُهُ إِلَّا إِرْعَـاءً عَلَيْـهِ. يعـني رِفْقاً به صلى الله عليه وسلم.

“আমি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছি কোন্ আমল সর্বোত্তম? তিনি বললেন: সময়মত সালাত আদায় করা। আমি বললাম: অতঃপর? তিনি বললেন: ‘পিতা-মাতার সদাচরণ’। তিনি বলেন: আমি বললাম: অতঃপর? তিনি বললেন: ‘আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা’। আমি আরো জিজ্ঞাসা করতাম, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থার খাতিরে ত্যাগ করেছি”।[38]

৪. সাহাবিদের মধ্যে যিনি লিখতে জানতেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী লিখে রাখতেন। ইমাম আবু দাউদসহ একাধিক মুহাদ্দিস সহি সনদে বর্ণনা করেন: ইব্‌ন আমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনে মুখস্থ করার

---

[38] মুসলিম: (১/৮৯), হাদিস নং: (১৩৭)

27

বস্তুগুলো আমি লিখে রাখতাম। কুরাইশরা আমাকে বারণ করল , তারা বলল : তুমি শোনা প্রত্যেক বিষয় লিখে রাখ , অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মানুষ , তিনি সন্তুষ্টি ও গোস্বায় কথা বলেন?! আমি বিরত থাকি , অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘটনাটি বলি। তিনি মুখের দিকে আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে বললেন :

«اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ».

“তুমি লিখ , ঐ সত্তার কসম , যার হাতে আমার নফস, এ মুখ থেকে সত্য ব্যতীত কিছু বের হয় না ”।[39]

৫. অধিকন্তু সাহাবিদের পরিষ্কার চিন্তা ও প্রখর স্মৃতিশক্তি স্মরণ রাখার ক্ষেত্রে সহায়ক ছিল। তাদের মাঝে শিক্ষার ব্যাপকতা না থাকার ফলে বংশ , বিভিন্ন ঘটনা , ওয়াদা ও চুক্তিপত্র তারা মুখস্থ রেখে অভ্যস্থ ছিল , যার ফলে তাদের স্মৃতি শক্তির প্রখরতা বৃদ্ধি পেত। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ও কর্মগুলো চর্চা করেন। এভাবে তারা আল্লাহর দীনকে হিফাজত করতে সক্ষম হন, শুধু দায়িত্বের খাতিরে নয় , দীন ও দীন প্রচারকের মহব্বতও তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আল্লাহ সকল মুসলিমের পক্ষ থেকে তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

---

[39] আবু দাউদ: (৩/৩১৮), হাদিস নং : (৩৬৪৬)

28

এ ছিল প্রথম উস্তাদ ও প্রথম ছাত্রদের অবস্থা। এ থেকে আমরা জানলাম যে, যেসব পদ্ধতি অনুসরণ করলে ছাত্রগণ তাদের আদর্শ উস্তাদের সকল শিক্ষা মুখস্থ করতে সক্ষম হন, তার প্রত্যেকটি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুসরণ করেছেন। অপর দিকে আদর্শ ছাত্র হিসেবে উস্তাদের পাঠ গ্রহণ করার যাবতীয় কৌশল সাহাবিগণ অবলম্বন করেছেন।
শিক্ষক হিসেবে সাহাবিগণ :
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর সাহাবিগণ শিক্ষকরূপে দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েন। তখন দীন প্রচার ও দীনকে অবিকৃত রাখা উভয় দায়িত্ব বর্তায় তাদের উপর, কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে জানার সুযোগ নেই। তাই সাহাবিগণ হাদিসের শুদ্ধতা রক্ষার স্বার্থে কতক নীতির অনুসরণ করেন, যেমন তারা হাদিস বর্ণনা কমিয়ে দেন, বর্ণনার পূর্বে শুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত হন ও অপরকে শুনিয়ে যাচাই করেন, নিম্নে তার কতক নমুনা পেশ করছি:

১ . সাহাবিগণ শুদ্ধতা রক্ষার স্বার্থে হাদিস বর্ণনা কমিয়ে দেন :
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর সাহাবিগণ হাদিস বর্ণনার সংখ্যা কমিয়ে দেন, যেন তাতে ভুল ও মিথ্যা প্রবেশ না করে। এক সাহাবি হাদিসের 29

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সংখ্যা: (২৬৩০), ৩. ইব্ন মালিক রাদিয়াল্লাহ ‘আনহু, হাদিস সংখ্যা: (২২৮৬), ৪. উম্মুল মুমেনিন আয়েশা রাদিয়াল্লাহ ‘আনহা, হাদিস সংখ্যা: (২২১০), ৫. ইব্ন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ ‘আনহু, হাদিস সংখ্যা: (১৬৬০),
৬. ইব্ন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ ‘আনহু, হাদিস সংখ্যা: (১৫৪০), ৭. আবু সায়িদ খুদরি রাদিয়াল্লাহ ‘আনহু, হাদিস সংখ্যা: (১১৭০), তাদের উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট হোন।
২ . সাহাবিগণ হাদিসের শুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতেন :
হাদিসের শুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে সাহাবিগণ হাদিস বলতেন না। তবু ভুল হয়েছে ভয়ে হাদিস বর্ণনার সময় কেউ আঁতকে উঠতেন, কোথাও সন্দেহ হলে বিনা সংকোচে বলে দিতেন। কেউ একটি হাদিস সম্পর্কে নিশ্চিত হতে বহুদূর পর্যন্ত সফর করেন, জাবের ইব্ন একটি হাদিসের জন্য আব্দুল্লাহ ইব্ন উনাইসের নিকট শামে গিয়েছেন।

41 আবু আইয়ূব
আনসারি রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু একটি হাদিসের জন্য ইব্ন আমের-এর নিকট মিসরে গিয়েছেন।

42

৩ . সাহাবিগণ হুবহু হাদিস বর্ণনার চেষ্টা করেন :

41 বুখারি: (১/১৭৩)
42 আহমদ: (৪/১৫৩, ১৫৯), ‘মুসনাদ’ লিল হুমাইদি: (১/১৮৮৯-১৯০), হাদিস নং: (৩৮৪), ‘মারেফাতু উলুমুল হাদিস’ লিল হাকেম: (৭-৮), ‘আর-রেহলাহ’ লিল খতিব: (পৃ.ই১১৮), হাদিস নং: (৩৪), ‘আল-আসমাউল মুবহামাহ’: (পৃ.৬৩-৬৪), হাদিস নং: (৩৭), ‘জামে বায়ানুল ইলম’: (১/৩৯২), হাদিস নং: (৫৬৭)
31

সাহাবিগণ হ্রাস-বৃদ্ধি ব্যতীত হুবহু হাদিস বর্ণনার চেষ্টা করতেন। কখনো হুবহু শব্দ বলা কঠিন হলে ভাবার্থ বলতেন। তারা ভাষা জানতেন, শরীয়তের উদ্দেশ্য বুঝতেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেক্ষাপট দেখেছেন, তাই এতে সাধারণত তাদের ভুল হত না।
৪ . সাহাবিগণ হাদিস যাচাই করেন :
সাহাবিগণ কোনো হাদিস প্রসঙ্গে সন্দেহ হলে যাচাই করেন। বিশেষভাবে আবু বকর এরূপ বেশী করেন, অতঃপর তার অনুসরণ করেন ওমর। তারা কখনো রাবির নিকট সাক্ষী তলব করেন, যেমন মুগিরা শু‘বা যখন বলেন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাতির পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে দাদিকে এক ষষ্ঠাংশ মিরাস প্রদান করেছেন, তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তার নিকট সাক্ষী তলব করেন, আর ইব্ন মাসলামাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করেন।

43 অনুরূপ আবু মুসা আশ‘আরি রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু যখন তিনবার অনুমতি প্রসঙ্গে হাদিস বলেন, ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তার হাদিস গ্রহণ করেননি যতক্ষণ না আবু সায়িদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তার সাথে সাক্ষ্য দিয়েছেন।

44 আলি রাদিয়াল্লাহু

43 আবু দাউদ: (৩/১২১), হাদিস নং: (২৮৯৪), তিরমিযি: (৪/৪১৯), হাদিস নং: (৪১৯-৪২০), মাজাহ: (২/৯০৯-৯১০), মালেক: (৪০৭)
44 বুখারি: (১১/২৬-২৭), হাদিস নং: (৬২৪৫), মুসলিম: (৩/১৬৯৪-১৬৯৬)

‘আনহু হাদিসের শুদ্ধতার জন্য কখনো রাবি থেকে কসম নিতেন। তাদের উদ্দেশ্য কখনো হাদিসের পথ সংকীর্ণ কিংবা রুদ্ধ করা ছিল না, বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভুল ও মিথ্যার সুযোগ নষ্ট করা, যেন সবাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কোনো হাদিস সম্পৃক্ত করার পূর্বে সতর্ক হয়।

৫. সাহাবিগণ সনদের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন:

সাহাবিগণ হাদিসের শুদ্ধতা রক্ষার স্বার্থে হাদিসের সনদ তলব করেন, অপরকে গ্রহণযোগ্য রাবি থেকে শ্রবণ করার নির্দেশ দেন। কারণ মানুষ যখন দলেদলে ইসলামে প্রবেশ করছিল, তখন একটি কুচক্রী মহল দীনের প্রতি মানুষের আগ্রহ দেখে মিথ্যা হাদিস বর্ণনা আরম্ভ করে, তাই হাদিস গ্রহণ করার পূর্বে রাবির অবস্থা জানা আবশ্যক হয়, বিশেষ করে উসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর শাহাদাত পরবর্তী সময়ে। তখন মুসলিম সমাজে প্রসিদ্ধ ছিল:

«إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ»

“নিশ্চয় এ ইলম দীনের অংশ, অতএব পরখ করে দেখ কার থেকে তোমরা তোমাদের দীন গ্রহণ করছ”।[45]

ইব্ন সিরিন রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন:

---

[45] মুসলিম : (১/১৪), মুসলিমের ভূমিকা দেখুন।

33

«لَمْ يَكُونُــوا يَسْــأَلُونَ عَنِ الإِسْــنَادِ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَــةُ، قَالُوا: سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ، فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّــنَّةِ، فَيُؤْخَــذُ حَدِيثُهُمْ، وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ، فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ».

“তারা সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত না, কিন্তু যখন ফিতনা (উসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর শাহাদাত) সংঘটিত হল, তারা বলল: তোমরা আমাদেরকে তোমাদের রাবিদের নাম বল, আহলে সুন্নাহ হলে তাদের হাদিস গ্রহণ করা হবে, আর বিদআতি হলে তাদের হাদিস ত্যাগ করা হবে”।[46]

ইব্ন ‘আমের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তার সন্তানদের উপদেশ দিয়ে বলেন: “হে বৎসগণ, আমি তোমাদেরকে তিনটি বিষয় থেকে নিষেধ করছি, ভালো করে স্মরণ রেখ: নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ব্যতীত কারো থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস গ্রহণ কর না, উলের মোটা কাপড় পরলেই দীনদার হবে না, আর কবিতা লিখে তোমাদের অন্তরকে কুরআন বিমুখ করো না”।[47]

ইব্ন মালিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু স্বীয় ছাত্র ইব্ন আসলাম আল-বুনানিকে বলেন: “হে সাবিত আমার থেকে গ্রহণ কর, তুমি আমার অপেক্ষা নির্ভরযোগ্য কাউকে পাবে না, কারণ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে গ্রহণ করেছি, তিনি জিবরীল

---

[46] মুসলিম: (১/১৪), মুসলিমের ভূমিকা দেখুন।

[47] মু‘জামুল কাবির: (১৭/২৬৮), মাজমাউয যওয়ায়েদ: (১/১৪০)

34

থেকে গ্রহণ করেছেন , আর জিবরীল আল্লাহ তা ‘আলা থেকে গ্রহণ করেছেন ”।[48]

৬. সাহাবি সাহাবির নিকট হাদিস পেশ করেন :

এক সাহাবি অপর সাহাবির নিকট হাদিস পেশ করে শুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত হন। তাদের বিশ্বাস ছিল কোনো সাহাবি মিথ্যা বলে না , বা সজ্ঞানে বিকৃতি করে না , তবে কারো ভুল হতে পারে , কারো স্মৃতি থেকে কোনো বিষয় হারিয়ে যেতে পারে , তাই ভুল হওয়া অসম্ভব নয়। অতএব তারা অপরকে শুনিয়ে হাদিস যাচাই করতেন।

ইমাম বুখারি ও মুসলিম[49] বর্ণনা করেন : ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন:

«إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ»

“নিশ্চয় মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবারের কতক কান্নায় শাস্তি দেওয়া হয় ” ইব্ন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন: ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর মৃত্যুর পর আমি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহাকে এ হাদিস বলি। তিনি বললেন: আল্লাহ ওমরের উপর রহম করুন। আল্লাহর শপথ , রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো বলেননি :

«إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ»

তবে তিনি বলেছেন :

«إِنَّ اللَّهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ»

“নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরের শাস্তি বৃদ্ধি করেন, তার উপর তার পরিবারের কান্নার

---

[48] তিরমিযি : (৫/৬১৪), হাদিস নং : (৩৮৩১)

[49] বুখারি : (৩/১৫০), হাদিস নং : (১২৮৭), মুসলিম : (২/৬৪২), হাদিস নং : (৯২৯)

35

কারণে ”। অতঃপর তিনি বলেন : (এ ব্যাপারে) তোমাদের জন্য কুরআন যথেষ্ট।

﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰ ١٨ ﴾ [فاطر: ١٨]

“কোনো বোঝা বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না ”।[50]

৭. রাবিদের সমালোচনার সূচনা :

সাহাবিদের যুগ থেকে রাবিদের যাচাই করা আরম্ভ হয়। কারো হাদিস তারা প্রত্যাখ্যান করেন, কারো হাদিস সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেন। ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ্ মুজাহিদ জাবর থেকে বর্ণনা করেন , তিনি বলেন : “ আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর নিকট বুশাইর আদাবি এসে বলতে লাগল: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন , রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ”, ইব্ন আব্বাস তাকে হাদিস বলার অনুমতি দেননি , তার দিকে ভ্রুক্ষেপও করেননি। সে বলল : ইব্ন আব্বাস , আপনি কেন মনোনিবেশ করছেন না ! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস বলছি , আপনি শুনছেন না ! আব্বাস বলেন : “আমরা এক সময়ে ছিলাম , যখন কাউকে বলতে শুনতাম : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন , আমাদের চোখ তাকে লুফে নিত , তার দিকে আমরা মনোযোগ দিতাম , কিন্তু লোকেরা যখন কঠিন ও নরম বাহনে আরোহণ করল (হাদিস বর্ণনার

---

[50] সূরা ফাতের : (১৭)

36

ক্ষেত্রে প্রশংসিত ও নিন্দনীয় উভয় পন্থা অবলম্বন করল), তখন থেকে পরিচিত বস্তু গ্রহণ করি”। অপর বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যখন মিথ্যা বলা হত না, তখন আমরা হাদিস বলতাম, কিন্তু লোকেরা যখন উঁচু-নিচু উভয় বাহনে আরোহণ করল, আমরা তার থেকে হাদিস বর্ণনা করা ত্যাগ করি”।[51] এভাবে সাহাবিদের যুগ শেষ না হতেই সনদ তলব করা আরম্ভ হয় এবং علم الجـرح والتعـديل তথা ‘সমালোচনা শাস্ত্রে’র সূচনা হয়। তারা সহি হাদিস ও সেকাহ রাবি চিহ্নিত করার কতক নীতি তৈরি করেন, যা সবার নিকট প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণে স্বতন্ত্র গ্রন্থে জমা করার প্রয়োজন হয়নি।

একটি সন্দেহ ও তার নিরসন:

সাহাবিগণ ও মুনাফিকরা একসঙ্গে বাস করত, সে সুযোগে হয়তো কোনো মুনাফিক নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার করেছে, আর মানুষেরা তাদের বাহ্যিক সাথীত্ব দেখে সেগুলো গ্রহণ করেছে, এ জাতীয় সন্দেহ হতে পারে। কারণ, মুনাফিকরা মিথ্যা বলেছে। আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেন:

﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلۡمُنَٰفِقُونَ قَالُواْ نَشۡهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ وَٱللَّهُ يَشۡهَدُ إِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ لَكَٰذِبُونَ ١﴾ [المنافقون: ١]

---

[51] মুসলিম: (১/১৩), দেখুন: মুকাদ্দামাহ।

37

“যখন তোমার কাছে মুনাফিকরা আসে, তখন বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহ জানেন যে, অবশ্যই তুমি তার রাসূল। আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, অবশ্যই মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী”।[52] অতএব তাদের মিথ্যা প্রচার করার বাস্তবতা কতটুকু?

কয়েকটি কারণে তারা এরূপ করতে পারেনি:

১. মুনাফিকরা দীনের প্রচার থেকে বিমুখ ছিল। কতক মুনাফিক কুরআন শ্রবণ করত, কিন্তু কুরআনের কোনো অংশ তাদের অন্তরে প্রবেশ করত না, আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

﴿ وَمِنۡهُم مَّن يَسۡتَمِعُ إِلَيۡكَ حَتَّىٰٓ إِذَا خَرَجُواْ مِنۡ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًاۚ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ وَٱتَّبَعُوٓاْ أَهۡوَآءَهُمۡ ١٦ ﴾ [محمد : ١٦]

“আর তাদের মধ্যে এমন কতক রয়েছে, যারা তোমার প্রতি মনোযোগ দিয়ে শুনে। অবশেষে যখন তারা তোমার কাছ থেকে বের হয়ে যায় তখন তারা যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে বলে, ‘এই মাত্র সে কী বলল?’ এরাই তারা, যাদের অন্তরসমূহে আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তারা নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেছে”।[53] তারা যেহেতু ভাল করে শ্রবণ করেনি, তাই তাদের পক্ষে দীন বিকৃত করা সম্ভব হয়নি।

---

[52] সূরা মুনাফিকুন: (১)

[53] সূরা মুহাম্মদ: (১৬)

38

২. মুসলিমরা কোনো বিষয়ে মুনাফিকদের শরণাপন্ন হত না, কারণ কুরআনে বর্ণিত তাদের স্বভাব ও নিদর্শনের কারণে তারা চিহ্নিত ছিল। আল্লাহ তা‘আলা বলে:

﴿ وَلَتَعۡرِفَنَّهُمۡ فِي لَحۡنِ ٱلۡقَوۡلِۚ ٣٠ ﴾ [محمد : ٣٠]

“তবে তুমি অবশ্যই কথার ভঙ্গিতে তাদের চিনতে পারবে”।[54] অতএব তারা চিহ্নিত ছিল, যার নিফাক স্পষ্ট ছিল না সেও সন্দেহের পাত্র ছিল। ইমাম বুখারি বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করতে পেরে ‘ব ইব্ন মালিক আফসোস করে বলেন:

«فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَطُفْتُ فِيهِمْ أَحْزَنَنِي أَنِّي لَا أَرَى إِلَّا رَجُلًا مَغْمُوصًا عَلَيْهِ النِّفَاقُ، أَوْ رَجُلًا مِمَّنْ عَذَرَ اللَّهُ مِنْ الضُّعَفَاءِ».

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রস্থানের পর আমি যখন মানুষের নিকট যেতাম ও তাদের মাঝে ঘুরতাম, আমাকে খুব দুঃখিত করত, কারণ আমি শুধু তাদেরকে দেখতাম যারা নেফাকের দোষে দুষ্ট ছিল, অথবা এমন কাউকে দেখতাম যাদেরকে আল্লাহ অক্ষমতার কারণে ছাড় দিয়েছেন”।[55] এ থেকে প্রমাণিত হল যে, মুনাফিকরা চিহ্নিত ছিল, তাই কোনো মুসলিম দীনি বিষয়ে তাদের শরণাপন্ন হবে সম্ভব ছিল না।

---

[54] সূরা মুহাম্মদ: (৩০)

[55] বুখারি: (৮/১১৩), হাদিস নং:(৪৪১৮)

39

৩. আমরা ইতোপূর্বে জেনেছি, সাহাবিগণ নির্দিষ্ট নীতির অধীন হাদিস শ্রবণ করতেন, বলতেন ও যাচাই করতেন এবং বিনা সংকোচে অপরের সমালোচনা করতেন। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কোনো বিষয় সম্পৃক্ত করা হবে, যা তিনি বলেননি, আর তারা চুপ থাকবে, এরূপ সম্ভব ছিল না। আল্লাহ তার নবীকে মুনাফিকদের থেকে পূর্ণরূপে রক্ষা করেছেন।

তাব ে‘ ঈ ও তাদের পরবর্তী যুগে হাদিস :
হিজরি প্রথম শতাব্দীর অর্ধেক শেষ না-হতেই অধিকাংশ সাহাবি জীবন সংগ্রাম শেষ করে জান্নাতুল ফিরদউসে পাড়ি জমান। ইতোপূর্বে তারা ইসলামের দাওয়াত ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে পূর্ব-পশ্চিম বিচরণ করেন, ফলে বিভিন্ন দেশের তাবে‘ঈগণ তাদের থেকে ইলম হাসিল করার সুযোগ পান, তবে তারা কতক সমস্যার মুখোমুখি হন, যেমন:
১. তারা দেখলেন, নবী যুগ থেকে দূরত্বের সাথে মানুষের স্মৃতি শক্তি লোপ পাচ্ছে, লেখা-লেখির উপর নির্ভরতা বাড়ছে ও আরব-অনারব মিশ্রিত হচ্ছে।
২. ধীরে ধীরে সনদ দীর্ঘ হচ্ছে, সাহাবি থেকে তাবে‘ঈ, কখনো তাবে‘ঈ থেকে তাবে‘ঈ ইলম শিখছেন।
৩. মুসলিমের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে রাবি ও হাদিসের সনদ বাড়ছে।

৪. তাবে‘ঈদের যুগে কয়েকটি বাতিল ফের্কার আত্মপ্রকাশ ঘটে, যেমন শিয়া, খাওয়ারেজ, অতঃপর মুতাযিলা, মুরজিয়াহ ও জাবরিয়া ইত্যাদি। তারা দেখলেন বাতিল ফিরকাগুলো তাদের বিদআতের সমর্থনে মিথ্যা হাদিস রচনায় লিপ্ত।
তাবে‘ঈগণ এসব সমস্যার সমাধানের জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তারা হাদিসের সুরক্ষার স্বার্থে সাহাবিদের থেকে শেখা নীতির সাথে নতুন কতিপয় নীতি তৈরি করেন, যেমন:
তাবে‘ঈদের অনুসৃত নীতি:
১. তাবে‘ঈগণ রাবি ও সনদ যাচাই করেন, যেন মিথ্যাবাদীদের কোনো রচনা হাদিসের স্বীকৃতি না পায়। তারা রাবিদের অবস্থা, নাম, উপাধি, উপনাম, জন্ম ও সফর ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করেন। রাবিদের দেশ সফর, অবস্থান, মৃত্যু এবং প্রত্যেকের ভালো-মন্দ জানেন, তাদের স্মৃতি শক্তি ও হাদিসের উপর দক্ষতা সংরক্ষণ করেন। এভাবে তারা গ্রহণযোগ্য ও পরিত্যক্ত রাবিদের পৃথক করেন।

56

তারা সনদকে দীনের অংশ মনে করেন, কারণ সহি, দুর্বল ও জাল হাদিস জানার সনদ একটি মাধ্যম। ইমাম মুসলিম সহি মুসলিমের ভূমিকায়

57

ইব্ন মুবারক থেকে বর্ণনা করেন:

56 উদাহরণের জন্য দেখুন: বুখারি: (১১/২০১), হাদিস নং: (৬৪০৩)
57 মুসলিম: (১/১৫), হাদিস নং: (১৫-১৬)
41

«الْإِسْنَادُ مِنْ الدِّينِ، وَلَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَـــاءَ »، وقَـــالَ أيضـــاً: «بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَـــوْمِ الْقَـــوَائِمُ» يَعْنِي الْإِسْنَادَ».

“সনদ দীনের অংশ , যদি সনদ না থাকত তাহলে যে যা ইচ্ছা তাই বলত ”। তিনি অন্যত্র বলেন : “আমাদের ও পূর্ববর্তীদের মাঝে সিঁড়ি [সনদ] রয়েছে ” আবু ইসহাক ইবরাহিম ইব্‌ন ঈসা তালাকানি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: আমি ইব্‌ন মুবারককে বললাম : হে আবু আব্দুর রহমান , এ হাদিসটি কেমন :

«إِنَّ مِنْ الْبِـرِّ بَعْـدَ الْبِـرِّ أَنْ تُصَـلِّيَ لِأَبَوَيْـكَ مَـعَ صَـلَاتِكَ وَتَصُومَ لَهُمَا مَعَ صَوْمِكَ»

“নিশ্চয় সদাচরণের সাথে আরো সদাচরণ হচ্ছে যে, তুমি তোমার সালাতের সাথে তোমার পিতা - মাতার জন্য সালাত পড়বে এবং তোমার সিয়ামের সাথে তাদের জন্য সিয়াম রাখবে ”। আব্দুল্লাহ বললেন : হে আবু ইসহাক , এ হাদিস কার থেকে বর্ণিত ? তিনি বলেন : আমি বললাম: শিহাব খিরাশ থেকে। তিনি বললেন : সে সেকাহ , সে কার থেকে? আমি বললাম: ইব্‌ন দিনার থেকে। তিনি বললেন: সে সেকাহ , সে কার থেকে ? আমি বললাম: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে। তিনি বললেন : হে আবু ইসহাক, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসা হাজ্জাজ ইব্‌ন দিনারের মাঝে অনেক দূরত্ব রয়েছে , যেখানে উটের গর্দান নুইয়ে যায় , তবে সদকার ক্ষেত্রে দ্বিমত নেই। অর্থাৎ ইব্‌ন দিনার ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে অপর রাবি

42

সাথে অপর হাদিস তুলনা করেন। এভাবে হাদিসের শুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত হন।
৫. যারা পেশা হিসেবে হাদিস শিক্ষা করেনি বা হাদিস বর্ণনার নীতি জানেনি, তাবে‘ঈগণ তাদের হাদিস ত্যাগ করেন। অর্থাৎ এক শ্রেণীর ইবাদত গোজার ও দুনিয়া ত্যাগীদের হাদিস তারা ত্যাগ করেন, যারা উসুলে হাদিস জানতেন না, তবে মানুষদেরকে ইবাদত ও নেক আমলের প্রতি আহ্বান করতেন। তারা নেক আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ ও খারাপ আমল থেকে সতর্ক করে অনেক হাদিস রচনা করেন। আলেমগণ তাদের হাদিস থেকে সতর্ক করেন। তারা বলেন: কারো হাদিস গ্রহণ করার জন্য রাবির নেককার হওয়া যথেষ্ট নয়, বরং আলেমদের ইলমি মজলিসে বসা ও বর্ণনা নীতি জানা আবশ্যক। ইমাম মালিকের আবুয যিনাদ আব্দুল্লাহ ইব্ন যাকওয়ান বলেন: “আমি মদিনায় এক শো ব্যক্তিকে পেয়েছি, তারা সবাই বিশ্বস্ত, তবে তাদের হাদিস গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ তারা হাদিস বর্ণনার উপযুক্ত নয়”।

58 তারা নেককার, তবে তারা সহি-
দ্বা‘ঈফ চিনে না, তাদের থেকে ভুলের সম্ভাবনা বেশী।
৬. নবীন তাবে‘ঈগণ প্রবীণ তাবে‘ঈদের নিকট হাদিস পেশ করতেন, যেমন স্বর্ণকারের নিকট স্বর্ণ পেশ করা হয়। তারা হাদিসের দোষ-ত্রুটি বলে দিতেন। তখনো হাদিস যাচাইয়ের নীতিগুলো স্বতন্ত্র কোনো কিতাবে লিখা

58 মুসলিম: (১/১৫)
44

হয়নি, কারণ হাদিসের প্রত্যেক ছাত্রের নিকট তা প্রসিদ্ধ ছিল।

হাদিস ও উসুলে হাদিসের স্বর্ণযুগ : দ্বিতীয় হিজরির শেষার্ধ থেকে চতুর্থ হিজরির প্রথমার্ধ পর্যন্ত সময়কে ইলমে হাদিসের স্বর্ণযুগ বলা হয়। তৃতীয় শতাব্দীতে মুহাদ্দিসগণ হাদিসের কিতাব রচনায় মনোযোগী হন। এ সময় হাদিসের মূল কিতাবগুলো রচনা করা হয়, যেমন:
১. আহমদ ইব্ন হাম্বলের মুসনাদ (মৃ.২৪১হি.), সহি বুখারি (মৃ.২৫৬হি.), সহি মুসলিম (মৃ.২৬১হি.), সুনানে আবু দাউদ সিজিসতানি (মৃ.২৭৫হি.), সুনানে তিরমিযি (মৃ.২৭৯হি.), সুনানে নাসায়ি (মৃ.৩০৩হি), ইব্ন মাজাহ (মৃ.২৭৫হি.) সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিতাব।
২. অনেক মুহাদ্দিস الرجال علم’ ইলমুর রিজাল’ বা রাবিদের জীবনীর উপর একাধিক বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন, যেমন: ইমাম বুখারি ক. আত-তারিখুল কাবির, খ. আত-তারিখুল আওসাত, গ. আত-তারিখুস সাগির। ঘ. ‘কিতাবুদ দুয়াফা’; ইব্ন মায়িন (মৃ.২৩৪হি.) ‘আত-তারিখ’; ইব্ন সা‘দ (মৃ.২৩০হি.) ‘আত-তাবকাতুল কুবরা’; নাসায়ি ‘কিতাবুদ দু‘আফা’; আবি হাতেম (মৃ.৩২৭হি.) ‘আল-জারহু ওয়াততা‘দিল’; হিব্বান (মৃ.৩৫৪হি.) ‘কিতাবুস সিকাত’ ইত্যাদি রচনা করেন। এসব কিতাবে তারা রাবিদের নাম, কে সেকাহ- কে দুর্বল, কে গ্রহণযোগ্য- কে পরিত্যক্ত ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করেন।
45

৩. কতক মুহাদ্দিস বিশেষ প্রকার হাদিস স্বতন্ত্র কিতাবে লিপিবদ্ধ করেন, যেমন ইমাম বুখারি ও মুসলিম সহি হাদিস জমা করেন; ইমাম আবু দাউদ মুরসাল হাদিস জমা করেন; ইমাম ইব্ন হাম্বল ও আবু দাউদ উভয়ে ‘নাসেখ ও মানসুখে’র উপর স্বতন্ত্র কিতাব লিখেন; ইমাম হাম্বল ও আলি ইব্ন মাদিনি (মৃ.২৩৪হি.) ‘ইলাল’ (হাদীসের গোপন দোষ-ত্রুটি)-এর উপর কিতাব লিখেন; অনুরূপ ইমাম তিরমিযি ‘ইলালে’র উপর কিতাব লিখেন; শাফে‘ঈ ও ইব্ন কুতাইবাহ (মৃ.২৭৬হি.) প্রমুখগণ জটিল অর্থ সম্পন্ন হাদিসগুলো স্বতন্ত্র কিতাবে জমা করেন। এভাবে হাদিসের বিশেষ প্রকার স্বতন্ত্র কিতাবে জমা করা হয়।
মুহাদ্দিসগণ এসব কিতাবে ‘উসুলে হাদিসে’র পরিভাষা ব্যবহার করেছেন, কিন্তু কেউ তার সংজ্ঞা দেননি। যেমন বুখারি ও মুসলিম ‘সহি’ হাদিসের সংজ্ঞা দেননি, অথবা সহির শর্ত বলেননি। ইমাম আহমদ ‘নাসেখ ও মানসুখে’র উপর কিতাব লিখেছেন, কিন্তু তার সংজ্ঞা দেননি। অনুরূপ ই‘লাল ও মারাসিল হাদিসের গ্রন্থকারগণ ‘ইল্লত’ ও ‘মুরসালে’র সংজ্ঞা দেননি। তাদের কিতাবসমূহ ছিল ‘উসুলে হাদিস’ বা হাদিস শাস্ত্রের পরিভাষার বাস্তব অনুশীলন, সবাই তার অর্থ জানত, তাই কেউ পরিভাষার সংজ্ঞা দেননি।
সর্বপ্রথম হাদিস শাস্ত্রের পরিভাষা সংক্রান্ত সংজ্ঞা দেন ইমাম শাফে‘ঈ রাহিমাহুল্লাহ্। তিনি উসুলে ফিকহের উপর 46

জ্ঞাতব্য বিষয়গুলো জমা করেন, কিন্তু পরিপূর্ণ কিতাবের ন্যায় উসুলে হাদিসের বিভিন্ন প্রকারগুলো তিনি উল্লেখ করেননি।

অতঃপর তার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন ইমাম আবু মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ নিসাপুরি (মৃ .৪০৫হি .), যিনি হাকেম নামে প্রসিদ্ধ। তিনি "معرفة علوم الحديث" নামে একখানা কিতাব রচনা করেন। সর্বপ্রথম উসুলে হাদিসের উপর এটা স্বতন্ত্র রচনা। এতে তিনি উসুলে হাদিসের ৫২-টি পরিভাষা উল্লেখ করেন। প্রত্যেক পরিভাষার সংজ্ঞা দেন, যার ভাগ হয় তার ভাগ করেন এবং উদাহরণ দ্বারা স্পষ্ট করে।

অতঃপর উসুলে হাদিসের উপর গুরুত্বপূর্ণ কিতাব রচ বকর আহমদ ইব্‌ন আলি ইব্‌ন সাবিত, যিনি খতিবে বাগদাদি (মৃ .৪৬৩হি .) নামে প্রসিদ্ধ। উসুলে হাদিসের উপর তিনি একাধিক কিতাব রচনা করেন, যেমন "الكفاية في علم الرواية" এতে তিনি হাদিস বর্ণনার পদ্ধতি, নীতিমালা ও আলেমদের মতামত জমা করেন। তার দ্বিতীয় কিতাব "الجامع لأخلاق الـراوي وآداب السـامع" এতে তিনি মুহাদ্দিস, হাদিস অন্বেষণকারী ও তাদের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলো উল্লেখ করেন। তার তৃতীয় কিতাব "الرحلة في طلب الحـديث" এতে তিনি হাদিসের জন্য আলেমদের বিভিন্ন দেশ সফর ও সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো জমা করেন। তার চতুর্থ কিতাব "تقييد العلم" এতে তিনি হাদিস লেখা ও তার সাথে আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো জমা করেন। তার পঞ্চম কিতাব "المزيد في متصل الأســانيد" এতে তিনি

48

হাদিসের বিভিন্ন প্রকারগুলো উল্লেখ করেন। উসুলে হাদিসের সনদ কিংবা মতনের সাথে সম্পৃক্ত এমন কোনো ইলম নেই যার উপর তিনি স্বতন্ত্র কিতাব কিংবা পুস্তিকা রচনা করেননি। পরবর্তী আলেমদের নিকট তার কিতাবগুলো ব্যাপক সমাদৃত হয়। তার কিতাব থেকে সবাই উপকৃত হন , অনেকে বলেন: “ইনসাফের দৃষ্টিতে সবাই স্বীকার করবে যে , খতিবের পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ তার কিতাবের উপর নির্ভরশীল ”।

অতঃপর এ বিষয়ে স্বতন্ত্র কিতাব লিখেন কাযী ইয়াদ মুসা ইয়াহসুবি (মৃ .৫৪৪হি .), তার কিতাবের নাম "الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع" এতে তিনি হাদিস বর্ণনা করা ও শিক্ষা দেওয়ার নীতিমালা জমা করেন। এভাবে উসুলে হাদিসের উপর লিখিত গ্রন্থসমূহের সংখ্যা বাড়তে থাকে।

‘ইবনে সালাহ ’র হাতে উসুলে হাদিসের জাগরণ :

হাদিসের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হাফেয আবু আমর উসমা সালাহ শাহরুযুরি (মৃ .৬৪৩হি .) উসুলে হাদিসের □□□"علـوم الحـديث" নামে বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন , যা "مقدمة ابن الصلاح" নামে প্রসিদ্ধ। কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের এ কিতাব সবচেয়ে বেশী সমাদৃত :

১. হাদিসের প্রায় সকল প্রকার উল্লেখ করা হয়, যা পূর্বের কিতাবসমূহে বিক্ষিপ্ত ছিল। এতে ৬৫ -প্রকার হাদিস রয়েছে। ২ . পাঠকদের সুবিধার্থে সনদ উল্লেখ করা হয়নি , পূর্বের কিতাবগুলো যার দ্বারা পূর্ণ ছিল। ৩ . সহজ ও

49

[illegible]

[illegible]:

[illegible] "نُخْبَة الفِكَرِ في مصـطلحِ أهـلِ الأثر" [illegible] "نُزْهَة النظر شـرح نُخْبَـةِ الفِكَر" [illegible]

তার থেকে মাসআলা আবিষ্কার করা এ ইলমের অন্তর্ভুক্ত, কারণ হাদিসের অর্থ জানা মতনের একটি বিশেষ গুণ, যার উপর ভিত্তি করে ইল্লত ও মুখালিফাত জানা যায়।

‘ইলমুর রিওয়াইয়াহ’ ও ‘ইলমুদ দিরাইয়াহ’-কে "علم مصطلح الحديث" বা শুধু "مصطلح الحديث" বলা হয়। অর্থাৎ যে শাস্ত্রে ‘ইলমুর রিওয়াইয়াহ’ ও ‘ইলমুদ দিরাইয়াহ’ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, সে শাস্ত্রকে ‘ইলমু মুসতালাহিল হাদিস’ বলা হয়। তবে সাধারণত ‘ইলমুদ দিরাইয়াহ’কে ‘ইলমু মুসতালাহিল হাদিস’ বলা হয়। ‘মুসতালাহুল হাদিসের’ অপর নাম "علم علوم الحديث" ‘ইলমু উলুমিল হাদিস’ বা "علم أصول الحديث" ‘ইলমু উসুলিল হাদিস’ বা শুধু "علم الحديث" ‘ইলমুল হাদিস’।

উসুলে হাদিস উম্মতে মুসলিমার বৈশিষ্ট্য, পূর্বের কোনো জাতির নিকট এ ইলম নেই।

অসংখ্য হাফেযে হাদিস গুরুত্বের সাথে এ ইলম গ্রহণ করেন, রাবিদের জীবনী ও তাদের ভাল-মন্দ সংবাদ সংগ্রহ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবি ও তাদের অনুসারী তাবে‘ঈদের সাথে সম্পৃক্ত হাদিসগুলোর শুদ্ধাশুদ্ধ চিহ্নিত করেন, যা একমাত্র এ উম্মতের গর্বের বস্তু। আল্লাহ এভাবে দীন হিফাজত করেন, যার ওয়াদা তিনি নিম্নের আয়াতে করেছেন:

﴿ إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ٩ ﴾ [الحجر: ٩]

53

“নিশ্চয় আমি কুরআন নাযিল করেছি এবং আমিই তার হিফাযতকারী”।

60 আল্লাহ তাআলার সরাসরি
তত্ত্বাবধানে কুরআনুল কারিম সংরক্ষিত। আর তার তৌফিকপ্রাপ্ত একদল বান্দার তত্ত্বাবধানে হাদিস সংরক্ষিত।

60 সূরা হিজর: (৯)
54

হামদ ও সালাত

أَبْـدَأُ بالحمْـدِ مُصَـلِّياً		محمـــدٍ خَيْـــرِ نَـــبيٍّ

“আমি আরম্ভ করছি আল্লাহর প্রশংসা ও সর্বোত্তম নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ দ্বারা , যাকে [রাসূল করে] প্রেরণ করা হয়েছে ”।

লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ ‘মানযূমার ’ শুরুতে আল্লাহর প্রশংসা পাঠ করেছেন , কারণ আল্লাহ তা ‘আলা কুরআনুল কারিম আরম্ভ করেছেন তার প্রশংসার মাধ্যমে। ইরশাদ হচ্ছে :

﴿ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٢ ﴾ [الفاتحة: ٢]

“সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য , যিনি সৃষ্টিকুলের রব ”।[61] অপর আয়াতে তিনি আসমান-যমিন ও আলো-আধার সৃষ্টি সম্পর্কে সংবাদ দেওয়ার পূর্বে নিজের প্রশংসা করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে :

﴿ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَٰتِ وَٱلنُّورَۖ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمۡ يَعۡدِلُونَ ١ ﴾ [الانعام: ١]

“সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও জমিন এবং সৃষ্টি করেছেন অন্ধকার ও আলো। তারপর কাফিররা তাদের রবের সমতুল্য স্থির করে ”।[62]

দ্বিতীয়ত নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুরুত্বপূর্ণ কাজের শুরুতে

---

[61] সূরা ফাতেহা : (১)

[62] সূরা আনআম: (১)

55

আল্লাহর প্রশংসা পাঠ করতেন। ইমাম বুখারি ও মুসলিম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা সূত্রে বর্ণনা করেন:

«ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَشِيِّ، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ»

“অতঃপর সন্ধ্যায় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়ালেন এবং আল্লাহর প্রশংসা করলেন, যেরূপ তিনি হকদার। অতঃপর বললেন: লোকদের কি হল, তারা এমন কতক শর্তারোপ করে, যা আল্লাহর কিতাবে নেই। যে এমন শর্তারোপ করল, যা আল্লাহর কিতাবে নেই তা বাতিল”।[63]

ইমাম তিরমিযি রাহিমাহুল্লাহ্ আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু সূত্রে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ»

“যেসব খুৎবায় তাশাহহুদ নেই, তা কর্তিত হাতের ন্যায়”।[64] হাম্দ তথা প্রশংসা ও গুণকীর্তন একপ্রকার তাশহহুদ। অতএব লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ হামদ দ্বারা ‘মানযূমাহ’ আরম্ভ করে কুরআনুল কারিম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নার যথাযথ অনুসরণ করেছেন।

---

[63] বুখারি: (২০২০), মুসলিম: (২৭৭০)

[64] তিরমিযি: (১০২০), তিনি বলেন: এ হাদিসটি হাসান, সহি ও গরিব।

56

حمد অর্থ মহব্বত ও সম্মানসহ পরিপূর্ণ গুণাবলি ও বিশেষণের কারণে প্রশংসিত সত্তার প্রশংসা করা। যদি মহব্বত ও সম্মান ব্যতীত শুধু ভয় ও শঙ্কা থেকে প্রশংসা করা হয়, তাহলে مدح বলা হয়, বলা হয় না। একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা পরিপূর্ণ গুণাবলি ও বিশেষণের মালিক, তাই পরিপূর্ণ প্রশংসা তিনি ব্যতীত কারো জন্য বৈধ নয়। তিনি সুন্দর নামসমূহ, পরিপূর্ণ গুণাবলি ও যাবতীয় কর্মের মালিক; তিনি একক, সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী ও বে-হিসাব নিয়ামত প্রদানকারী। অতএব তিনি ব্যতীত কেউ সর্বদা ও সকল প্রশংসার যোগ্য নয়।
লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ এখানে প্রশংসিত সত্তার নাম উল্লেখ করেননি, কিন্তু অবস্থা দৃষ্টে স্পষ্ট যে, প্রশংসিত সত্তা মহান আল্লাহ তা‘আলা। কারণ তিনি মুসলিম, তিনি কেবল আল্লাহ তা‘আলার হামদ তথা-ভালোবাসা ও সম্মান মিশ্রিত প্রশংসা করবেন এটাই স্বাভাবিক।
দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পাঠ করেছেন। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তিকে বলেছেন, যে দরূদ ব্যতীত দো‘আ আরম্ভ করেছিল:ِج َل "

اَذَه َع” "সে দ্রুত করে ফেলল”। অতঃপর তিনি তাকে বা অপর কাউকে বলেন:

57

«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لِيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ»

“[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

صلى الله على:
اللهم اثن على محمد في الملأ :
محمد
الأعلى ثناءً حسناً.
:
﴿أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيۡهِمۡ صَلَوَٰتٞ مِّن رَّبِّهِمۡ وَرَحۡمَةٞۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُهۡتَدُونَ ١٥٧﴾ [البقرة: ١٥٧]
صلوات

[67]

[67] :

তাসিস তথা নতুন অর্থ হাসিল হয়। অতএব আমরা যখন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সালাত পাঠ করি, তার অর্থ আমরা তার জন্য আল্লাহর প্রশংসা তলব করি। যখন স্বয়ং আল্লাহ তার উপর সালাত পাঠ করেন, তার অর্থ ঊর্ধ্ব জগতে মালায়েকার মাঝে তিনি তার প্রশংসা করেন।

68

আব্দুল হামিদ ইব্ন বাদিস রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: “পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অনেক আলেম সালাতের বিভিন্ন অর্থ করেছেন: রহমত, মাগফেরাত, মালায়েকার মাঝে প্রশংসা করা, আল্লাহর ইহসান, অনুগ্রহ ও তার সম্মান ইত্যাদি। মূলত এসব ব্যাখ্যায় কোন বৈপরীত্য নেই, কারণ মাগফেরাত একপ্রকার রহমত, প্রশংসা একপ্রকার রহমত, ইহসান ও অনুগ্রহ একপ্রকার রহমত, সম্মান দেওয়া একপ্রকার রহমত। তবে সালাতের প্রকৃত অর্থ রহমত, অন্যান্য অর্থ আনুষঙ্গিক”।

69

68 বায়কুনিয়ার ব্যাখ্যাকার খালেদ ইব্ন আব্দুল্লাহ আল-মুসলিহ বলেন: “সালাত অর্থ কেউ বলেন: রহমত, কেউ বলেন: উর্ধ্বজগতের মজলিসে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা করা। কেউ বলেন: তার জন্য অফূরন্ত কল্যাণ তলব করা। তৃতীয় অর্থ অধিক সুন্দর। কারণ, আবুল আলিয়ার বাণী ব্যতীত সালাত অর্থ ‘উর্ধ্ব জগতে প্রশংসা’র স্বপক্ষে কোনো দলিল নেই। এ জাতীয় অর্থ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শ্রবণ করা প্রয়োজন, তিনি সাহাবি নন বিধায় তার বাণীকে আমরা মারফূর হুকুমে মানতে পারি না”। শারহুল মানযূমাহ আল-বায়কুনিয়াহ: (পৃ.৬)
69 মাজালেসুত তাজকির মিন হাদিসিল বাশিরিন নাজির: (পৃ.২২০-২২১)
60

محمد নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম, তিনি বলেছেন:

«أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَـــدُ، وَأنَا الّمَــــاحِي الّذِي يُمْحَى بِيَ الْكُفْرُ، وَأَنَا الْحَاشِـــرُ الَّذِي يُحْشَـرُ النَّاسُ عَلَى عَقِبِي، وَأَنَا الْعَاقِبُ، وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ»

“আমি মুহাম্মদ, আমি আহমদ; আমি ধ্বংসকারী, যার দ্বারা কুফর ধ্বংস করা হয়; আমি হাশের, মানুষদেরকে আমার পশ্চাতে জমা করা হবে; এবং আমি আকেব, যার পরবর্তী কোনো নবী নেই সে আকেব”।[70]

কুরআনুল কারিমে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু’টি নাম রয়েছে: আহমদ ও মুহাম্মদ। ঈসা ‘আলাইহিস সালাম স্বীয় কওম বনি ইসরাইলের নিকট আহমদ নামে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিচয় পেশ করেছেন। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে এ নামের অহি তথা প্রত্যাদেশ পেয়েছেন, কিংবা বনি ইসরাইলের মাঝে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য এ নাম নির্বাচন করেছেন। কারণ আহমদ অর্থ ‘সবচেয়ে বেশী প্রশংসাকারী’, যে সবচেয়ে বেশী প্রশংসাকারী তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এ কথা বনি ইসরাইল জানত। অতএব আহমদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ।

محمد কর্মবাচক বিশেষ্য, অর্থ প্রশংসিত সত্ত্বা। أحمد অগ্রাধিকার সূচক বিশেষণ, অর্থ সবচেয়ে বেশী প্রশংসাকারী। নবী

---

[70] বুখারি: (৪৫৪২) ও মুসলিম: (৪৩২৯)

61

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের মধ্যে আল্লাহর বেশী প্রশংসাকারী, অতএব তিনি বেশী প্রশংসার হকদার। তাই তার নাম মুহাম্মদ ও আহমদ যথাযথ হয়েছে।

ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: “ফারেস প্রমুখগণ বলেছেন: আল্লাহ তা ‘আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারকে ইলহাম করেছেন, যার ফলে তারা মুহাম্মদ ও আহমদ নামের তৌফিক লাভ করেছেন”।[71]

خير نبي أرسلا লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ নবুওয়ত ও রিসালাত উভয় জমা করেছেন। نبي কর্তাবাচক বিশেষ্য, فعيلٌ এর ওজনে نبأ ধাতু থেকে উৎপত্তি, অর্থ সংবাদদাতা, نبا ينبوا ক্রিয়ার ধাতু نبوة থেকে উৎপত্তি, অর্থ উঁচু হওয়া। প্রথম অর্থ হিসেবে তিনি আল্লাহর সংবাদবাহক। দ্বিতীয় অর্থ হিসেবে তিনি উঁচু মর্যাদার অধিকারী। তার উঁচু মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

﴿تِلۡكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلۡنَا بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۘ مِّنۡهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُۖ وَرَفَعَ بَعۡضَهُمۡ دَرَجَٰتٖۚ ٢٥٣﴾ [البقرة: ٢٥٣]

“ঐ রাসূলগণ, আমি তাদের কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি, তাদের মধ্যে কারো সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন এবং কারো কারো মর্যাদা উঁচু করেছেন”।[72] অন্যত্র তিনি ইরশাদ করেন:

---

[71] ‘শারহুল মানযুমাতুল বাইকুনিয়াহ’: (১২) লি শায়খ ইয়াহইয়া আলি আল-হাজুরি।

[72] সূরা বাকারা: (২৫৩)

62

انظُرۡ كَيۡفَ فَضَّلۡنَا بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ وَلَلۡأٓخِرَةُ أَكۡبَرُ دَرَجَٰتٖ وَأَكۡبَرُ تَفۡضِيلٗا ٢١ [الاسراء: ٢١]

“ [illegible] [73]

وَلَقَدۡ فَضَّلۡنَا بَعۡضَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ ٥٥ [الاسراء: ٥٥]

“ [illegible] [74]

وَمِنَ ٱلَّيۡلِ فَتَهَجَّدۡ بِهِۦ نَافِلَةٗ لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامٗا مَّحۡمُودٗا ٧٩ [الاسراء: ٧٩]

“ [illegible] [75]

«أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

“ [illegible] [76]

---

[73] [illegible]: (٥٥)

[74] [illegible]: (٥٥)

[75] [illegible]: (٧٩)

[76] [illegible]: ([illegible]), [illegible]: ([illegible])

[illegible]:

[illegible]

«فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى، قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا».

"[illegible]"[77] [illegible]

﴿ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكۡلِيمٗا ١٦٤ ﴾ [النساء : ١٦٤]

"[illegible]"[78] [illegible]

«وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأُفُقَ، فَرَجَوْتُ أَنْ تَكُونَ أُمَّتِي، فَقِيلَ هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ».

"[illegible]

[77] [illegible]: ([illegible])

[78] [illegible] [illegible]: ([illegible])

তার কওম”।[79] অপর হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

«لَا تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ، فَلَا أَدْرِي، أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ، فَأَفَاقَ قَبْلِي، أَمْ كَانَ مِمَّنْ اسْتَثْنَى اللَّهُ ؟».

“তোমরা আমাকে মূসার উপর প্রাধান্য দিয়ো না , কারণ মানুষেরা সংজ্ঞাহীন হবে , আমি সর্বপ্রথম সংজ্ঞা ফিরে পাব , তখন দেখব মূসা আরশের পার্শ্ব ধরে আছেন। আমি জানি না , তিনি সংজ্ঞাহীনদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন আমার পূর্বে জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন , না আল্লাহ যাদেরকে সংজ্ঞামুক্ত রেখেছেন তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ”?[80] ইসরা ও মেরাজের হাদিসে তার মর্তবা ষষ্ঠ আসমানে বিধৃত হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় মর্যাদার বিবেচনায় মূসা ‘আলাইহিস সালাম তৃতীয় স্থানে।

চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে আছেন ঈসা ও নূহ ‘আলাইহিমুস সালাম। তাদের দু ’জনের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণে আলেমগণ দ্বিমত করেছেন। কেউ বলেন ঈসা ‘আলাইহিস সালাম শ্রেষ্ঠ , কেউ বলেন নূহ ‘আলাইহিস সালাম শ্রেষ্ঠ। কেউ তাদের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণে নীরবতা অবলম্বন করেন। উল্লেখিত পাঁচজন সবাই শ্রেষ্ঠ রাসূল। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা ‘আলা ইরশাদ করেন:

---

[79] বুখারি : (৩১৮১)

[80] মুসলিম : (৪৩৮৪)

65

﴿فَٱصۡبِرۡ كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلۡعَزۡمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ ٣٥﴾ [الاحقاف: ٣٥]

“অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর, যেমন ধৈর্যধারণ করেছিল সুদৃঢ় সংকল্পের রাসূলগণ”।[81]

অন্যত্র ইরশাদ করেন:

﴿وَإِذۡ أَخَذۡنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِيثَٰقَهُمۡ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٖ وَإِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبۡنِ مَرۡيَمَۖ وَأَخَذۡنَا مِنۡهُم مِّيثَٰقًا غَلِيظٗا ٧﴾ [الاحزاب : ٧]

“আর স্মরণ কর, যখন আমি অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম নবীদের থেকে এবং তোমার থেকে, নূহ, ইবরাহিম, মূসা ও মারইয়াম পুত্র ঈসা থেকে। আর আমি তাদের কাছ থেকে সুদৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম”।[82]

এখানে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বাগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وَإِنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَام لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ».

“আমি আল্লাহর বান্দা, নিশ্চয় সর্বশেষ নবী, তখন আদম ‘আলাইহিস সালাম ছিল মাটিতে মিশ্রিত”।[83]

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর:

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধিক হাদিসে অন্যান্য নবীর উপর তাকে

---

[81] সূরা আহযাব : (৩৫)

[82] সূরা আহযাব : (৭)

[83] আহমদ: (১৬৮১৭)

66

প্রাধান্য দিতে নিষেধ করেছেন। কোথাও তিনি বলেছেন:

«لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ».

“নবীদের মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণ কর না ”।[84] অথচ উপরের আলোচনা থেকে জানলাম যে, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ এবং নবীদের মাঝে মর্যাদার তারতম্য রয়েছে ইব্‌ন কাসির রাহিমাহুল্লাহ্ সূরা বাকারার (২৫৩)নং আয়াতের ব্যাখ্যায় এ প্রশ্নের কয়েকটি উত্তর দিয়েছেন:

১. মর্যাদার তারতম্য জানার পূর্বে তিনি নিষেধ করেছেন।

২. বিনয়ী ও নম্রতার খাতিরে তিনি নিষেধ করেছেন।

৩. তর্কের সময় অহংকার করে প্রাধান্য দিতে নিষেধ করেছেন।

৪. সাম্প্রদায়িকতার জন্য প্রাধান্য দিতে নিষেধ করেছেন।

৫. তার নিষেধ করার অর্থ মর্যাদার বিষয়টি তোমাদের উপর ন্যস্ত নয়, আল্লাহর উপর ন্যস্ত। তোমাদের দায়িত্ব শুধু আনুগত্য করা।

নবী ও রাসূল উভয় বলা উত্তম:

লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ خير نبي أرسلا বলে নবী ও রাসূল উভয় বিশেষণ উল্লেখ করেছেন, যদিও শুধু রাসূল দ্বারা নবী বুঝা যেত, কারণ প্রত্যেক রাসূল নবী, তবে তা হত

---

[84] বুখারি: (৬৪৩৩), ও মুসলিম: (৪৩৮৫)

67

প্রাসঙ্গিক। তিনি প্রাসঙ্গিকতা ত্যাগ করে নবী ও রাসূল দু ’টি বিশেষণ স্পষ্ট বলেছেন। এভাবে বলাই নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা। বুখারি ও মুসলিম[85] বর্ণনা করেন : নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি সাহাবি বারা ইব্‌ন আযেবকে বলেন : “যখন তুমি বিছানায় আস সালাতের ন্যায় অজু কর। অতঃপর ডান পার্শ্বে শয়ন কর এবং বল :

«اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ»

যদি এ রাতে মারা যাও , তবে স্বভাবের উপর মারা যাবে। তুমি এ বাক্যগুলোকে তোমার সর্বশেষ বাক্য বানাও ”। তিনি বলেন : আমি দো‘আটি পড়ে শুনাই : اللّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الّذِي أَنْزَلّتَ শেষে বলি : وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلّتَ তিনি বললেন : না , وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ বল, [যেভাবে আমি তোমাকে বলেছি]। ‘’ ইব্‌ন আযেব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু وَبِرَسُولِكَ বলতে চাইলেন , কিন্তু তিনি وَبِنَبِيِّكَ বলতে বললেন, অথচ রাসূল শব্দে প্রাসঙ্গিকভাবে নবীর উল্লেখ ছিল।

দ্বিতীয়ত লেখক নবী ও রাসূল বলে উভয়ের মাঝে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। কারও কারও মতে , নতুন শরীয়ত নিয়ে আগমনকারীকে রাসূল বলা হয় , আর পূর্বের রাসূলের শরীয়ত প্রচারকারীকে

---

[85] বুখারি : (৬৩১১), মুসলিম : (২৭১২)

68

বলা হয় নবী। প্রত্যেক রাসূল নবী , কিন্তু প্রত্যেক নবী রাসূল নয়।

বাইকুনি বিসমিল্লাহ লিখেননি :

আমাদের সামনে বিদ্যমান ‘মানযুমায় ’[86] বিসমিল্লাহ নেই আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ আশ-শামরানি সংকলিত الجـــامع للمتـــون العلمية গ্রন্থেও [87] বিসমিল্লাহ নেই। মানযূমার প্রথম লাইন থেকে অনুমেয় লেখক রাহিমাহুল্লাহ্‌ শুরুতে বিসমিল্লাহ লিখেননি , তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ দ্বারা ‘বিসমিল্লাহ ’ লিখার অজিফা আঞ্জাম দিয়েছেন।

বিসমিল্লাহর প্রতি গুরুত্বারোপকারী হাদিসগুলো দুর্বল :

প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলার প্রতি গুরুত্ব প্রদানকারী যেসব হাদিস নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়, তার সবক’টি দুর্বল। সেগুলো ত্যাগ করে কুরআনুল কারিম এবং নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুক্তি ও চিঠি - পত্রের আদর্শকে বিসমিল্লাহ বলার স্বপক্ষে দলিল হিসেবে গ্রহণ করা উত্তম [88]।

---

[86] ‘দারুস সালাম ’ কায়রো, মিসর থেকে প্রকাশিত।

[87] ‘মাদারুল ওয়াতন ’ রিয়াদ থেকে প্রকাশিত।

69

[illegible]: [illegible] [illegible] [illegible]

সহি, হাসান ও দ্বা‘ঈফ।[89] লেখক প্রথম ছয়টি পঙক্তিতে মৌলিক প্রকার ও অবশিষ্ট পঙক্তিতে আনুষঙ্গিক প্রকারসমূহ উল্লেখ করেছেন।

حديث এর আভিধানিক অর্থ নতুন। আল্লাহর কালাম ‘কাদিম’ বা অনাদির বিপরীত নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীকে হাদিস বলা হয়, কারণ তার বাণী অপেক্ষাকৃত নতুন। সংবাদকে হাদিস বলা হয়, কারণ সংবাদ অপেক্ষাকৃত নতুন। মুখের কথাও হাদিস, কারণ এগুলো নতুন নতুন অস্তিত্ব লাভ করে। এ হিসেবে কুরআনুল কারিমকে হাদিস বলা হয়। ইরশাদ হচ্ছে:

﴿ فَبِأَيِّ حَدِيثِۭ بَعۡدَ ٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ يُؤۡمِنُونَ ٦ ﴾ [الجاثية : ٦]

“অতএব তারা আল্লাহ ও তার আয়াতের পর আর কোন কথায় বিশ্বাস করবে”?[90]

হাদিসের পারিভাষিক অর্থ: নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কর্ম, সম্মতি, চারিত্রিক গুণগান ও সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যকে হাদিস বলা হয়।

---

[89] কেউ বলেন: হাদিসের মৌলিক প্রকার দু’টি ‘সহি’ ও ‘দা‘ঈফ’। তাদের নিকট ‘হাসান’ও ‘সহি’ হাদিসের প্রকার। দলিল: হাদিসে গ্রহণযোগ্যতার দলিল থাকবে, বা থাকবে না, থাকলে ‘সহি’, নচেৎ ‘হাসান’। তিন প্রকারের দলিল: হাদিসে গ্রহণযোগ্যতার দলিল থাকবে, বা থাকবে না, না থাকলে ‘দা‘ঈফ’, আর থাকলে পূর্ণমাত্রায় থাকবে, বা দুর্বলভাবে থাকবে, পূর্ণমাত্রায় থাকলে ‘সহি’, দুর্বলভাবে থাকলে ‘হাসান’।

[90] সূরা আল-জাসিয়াহ: (৬)

71

হাদিসের প্রকার দ্বারা উদ্দেশ্য _ :

‘উসুলে হাদিসের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ’-এ আমরা জেনেছি হাদিস শাস্ত্রের দু ’টি অংশ : ‘ইলমুর রিওয়াইয়াহ ’ ও ‘ইলমুদ দিরাইয়াহ ’। সাধারণত ‘ইলমুদ দিরাইয়াহ ’-কে উসুলে হাদিস বলা হয়। এখানে হাদিসের প্রকার দ্বারা ‘ইলমুদ দিরাইয়াহ ’-র প্রকারসমূহ উদ্দেশ্য। عدَّة দ্বারা উদ্দেশ্য ‘ইলমুদ দিরায়াহ ’র কতক প্রকার , কারণ তিনি সকল প্রকার বর্ণনা করেননি , মাত্র ৩২ -টি প্রকার সংজ্ঞাসহ বর্ণনা করেছেন , যা মৌলিক ও অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ।

حدّ বলা হয় কোনো বস্তুর এমন সংজ্ঞাকে , যার থেকে তার কোনো প্রকার বাদ পড়ে না , আবার অপর বস্তুর কোনো প্রকার তাতে প্রবেশ করে না।

সহি হাদিস

أَوَّلُها الصَّـحِيحُ وَهْـوَ		إسْنادُه ولمْ يَشُــذَّ أو
يَرْوِيــهِ عَـدْلٌ ضـابِطٌ		مُعْتَمَــدٌ في ضَــبْطِهِ

“তার প্রথম প্রকার ‘সহি ’, আর তা হচ্ছে যার সনদ মুত্তাসিল এবং যা ‘শায ’ বা ‘মুয়াল ’ নয়। যে হাদিস আদিল ও দাবেত রাবি তার ন্যায় রাবি থেকে বর্ণনা করে , যিনি স্বীয় দ্বাবত ও বর্ণনায় গ্রহণযোগ্য ”। লেখকের বর্ণনাক্রম অনুসারে হাদিসের প্রথম প্রকার সহি। এ প্রকারের সম্পর্ক সনদ ও মতন উভয়ের সাথে।

72

[illegible]
أَوَّلُها [illegible]
صحيح [illegible]
وَأَنْتَ صَحِيحٌ [illegible][91] [illegible]
[illegible]
[illegible][92]

---

[91] [illegible]

[92] [illegible]

লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ ‘সহি’-র পাঁচটি শর্ত উল্লেখ করেছেন: ১. সনদ মুত্তাসিল হওয়া। ২. শায না হওয়া। ৩. ‘আল্ না হওয়া। ৪. রাবির আদিল হওয়া। ৫. রাবির দ্বাবিত হওয়া। প্রথম, চতুর্থ ও পঞ্চম তিনটি শর্ত সনদের সাথে সম্পৃক্ত, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শর্ত দু’টি সনদ ও মতন উভয়ের সাথে সম্পৃক্ত।
লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ সহি হাদিসের শর্ত বর্ণনার ক্ষেত্রে পরম্পরা রক্ষা করেননি। আমরা পরম্পরা রক্ষা করে সনদের সাথে সম্পৃক্ত তিনটি শর্ত প্রথম বর্ণনা করব, শায ও মু‘আল্ না হওয়া দু’টি শর্ত স্ব-স্ব স্থানে বর্ণনা করব।

93 ইনশাআল্লাহ।
প্রথম শর্ত : সনদ মুত্তাসিল হওয়া :
সনদ মুত্তাসিল হওয়ার অর্থ, সনদে বিদ্যমান প্রত্যেক রাবি (বর্ণনাকারী) তার শায়খ (শিক্ষক) থেকে সরাসরি হাদিস শ্রবণ করেছেন প্রমাণিত হওয়া। যেমন গ্রন্থকার মুহাদ্দিস বললেন: আমার নিকট বর্ণনা করেছে অমুক (প্রথম উস্তাদ), তিনি বললেন: আমার নিকট বর্ণনা করেছে অমুক (দ্বিতীয় উস্তাদ), তিনি বললেন: আমার নিকট বর্ণনা করেছে অমুক (তৃতীয় উস্তাদ), তিনি বললেন: আমার নিকট বর্ণনা করেছে অমুক (চতুর্থ উস্তাদ)। এভাবে প্রত্যেক রাবি স্বীয় শায়খ থেকে শ্রবণ

উচ্চারণ শায ও মু‘আল্ ব্যতীত সবক’টি পরিভাষার ব্যাখ্যা ‘সহি’র অধীনে সামনে আসছে। শায-এর জন্য ২১-নং পঙক্তি এবং মু‘আলের জন্য ২৪-নং পঙক্তির ব্যাখ্যা দেখুন।
93 শায দেখুন ২১-পঙক্তিতে মু‘আল্ দেখুন ২৬-পঙক্তিতে।
74

[illegible]

[illegible]:
[illegible]
قال الإمام البخاري -رحمه الله- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ»
[illegible] (1641-1706.) [illegible] (1706.), [illegible] (1707-1766.), [illegible] (1767-1826.), [illegible] (1827.), [illegible] (1828.) [illegible]، [illegible]: “[illegible] [illegible] [illegible]

প্রত্যেক সালাতের সাথে মিসওয়াকের নির্দেশ দিতাম ”।[94]

সনদ ও মতন: হাদিসের দু ’টি প্রধান অংশ : একটি সনদ, অপরটি মতন। এ হাদিসে ইমাম বুখারির আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ থেকে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু পর্যন্ত অংশকে سَـنَد ‘সনদ’ বলা হয়। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদিসের অবশিষ্ট অংশকে مَتْن ‘মতন’ বলা হয়। হাদিসের মতন ও সনদ একটির সাথে অপরটি ওতপ্রোত জড়িত। সনদ ব্যতীত মতন হয় না , মতন থাকলে অবশ্যই তার সনদ আছে। তবে একটি ‘সহি ’ হলে অপরটি ‘সহি ’ হওয়া জরুরি নয়। কখনো সনদ সহি হয় , কারণ সহির সকল শর্ত তাতে বিদ্যমান , যেমন সনদ মুত্তাসিল , রাবিগণ আদিল ও দ্বাবিত , তবে মতন শায বা ‘ইল্লতের কারণে সহি নয়। কখনো মতন সহি হয় , তবে রাবির দুর্বলতা বা ইনকিতা ‘ (বর্ণনাপরম্পরা কাটা পড়া) এর কারণে সনদ সহি হয় না। সনদ ও মতন উভয় সহি হলে হাদিস সহি। এরূপ হাদিস সম্পর্কে আমরা দৃঢ়ভাবে বলব: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। গ্রন্থকারের উস্তাদকে সনদের শুরু এবং সাহাবিকে সনদের শেষ বলা হয়।

রাবি : ‘রাবি ’ আরবি শব্দ , বাংলা অর্থ বর্ণনাকারী ও উদ্ধৃতকারী। হাদিসের পরিভাষায় সনদে বিদ্যমান প্রত্যেক ব্যক্তিকে رَاوِيْ বলা হয়। সাহাবি নবী

---

[94] বুখারি : (৮৮৭), মুসলিম : (২৫৪)

76

[illegible]

বুখারির দরস না দেন, তাহলে তিনি শায়খুল হাদিস নন। এ পরিভাষা ঠিক নয়। তাই আমাদের সমাজে ‘শায়খুল হাদিস’ একটি পদের নাম, যোগ্যতার পরিচায়ক উপাধি নয়।

মুহাদ্দিস : ‘মুহাদ্দিস’ আরবি শব্দ, বাংলা অর্থ বর্ণনাকারী বা বক্তা। হাদিসের পঠন-পাঠনকে যারা পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন, তাদেরকে পরিভাষায় مُحَـدِّث ‘মুহাদ্দিস’ বলা হয়। ‘মুহাদ্দিস’ কর্তাবাচক বিশেষ্য, এ শব্দের আদেশসূচক ক্রিয়া দ্বারা আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে :

﴿ وَأَمَّا بِنِعۡمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثۡ ١١ ﴾ [الضحى: ١١]

“আর আপনার রবের অনুগ্রহ আপনি বর্ণনা করুন”।[95] অর্থাৎ রিসালাত ও নবুওয়ত সবচেয়ে বড় নিয়ামত, অতএব যে রিসালাত দিয়ে আপনাকে প্রেরণ করা হয়েছে তা পৌঁছে দিন, আর যে নবুওয়ত আপনাকে দেওয়া হয়েছে তা বর্ণনা করুন।[96]

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘মুহাদ্দিস’, কারণ তিনি কুরআন ও হাদিস বর্ণনা করে রিসালাত ও নবুওয়তের দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। পরবর্তীতে শুধু হাদিস বর্ণনাকারীদের মুহাদ্দিস বলা হয়। এ পরিভাষা সাহাবিদের যুগেও ছিল, ইব্ন ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে বলেন:

---

[95] সূরা আদ-দোহা : (১১)

[96] লিসানুল আরব: حَدّث ধাতু দেখুন।

78

وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ مُحَدِّثٌ عَنْ رَسُـولِ اللَّهِ صَـلَّى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ.

“আমার নিকট পৌঁছেছে যে, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অমুক বিষয়ে বর্ণনা করেন”?[97] অতএব সনদে বিদ্যমান সকল রাবি মুহাদ্দিস। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কর্ম, সমর্থন ও গুণগানকে যথাযথ সংরক্ষণ ও বর্ণনা করেন।

ভারত উপমহাদেশে বুখারি শরীফ ব্যতীত হাদিসের অন্যান্য কিতাব পাঠদানকারীকে মুহাদ্দিস বলা হয়। এ পরিভাষা সঠিক নয়।

ইত্তিসালের[98] অনুশীলন : উক্ত হাদিসের সনদ মুত্তাসিল ও অবিচ্ছিন্ন। এতে কোথাও ছেদ বা ইনকিতা‘ নেই। সাহাবি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে আ‘রাজ, তার থেকে আবুয যিনাদ, তার থেকে মালিক, তার থেকে ইব্ন ইউসুফ এবং তার থেকে ইমাম বুখারি হাদিস শ্রবণ করেছেন। প্রত্যেক শায়খের সাথে তার রাবির সাক্ষাত প্রমাণিত। শায়খ ও রাবির জন্ম-মৃত্যু তারিখ, অবস্থান ও ভ্রমণ, পাঠগ্রহণ ও পাঠদান তাদের সাক্ষাত প্রমাণ করে। সনদে উল্লেখিত কোনো শায়খ ও রাবির সাক্ষাত সম্পর্কে কোনো ইমাম আপত্তি

---

[97] মুসনাদে আহমদ : (১১২৩৩)

[98] মুত্তাসিল ও ইত্তিসাল : ‘মুত্তাসিল’ কর্তাবাচক বিশেষ্য, অর্থ মিলিত। ‘সনদ মুত্তাসিল’ অর্থ সনদটি মিলিত ও অবিচ্ছিন্ন। ‘ইত্তিসাল’ ক্রিয়াবিশেষ্য, অর্থ মিল। ‘সনদে ইত্তিসাল’ নেই অর্থ সনদটি বিচ্ছিন্ন ও ছেদ বিশিষ্ট।

79

মুসলিম : রাবির ‘আদিল হওয়ার জন্য মুসলিম হওয়া জরুরি। অতএব কাফের ‘আদিল’ নয়, তার হাদিস সহি নয়। কাফের কুফরি অবস্থায় হাদিস শ্রবণ করে যদি মুসলিম হয়ে বর্ণনা করে, তাহলে তার হাদিস গ্রহণযোগ্য। কারণ সে সংবাদ দেওয়ার সময় আদিল, যদিও গ্রহণ করার সময় আদিল ছিল না যেমন জুবাইর ইব্ন মুতয়িম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন:

«سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقْرَأ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ»

“আমি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাগরিবের সালাতে সূরা তূর পড়তে শুনেছি”। তিনি শুনেছেন কাফের অবস্থায়, আর বর্ণনা করেছেন মুসলিম অবস্থায়।[99]

সাবালিগ : রাবির আদিল হওয়ার জন্য সাবালিগ হওয়া জরুরি। কেউ শৈশবে হাদিস শ্রবণ করে যদি সাবালিগ হয়ে বর্ণনা করে, তাহলে তার হাদিস গ্রহণযোগ্য, সাবালিগ হওয়ার পূর্বে তার হাদিস গ্রহণযোগ্য নয়। কতক সাহাবির ক্ষেত্রে এ শর্ত প্রযোজ্য নয়, ইব্ন আব্বাস, যু ও নুমান ইব্ন বাশির প্রমুখ, তাদের হাদিস শৈশাবস্থায় গ্রহণ করা হয়েছে।

বিবেকী : রাবির আদিল হওয়ার জন্য বিবেক সম্পন্ন হওয়া জরুরি। বিবেকহীন ও পাগল ব্যক্তির বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। পাগল দু’প্রকার: স্থায়ী পাগল ও অস্থায়ী পাগল।

---

[99] হাদিসটি মুত্তাফাকুন আলাইহি।

81

স্থায়ী পাগলের হাদিস কোনো অবস্থায় গ্রহণযোগ্য নয়। অস্থায়ী পাগলের মধ্যে যদি সুস্থাবস্থায় সহির অন্যান্য শর্ত বিদ্যমান থাকে, তাহলে তার হাদিস গ্রহণযোগ্য, তবে শ্রবণ করা ও বর্ণনা করা উভয় অবস্থায় সুস্থ থাকা জরুরি।
দীনদারী : রাবির ‘আদিল হওয়ার জন্য দীনদার হওয়া জরুরি, তাই পাপের উপর অটল ব্যক্তি আদিল নয়। পাপ হলেই ‘আদল বিনষ্ট হবে না, কারণ মুসলিম নিষ্পাপ নয়, তবে বারবার পাপ করা কিংবা কবিরা গুনায় লিপ্ত থাকা ‘আদল পরিপন্থী। দীনের অপব্যাখ্যাকারী, তাতে সন্দেহ পোষণকারী ও বিদ‘আতির হাদিস গ্রহণ করা সম্পর্কে আহলে ইলমগণ বিভিন্ন শর্তারোপ করেছেন।
সুস্থ রুচিবোধ : রাবির ‘আদল হওয়ার জন্য সুস্থ রুচিবোধ সম্পন্ন হওয়া জরুরি। সুস্থ রুচিবোধের নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা নেই। প্রত্যেক সমাজের নির্দিষ্ট প্রথা, সে সমাজের জন্য মাপকাঠি, যা স্থান-কাল-পাত্র ভেদে নানা প্রকার হয়। সাধারণত সৌন্দর্য বিকাশ ও আভিজাত্য প্রকাশকারী কর্মসমূহ সম্পাদন করা এবং তুচ্ছ ও হেয় প্রতিপন্নকারী কর্মসমূহ পরিত্যাগ করাকে সুস্থ রুচিবোধের পরিচায়ক বলা হয়।
ইব্ন হাজার রাহিমাহুল্লাহ ‘আদল’ এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন: ‘আদল’ ব্যক্তির মধ্যে এমন

যোগ্যতা, যা তাকে তাকওয়া ও রুচিবোধ আঁকড়ে থাকতে বাধ্য করে"।[100]

অতএব ফাসেক ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী 'আদিল' নয়, যদিও সে সত্যবাদী। জামাত ত্যাগকারী 'আদিল' নয়, যদিও সে সত্যবাদী, সুতরাং তাদের বর্ণনাকৃত হাদিস সহি নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوۡمَۢا بِجَهَٰلَةٖ فَتُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَٰدِمِينَ ٦﴾ [الحجرات: ٦]

"হে ঈমানদারগণ, যদি কোনো ফাসেক তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তা যাচাই করে নাও। এ আশঙ্কায় যে, তোমরা অজ্ঞতাবশত কোনো কওমকে আক্রমণ করে বসবে, ফলে তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে"।[101] ফাসেক ব্যক্তির সংবাদ যাচাই ব্যতীত গ্রহণ করা যাবে না, পক্ষান্তরে আদিল ব্যক্তির সংবাদ গ্রহণযোগ্য। আল্লাহ বলেন:

﴿وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِۚ ٢﴾ [الطلاق: ٢]

"আর তোমাদের মধ্য থেকে ন্যায়পরায়ণ দু'জন সাক্ষী বানাবে। আর আল্লাহর জন্য সঠিক সাক্ষ্য দেবে।"।[102] এ আয়াতে আল্লাহ 'আদিল' ব্যক্তিদের সাক্ষীরূপে গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

---

[100] দেখুন: আন-নুহাহ: (পৃ.৮৩)

[101] সূরা হুজুরাত: (৬)

[102] সূরা তালাক: (২)

83

সারাংশ : ‘আদিল’ ব্যক্তির মধ্যে দু ’টি গুণ থাকা জরুরি : দীনদারী ও সঠিক রুচিবোধ। এ দু ’টি গুণকে ‘আদালত’ বলা হয়। কখনো ‘আদিল’ জন্য ক্রিয়াবিশেষ্য ‘আদ্ল’ শব্দ ব্যবহার করা হয়, যেমন লেখক বলেছেন: يرويه عدل ‘আদ্ল’ অর্থ ‘আদিল’। অত্র গ্রন্থে আমরা আদিল , আদালত ও শব্দগুলো অধিক ব্যবহার করব , তাই পাঠকবর্গ ভালো করে স্মরণ রাখুন।

বিতর্কিত রাবি : রাবির আদালত বর্ণনার ক্ষেত্রে কেউ কড়াকড়ি করেন , কেউ শিথিলতা করেন। যিনি কড়াকড়ি করেন তার আদালতের স্বীকৃতি অধিক গ্রহণযোগ্য , যদিও ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকাই উত্তম , কারণ কড়াকড়ির ফলে যেরূপ সহি হাদিস পরিত্যাজ্য হতে পারে , অনুরূপ শিথিলতার কারণে দুর্বল হাদিস সহি বলে ধরা হয়ে যেতে পারে। কতক সময় দেখা যায় কারো আদালত সম্পর্কে আলেমগণ দ্বিমত পোষণ করেন, যেমন কেউ বলেন: তার কোনো সমস্যা নেই। কেউ বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য। কেউ বলেন : তার হাদিস আমি ছুড়ে ফেলি , সে কোনো বিষয় নয় ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে অধিক গ্রহণযোগ্য মতটি গ্রহণ করব। এ বিষয়ে আরো জানার জন্য বড় কিতাব দেখুন।

রাবির আদালতের অনুশীলন : উদাহরণে পেশ করা মিসওয়াকের হাদিসে ইমাম বুখারির উস্তাদ ইব্ন ইউসুফ , তার উস্তাদ মালিক , তার উস্তাদ আবুয যিনাদ এবং তার উস্তাদ আ ‘রাজ সবাই আদিল। একাধিক মুহাদ্দিস তাদের আদালত সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। অতএব

84

সনদে বিদ্যমান সকল রাবির মধ্যে দ্বিতীয় শর্ত বিদ্যমান। উল্লেখ্য, সকল সাহাবি আদিল, কারণ তাদের আদালত প্রসঙ্গে আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাক্ষী দিয়েছেন, তাদের সাক্ষীর পর কারো সাক্ষীর প্রয়োজন নেই।

তৃতীয় শর্ত : রাবির ‘দ্বাবত’: সহি হাদিসের দ্বিতীয় শর্ত রাবির ‘দাবত’। ضــــبط ক্রিয়াবিশেষ্য, আভিধানিক অর্থ নিয়ন্ত্রণ। এ থেকে যিনি শায়খ থেকে হাদিস শ্রবণ করে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হন, তাকে ضابط বলা হয়। ‘দ্বাবিত’ কর্তাবাচক বিশেষ্য, অর্থ সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণকারী।

দ্বাবত এর পারিভাষিক অর্থ : শায়খ থেকে শ্রবণ করা হাদিস হ্রাস, বৃদ্ধি ও বিকৃতি ব্যতীত অপরের নিকট পৌঁছে দেওয়াই দ্বাবত।

দ্বাবত দুই অবস্থায় থাকা জরুরি : শ্রবণ করার সময় ও বর্ণনা করার সময়। শ্রবণ করার সময় দ্বাবত যেমন, শায়খের হাদিস মনোযোগসহ শ্রবণ করা ও তার মুখ নিঃসৃত প্রতিটি শব্দ যথাযথ সংরক্ষণ করা। এ প্রকার দ্বাবতকে ضبط عند التحمل বলা হয়, অর্থাৎ হাদিস গ্রহণ করার সময় দ্বাবত। বর্ণনা করার সময় দ্বাবত যেমন, শায়খ থেকে শ্রবণকৃত হাদিস রাবির নিকট কোনো প্রকার হ্রাস, বৃদ্ধি ও বিকৃতি ব্যতীত বর্ণনা করা, ভুল হলেও কম। এ প্রকার দ্বাবতকে ضبط عند الأداء বলা হয়, তথা বর্ণনা করার সময় দ্বাবত। এ দুই অবস্থায় দ্বাবত সম্পন্ন রাবিকে দ্বাবিত বলা হয়।

85

অতএব শায়খের দরসে উদাসীন থাকা রাবি, কিংবা বর্ণনা করার সময় অধিক ভুলকারী রাবি দ্বাবিত নয়, তাই তাদের হাদিস সহি নয়। দ্বাবিত রাবির কখনো ভুল হবে না জরুরি নয়, কারণ এরূপ শর্তারোপ করা হলে এক দশমাংশ সহি হাদিস গ্রহণ করাও মুশকিল হবে।

দ্বাবত দু’প্রকার: স্মৃতি শক্তির দ্বাবত ও খাতায় লিখে দ্বাবত। সাহাবি ও প্রথম যুগের তাবে‘ঈগণ স্মৃতি শক্তির উপর নির্ভর করতেন, পরবর্তীতে লেখার ব্যাপক প্রচলন হয়। তখন থেকে স্মৃতি শক্তি অপেক্ষা লেখার উপর নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়, তবে লিখিত পাণ্ডুলিপি নিজ দায়িত্বে সংরক্ষণ করা জরুরি। লিখে রাখার ফলে ভুল ও বিকৃতি থেকে নিষ্কৃতি মিলে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ١ خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِنۡ عَلَقٍ ٢ ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ ٣ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ ٤ ﴾ [العلق: ١، ٤]

“পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক থেকে। পড়, আর তোমার রব মহামহিম। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন”।[103]

আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াতে প্রথম বলেছেন পড়, অতঃপর বলেছেন: “যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন”। অর্থাৎ তোমরা স্মৃতি শক্তি থেকে পড়, যদি স্মৃতি শক্তিতে না থাকে, তাহলে তোমার লিখনি থেকে পড়।[104]

---

[103] সূরা আলাক: (১-৪)

[104] শারহুল মানযুমাহ, লি ইবন উসাইমিন রহ.

86

সম্পন্ন রাবি তার ন্যায় আদালত ও দ্বাবত সম্পন্ন রাবি থেকে বর্ণনা করেনি।
‘ শায’ - এর অনুশীলন : ২১-নং পঙক্তির অধীন শায সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আসছে, যার সারাংশ: ‘মাকবুল বা সেকাহ রাবি যদি তাদের চেয়ে উত্তম বা অধিক সেকাহ রাবিদের বিপরীত বর্ণনা করে, তাহলে তাদের বর্ণনাকে শায বলা হয়’। মকবুল অর্থ গ্রহণযোগ্য রাবি, যার একা বর্ণিত হাদিস ন্যূনতম পক্ষে ‘হাসানে’-র মর্যাদা রাখে। মকবুলের চেয়ে উত্তম রাবিকে সেকাহ

105 বলা হয়, যার একা বর্ণিত হাদিস ‘সহি’-র মর্যাদা রাখে। উদাহরণে পেশকৃত মিসওয়াকের হাদিসে সকল রাবি সেকাহ। তাদের বিরোধিতা করে তাদের চেয়ে অধিক সেকাহ রাবি কোনো হাদিস বর্ণনা করেনি। তাই হাদিসটি শায নয়। অতএব মিসওয়াকের হাদিসে ‘সহি’র চতুর্থ শর্ত বিদ্যমান।
‘ মু‘আল’ - এর অনুশীলন : ২৪-নং পঙক্তির অধীন ‘মু‘আল’ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আসছে। তার সারাংশ: ‘দোষণীয় ইল্লতযুক্ত হাদিসকে মু‘আল্ বলা হয়’। সনদ ও মতন উভয় স্থানে দোষণীয় ইল্লত হতে পারে। ইল্লত দ্বারা উদ্দেশ্য সুপ্ত ও গোপন ইল্লত, বিজ্ঞ মুহাদ্দিস ব্যতীত যা কেউ বলতে পারে না। উদাহরণে পেশকৃত মিসওয়াকের হাদিস দোষণীয় ইল্লতমুক্ত। অর্থাৎ হাদিসটি কুরআনুল

105 সেকাহ আরবি শব্দ, বাংলা অর্থ নির্ভরযোগ্য। পরিভাষায় আদালত ও পূর্ণ দ্বাবত সম্পন্ন রাবিকে সেকাহ বলা হয়, দুর্বল দ্বাবত সম্পন্ন রাবিকে মাকবুল বলা হয়।
88

কারিমের কোনো আয়াত বিরোধী নয়। হাদিসটি মারফূ ‘, কোনো বিচক্ষণ মুহাদ্দিস তা মাওকুফ বলেননি ; অথবা হাদিসটি মুত্তাসিল , কোনো বিচক্ষণ মুহাদ্দিস তা মুরসাল বলেননি ; অথবা হাদিস থেকে প্রমাণিত বিধান অকাট্য বিধানের বিপরীত নয় , তাই হাদিস সহি। হাদিস সহি হওয়ার পঞ্চম শর্তও তাতে বিদ্যমান। এ জন্য বুখারি ও মুসলিম উভয় গ্রন্থে তার স্থান হয়েছে। বুখারি ও মুসলিমের উদ্ধৃতি পর কোনো উদ্ধৃতির প্রয়োজন নেই।

এ ছাড়া উক্ত হাদিসের অনেক মুতাবে ‘ ও শাহেদ [106] রয়েছে। মুতাবে ‘ ও শাহিদের বলে ‘হাসান হাদিস ’ সহি লি গায়রিহি ও ‘দ্বা ‘ঈফ হাদিস ’ হাসান লি গায়রিহির মর্যাদায় উন্নীত হয়। ইমাম তিরমিযি রাহিমাহুল্লাহ্ উক্ত হাদিস বর্ণনা শেষে বলেন : “মিসওয়াক অধ্যায়ে আবু বকর সিদ্দিক , ‘আলি, ‘আয়েশা, আব্বাস , হুযাইফা , যায়েদ খালেদ আল -জুহানি , আনাস, আব্দুল্ আমর, ওমর, উম্মে হাবিবা , আবু উমামাহ , আবু আইয়ূব, ইব্ন আব্বাস , ইব্ন হানযালা , উম্মে সালামাহ , ইব্ন আসকা ও আবু মুসা প্রমুখ সাহাবি থেকে বিভিন্ন সনদে হাদিস রয়েছে ”। [107]

---

[106] ‘মুতাবে ’, এর আভিধানিক অর্থ অনুসারী। পরিভাষায় : এক উস্তাদের দু ’জন ছাত্র একটি হাদিস বর্ণনা করলে , তারা উভয়ে পরস্পর মুতাবে। এটা ‘মুতাবে ’ এর এক প্রকার , এ ছাড়া আরো প্রকার রয়েছে। ‘শাহেদ ’ এর আভিধানিক অর্থ সাক্ষী , পরিভাষায় : দু ’জন সাহাবি যদি একটি হাদিস বর্ণনা করেন , বা একটি বিষয় দু ’জন সাহাবি থেকে বর্ণিত দু ’টি হাদিসে থাকে , তাহলে তাদের এক হাদিস অপর হাদিসের শাহেদ।

[107] তিরমিযি : (২২)

89

আমরা শুধু ইমাম বুখারি বর্ণিত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসের উপর আলোচনা করেছি।

প্রিয়পাঠক, আমরা দেখলাম একটি হাদিস মুহাদ্দিসগণ কি পরিমাণ সতর্কতাসহ লিপিবদ্ধ করেছেন। এক মুহাদ্দিস অপর মুহাদ্দিসকে কিভাবে পরখ ও যাচাই করেছেন। আল্লাহর দীনের স্বার্থে তারা কারো সমালোচনা করতে দ্বিধা করেননি, অনুরূপ অপরের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিতে সামান্য কুণ্ঠাবোধ করেননি। আরো দেখলাম ‘সহি’র মর্যাদায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য একটি হাদিসকে কয়েকটি ধাপ পার হতে হয়। তাই আমরা নিশ্চিত আল্লাহর অনুগ্রহে কোনো জাল হাদিস ‘সহি’র মর্যাদা পায়নি, হাদিসের ক্ষেত্রে কোনো কুচক্রীর ষড়যন্ত্র সফল হয়নি। মিথ্যা হাদিস রচনাকারী কেউ নেই, যাকে আল্লাহ জীবিত কিংবা মৃত অবস্থায় লাঞ্ছিত করেননি। জাল ও দুর্বল হাদিস প্রচারকারী মূর্খ মুহাদ্দিসরা সাবধান, আপনারা মিথ্যাবাদী মুহাদ্দিস, কারণ মিথ্যা হাদিস প্রচার করাও মিথ্যা বলার অন্তর্ভুক্ত। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ حَدَّثَ عَنِّى، بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ»

90

“যে আমার পক্ষ থেকে কোন হাদিস বর্ণনা করল, যে হাদিস মিথ্যা মনে হচ্ছে, সেও একজন মিথ্যাবাদী”।

108

সকল মুসলিম স্বীয় দীন গ্রহণের ব্যাপারে সচেতন হলে, মূর্খরা জাল হাদিস প্রচার করার সুযোগ পাবে না।

109 ইনশাআল্লাহ। উম্মতে
মুসলিমার উপর আল্লাহর অনুগ্রহ যে, তিনি তাদের থেকে একটি জামাত তৈরি করেছেন, যারা দীনকে হিফাজত করার স্বার্থে সাধ্যের সবটুকু সামর্থ্য ব্যয় করেছেন। তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, যেন কোনো মিথ্যাবাদীর মিথ্যারচনা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পৃক্ত না হয়। তাদের এরূপ করা সম্ভব হয়েছে সনদের কারণে, তাই মুসলিম উম্মাহর নিকট সনদের গুরুত্ব অপরিসীম।

108 মুসলিম: (৬২), তিরমিযি: (২৬৬২), মাজাহ: (৩৮), আহমদ: (৯০৫) 109 সূত্রহীন হাদিস প্রত্যাখ্যান করার অভ্যাসের ফলে জাল হাদিস প্রচার রোধ হয়। হাদিস শেষে ‘আল-হাদিস’ বলা ও লেখার রীতি পরিহার করুন। এ প্রথার সমালোচনা করুন, যতক্ষণ না সূত্র ও শুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত হবেন, হাদিস গ্রহণ করবেন না। পোস্টার, ফেস্টুন, হ্যাণ্ডবিল ও দেয়াল লিখন, যেখানেই সূত্রহীন হাদিস দেখুন, কর্তৃপক্ষকে অবহিত করুন। হাদিস শেষে অবশ্যই সূত্র উল্লেখ করুন। বুখারি ও মুসলিম ব্যতীত কোনো কিতাব হলে সূত্রের সাথে মুহাদ্দিসের মন্তব্য লিখুন। এভাবে জাল হাদিস প্রচার ধীরেধীরে বন্ধ হবে। পূর্বযুগে জাল হাদিস রচনাকারীরা যেরূপ লাঞ্ছিত ও ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, এ যুগেও জাল হাদিস প্রচারকারী মিথ্যাবাদী মুহাদ্দিসরা অপাক্তেয় ও পরিত্যক্ত হবে, ইনশাআল্লাহ।

সনদের গুরুত্ব : ইমাম মুসলিম
রাহিমাহুল্লাহ্ সনদের গুরুত্ব সম্পর্কে কতক বিখ্যাত মনীষীর বাণী উদ্ধৃত করেছেন: ১. সুফিয়ান সাওরি রাহিমাহুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: “মালায়েকাগণ আসমানের পাহারাদার, আর আসহাবে হাদিসগণ জমিনের
পাহারাদার”। ২. ইব্নুল মুবারক
রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: “সনদ দীনের একটি অংশ, যদি সনদ না থাকত তাহলে যে যা চাইত তা-ই বলত”। ৩. সিরিন রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: “নিশ্চয় সনদের ইলম দীনের অংশ, অতএব পরখ করে দেখ কার থেকে তোমাদের দীন গ্রহণ করছ”। ৪. তিনি আরো বলেন: “মানুষ সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত না, কিংবা সনদ দেখত না, অবশেষে যখন ফেতনার সূচনা হল, তারা বলল: তোমাদের শায়খদের নাম বল, বিদ‘আতি হলে তাদের হাদিস গ্রহণ করব না। আহলে সুন্নাহ হলে
তাদের হাদিস গ্রহণ করব”। ৫. মুবারক
রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: “সনদ ব্যতীত দীনি ইলম অন্বেষণকারী সিঁড়ি ব্যতীত ছাদে আরোহণকারী ব্যক্তির ন্যায়”।

110

সহি হাদিসের হুকুম : সহি হাদিসের উপর আমল করা ওয়াজিব।

110 দেখুন: ইমাম মুসলিমের ভূমিকা।
92

হাসান হাদিস

রِجَالُــهُ لا كَالصَّــحِيحِ		والحَسَــنُ الْمَعْـرُوفُ

“আর ‘হাসান’, যার সনদগ□□ো পরিচিত এ □□ রাবিগণ প্রসিদ্ধ, তবে সহি হাদিসের রাবিদের ন্যায় প্রসিদ্ধ নয়”। অত্র কবিতায় বর্ণিত ক্রমানুসারে হাসান দ্বিতীয় প্রকার। হাদিসের এ প্রকার সনদ ও মতন উভয়ের সাথে সম্পৃক্ত। লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ সহি হাদিসের সংজ্ঞা শেষে ‘হাসান’ হাদিসের সংজ্ঞা পেশ করছেন, কারণ ‘সহি’র পর হাসান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

حسَنُ এর আভিধানিক অর্থ সুন্দর।

‘হাসান’ এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: “যে হাদিসের সনদগুলো প্রসিদ্ধ, তবে সহি হাদিসের রাবিদের ন্যায় প্রসিদ্ধ নয়, তাই হাসান”। লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ বাহ্যত হাসান হাদিসের দু’টি শর্ত উল্লেখ করেছেন: ১. রাবিদের প্রসিদ্ধ হওয়া। ২. সহি হাদিসের রাবিদের অপেক্ষা কম প্রসিদ্ধ হওয়া। সনদ মুত্তাসিল হওয়া, ও মু‘আল্ না হওয়া যদিও তিনি উল্লেখ করেননি, তবে সহির সাথে হাসানের তুলনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হাসান হাদিসেও সহির শর্তসমূহ প্রযোজ্য। দ্বিতীয়ত সনদ মুত্তাসিল না হলে যেসব প্রকারগুলো সৃষ্টি হয়, সেগুলো তিনি দ্বা‘ঈফের প্রকারে উল্লেখ করেছেন, যেমন মু‘দ্বাল, মুনকাতি‘, মুরসাল, ও মু‘আল্। তাই

93

وغَدَتْ رِجَالُهُ لا : [illegible]
كالصّحيحِ اشْتَهَرَتْ
والحسن الخفيف ضبطا إذ عـدت = رجاله لاكالصحيح
اشتهرت

লেখকের সংজ্ঞায় কয়েকটি প্রশ্ন :

১. লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ طَرْقاً শব্দ ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ সনদসমূহ। الَمعْـرُوفُ طَرْقـاَ অর্থ সনদের বিবেচনায় প্রসিদ্ধ, আর সনদের বিবেচনায় তখনি প্রসিদ্ধ হবে, যখন এক হাদিসের একাধিক সনদ হবে। এ থেকে অনুমেয় যে, হাসান হাদিসের একাধিক সনদ থাকা জরুরি, অথচ বাস্তবে তা নয়। এরূপ শর্ত দ্বিতীয় প্রকার হাসান তথা হাসান লি-গায়রিহির জন্য প্রযোজ্য, যা মূলত একপ্রকার দ্বা'ঈফ হাদিস, একাধিক সনদের কারণে হাসানের মর্যাদায় উন্নীত হয়। হাসান লি যাতিহির জন্য এ শর্ত প্রযোজ্য নয়, লেখক যার সংজ্ঞা পেশ করেছেন।

২. লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ হাসানের সংজ্ঞায় সনদ মুত্তাসিল হওয়া ও রাবিদের আদালত শর্ত করেননি, অনুরূপ তিনি শায ও ইল্লত থেকে মুক্ত হওয়ার কথাও বলেননি, অথচ হাসান হাদিসে এসব শর্ত জরুরি।

৩. লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ দ্বিতীয় শর্ত বলেছেন: "সহি হাদিসের রাবিদের অপেক্ষা কম প্রসিদ্ধ"। এ থেকে স্পষ্ট যে, সনদের প্রত্যেক রাবির ক্ষেত্রে এ শর্ত প্রযোজ্য, বস্তুত তা নয়, বরং একজন রাবি এরূপ হলে হাদিস হাসান হবে। কারণ হাদিসের ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরুর উপর প্রভাব বিস্তারকারী, আর খারাপ ভালোর উপর কর্তৃত্বকারী। উদাহরণত কোনো সনদে ক্রমানুসারে পাঁচজন রাবি রয়েছে, যদি একজন রাবি দুর্বল হয়, তাহলে সনদ ও হাদিস দুর্বল।

95

একজন রাবি মিথ্যার অপবাদে দুষ্ট হলে হাদিস মাওদু ‘ ও জাল, অথচ চারজন রাবি সেকাহ। এতে সংখ্যালঘু একজন রাবি সবার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। আবার সনদে যদি ভালো ও খারাপ উভয় প্রকার রাবি থাকে, তাহলে খারাপ রাবি সবার উপর কর্তৃত্ব করবে, তার বিবেচনায় হাদিসের মান নির্ণয় হবে।

ইব্‌ন হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ্‌ হাসানের সবচেয়ে সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেন:

وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط، متصل السند، غير معلل ولاشاذ، هو الصحيح لذاته ـ ثم قال: فإن خف الضبط فالحسن لذاته ـ النزهة: (صـ91)

“আদিল ও পরিপূর্ণ দ্বাবত সম্পন্ন রাবির মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত, ইল্লত ও শায থেকে মুক্ত খবরে ওয়াহেদকে সহি লি-যাতিহি বলা হয়। অতঃপর তিনি বলেন: যদি দ্বাবত দুর্বল হয়, তাহলে হাসান লি-যাতিহি”।[112]

এ সংজ্ঞা মতে হাসান হাদিসে সহি হাদিসের শর্তগুলো থাকা জরুরি, তবে পঞ্চম শর্ত ব্যতিক্রম, যথা: ১. সনদ মুত্তাসিল হওয়া। ২. শায না হওয়া। ৩. দোষণীয় ইল্লত থেকে মুক্ত হওয়া। ৪. রাবিদের আদিল হওয়া। ৫. সহি হাদিস অপেক্ষা হাসান হাদিসের রাবির দ্বাবত দুর্বল হওয়া। পঞ্চম শর্তের ভিত্তিতে সহি ও হাসান একটি অপরটি থেকে পৃথক হয়, অন্যথায় হাসানের রাবিগণ তাকওয়া, ইবাদত ও অন্যান্য

---

[112] আন-নুযহাহ: (৯১)

96

[illegible]

বর্ণিত তাই সহি ও গরিব। অতঃপর হাদিসটি মূল রাবি থেকে সহি সনদ ও অপর সনদে বর্ণিত তাই হাসান, যদিও হাদিসটি সহি ও গরিব। কারণ হাসান বলা হয় যার একাধিক সনদ রয়েছে এবং তার কোনো রাবি মিথ্যার অপবাদে দুষ্ট নয়। যদি উভয় সনদ সহি হয়, তাহলে সহি লি-যাতিহি, যদি একটি সনদের বিশুদ্ধতা জানা না যায় তাহলে হাসান। এ হাদিস সনদের বিবেচনায় গরিব, কারণ অন্য কোনোভাবে এ সনদ জানা যায়নি, তবে মতন হাসান, কারণ মতন দু’ভাবে বর্ণিত। তাই তিনি বলেন: “এ অধ্যায়ে অমুক ও অমুক থেকে হাদিস রয়েছে”, তার অর্থ: এ মতনের অর্থধারক একাধিক শাহেদ রয়েছে, যা প্রমাণ করে মতনটি হাসান, যদিও সনদ গরিব। যখন তার সাথে তিনি বলেন: হাদিসটি ‘সহি’, তখন তার অর্থ হাদিসটি একটি সহি সনদ ও অপর একটি হাসান সনদে বর্ণিত। এভাবে একটি হাদিস সহি ও হাসান হয়। কখনো একই বিবেচনায় গরিব বলা হয়, কারণ সনদটি এ ছাড়া কোনোভাবে জানা যায়নি, যদি সনদ সহি হয়, তাহলে হাদিস সহি ও গরিব। এতে কোনো অস্পষ্টতা নেই, তবে অস্পষ্টতা সৃষ্টি হয় হাসান ও গরিব জমা হলে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, একটি হাদিস গরিব ও সহি হয়, অতঃপর হাসান হয়। আবার কখনো হাসান ও গরিব হয়, যার অর্থ পূর্বে বলা হয়েছে”।

113

113 মাজমুউল ফতোয়া: (১৮/৩৯-৪০), ইব্ন আলি আল-হাজুরি রচিত “শারহুল মানযুমাতিল বাইকুনিয়াহ” থেকে সংকলিত।
98

দুর্বল হাদিস

وَكُـــلُّ ما عَنْ رُتْبَـــةِ		فَهْـوَ الضَّـعِيفُ وَهْـوَ

“আর যেসব হাদিস হাসানের স্তর থেকে নিচু মানের, তাই দুর্বল, তার অনেক প্রকার রয়েছে”। অত্র কবিতায় বর্ণিত ক্রমানুসারে দ্বা ‘ঈফ তৃতীয় প্রকার। হাদিসের এ প্রকার সনদ ও মতন উভয়ের সাথে সম্পৃক্ত।

ضعيف এর আভিধানিক অর্থ দুর্বল।

‘দ্বা ‘ঈফ’ এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: “যেসব হাদিস হাসান হাদিসের স্তর থেকে নিচু তাই দ্বা ‘ঈফ বা দুর্বল হাদিস, তার অনেক প্রকার রয়েছে”। লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ এখানে দ্বা ‘ঈফের সংজ্ঞা দিয়েছেন ও তার বিভিন্ন প্রকারের দিকে ইশারা করেছেন, কিন্তু কোনো প্রকার উল্লেখ করেননি, তবে পরবর্তীতে অনেক প্রকার উল্লেখ করেছেন। তিনি দ্বা ‘ঈফের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞার পরিবর্তে ‘হাসানের স্তর থেকে নিচু হলে দ্বা ‘ঈফ’ বলেছেন। দ্বা ‘ঈফ যদি হাসান থেকে নিচু মানের হয়, তাহলে সহি থেকে নিচু মানের বলার অপেক্ষা রাখে না।

আমরা পূর্বে জেনেছি যে, সহি ও হাসান হাদিসে পার্থক্য শুধু একটি। সহি হাদিসের রাবি পরিপূর্ণ দ্বাবতের অধিকারী, হাসান হাদিসের রাবি দুর্বল দ্বাবতের অধিকারী, অন্যান্য শর্তের ক্ষেত্রে সহি ও হাসান উভয়

99

সমান। সহি হাদিসের এক বা একাধিক শর্ত কোনো হাদিসে অনুপস্থিত থাকলে হাদিস দুর্বল। লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ এ সংজ্ঞায় দ্বা‘ঈফের সকল প্রকার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। শায, মুনকার, মাতরুক ও মিথ্যার অপবাদে দুষ্ট রাবির হাদিস এ সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। সেসব হাসান হাদিসও অন্তর্ভুক্ত, যা অপর দ্বা‘ঈফ হাদিসের ফলে হাসানের মর্যাদায় উন্নীত হয়। অর্থাৎ এ সংজ্ঞায় দ্বা‘ঈফ ও হাসান লি- গায়রিহি উভয় শামিল। অতএব লেখক রাহিমাহুল্লাহ দ্বা‘ঈফের যথাযথ সংজ্ঞা পেশ করেননি। তাই অনেকে তার সমালোচনা করেছেন।
লেখক এ পর্যন্ত হাদিসের মৌলিক তিন প্রকার উল্লেখ করেছেন: ১. সহি, ২. হাসান ও ৩. দ্বা‘ঈফ বা দুর্বল।
এ তিন প্রকার পাঁচভাগে ভাগ হয়, ইব্ন হাজার ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ করেছেন: ১. সহি লি- যাতিহি, ২. সহি লি-গায়রিহি, ৩. হাসান লি- যাতিহি, ৪. হাসান লি-গায়রিহি, ৫. দ্বা‘ঈফ বা দুর্বল।
১ . সহি লি - যাতিহি : পূর্বে সহির যে সংজ্ঞা পেশ করা হয়েছে তাই সহি লি-যাতিহির সংজ্ঞা। ২ . সহি লি - গায়রিহি : এ প্রকার হাদিস মূলত হাসান, তবে একাধিক সনদের বলে সহির মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। যেহেতু একাধিক সনদের কারণে সহির পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, তাই এ প্রকার হাদিসকে সহি লি-গায়রিহি বলা হয়।
100

৩ . হাসান লি - যাতিহি : পূর্বে হাসানের যে সংজ্ঞা পেশ করা হয়েছে তাই হাসান লি- যাতিহির সংজ্ঞা।
৪ . হাসান লি - গায়রিহি : “যে হাদিসে সামান্য দুর্বলতা রয়েছে, যা অনুরূপ দুর্বলতা সম্পন্ন হাদিস দ্বারা দূরীভূত হয়, তাই হাসান লি-গায়রিহি”। দুর্বলতা দ্বারা উদ্দেশ্য আদালত, দ্বাবত ও ইত্তেসালের দুর্বলতা। এ তিনটি দোষের কারণে দুর্বল হাদিস অনুরূপ দুর্বল হাদিস দ্বারা হাসান লি-গায়রিহি প্রকারে উন্নীত হয়। তবে দুর্বল হাদিসে দুর্বলতা দূরকারী শক্তি থাকা জরুরি, শায ও ইল্লতের কারণে দুর্বল হাদিস অপর হাদিসের দুর্বলতা দূর করার ক্ষমতা রাখে না। আবার কঠিন দুর্বল হাদিস অনুরূপ কঠিন দুর্বল হাদিস দ্বারা হাসান লি- গায়রিহি মর্যাদায় উন্নীত হয় না। জ্ঞাতব্য, দুর্বল হাদিসের দুর্বলতা দূরীকরণে অনুরূপ দুর্বল হাদিস হওয়া জরুরি, যদি মকবুল হাদিসের দুর্বলতা দূর হয়, তাহলে সে হাদিস সহি কিংবা হাসান, হাসান লি- গায়রিহি নয়।
৫ . দ্বা‘ঈফ : সহি ও হাসানের বাইরে হাদিসের সকল প্রকার দ্বা‘ঈফ। দ্বা‘ঈফ বা দুর্বল হাদিস গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব দ্বা‘ঈফ প্রচার করা, শিক্ষা দেওয়া ও তার উপর আমল করা দুরস্ত নয়। তবে প্রয়োজন হলে দুর্বলতা প্রকাশ করে দ্বা‘ঈফ বলা বৈধ, কারণ দুর্বলতা প্রকাশ করা ব্যতীত দ্বা‘ঈফ বলা নবী
101

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর মিথ্যারোপ করার শামিল। মুসলিম সহি গ্রন্থে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : «مَنْ حَـدَّثَ عَنِّى، بِحَـدِيثٍ يُـرَى أَنَّهُ كَـذِبٌ فَهُـوَ أَحَـدُ الْكَاذِبِينَ» “যে আমার থেকে কোন হাদিস বর্ণনা করল, অথচ দেখা যাচ্ছে তা মিথ্যা, তাহলে সেও মিথ্যাবাদীদের একজন”।[114] অপর হাদিসে তিনি ইরশাদ করেন :

«وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» “আর আমার উপর যে ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলল, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নাম বানিয়ে নেয়”।[115]

দ্বা‘ঈফ বর্ণনার পদ্ধতি : ‘নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করা হয়’, অথবা ‘নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়’। দৃঢ়ভাবে বলা যাবে না ‘নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন’।

কতক আলেম বলেন: ইবাদতের প্রতি আগ্রহ ও জাহান্নাম থেকে সতর্ক করার নিমিত্তে চারটি শর্তে দ্বা‘ঈফ হাদিস বলা বৈধ : ১. দ্বা‘ঈফ হাদিস ইবাদতের প্রতি আগ্রহ ও পাপ থেকে সতর্ককারী সম্পর্কিত হওয়া। ২. কঠিন দ্বা‘ঈফ না হওয়া। ৩. দ্বা‘ঈফ হাদিসের মূল বিষয় কুরআন বা সুন্নায় মওজুদ থাকা। ৪.

---

[114] মুসলিম : (৬২)

[115] বুখারি : (১০৮)

102

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন দ্বা‘ঈফ হাদিসের ক্ষেত্রে বিশ্বাস না করা। এ চারটি শর্তে দ্বা‘ঈফ হাদিসের উপর আমল করা বৈধ।
কতক আলেম বলেন : দ্বা‘ঈফ হাদিসের উপর কোনো অবস্থায় আমল করা বৈধ নয়, কারণ:
১. দ্বা‘ঈফ হাদিসের উপর আমল করার অর্থ সন্দেহ বা ধারণার উপর আমল করা, যা নিন্দনীয়।
২. দ্বা‘ঈফ হাদিস দ্বারা মোস্তাহাব বা মাকরুহ প্রমাণিত হয় না, অতএব তার দ্বারা কিভাবে ফযিলত প্রমাণিত হয়।
৩. সমাজে দ্বা‘ঈফ হাদিসের কু-প্রভাব বন্ধের নিমিত্তে তার উপর আমল নিষিদ্ধ করা জরুরি। ফযিলত অধ্যায়ে দুর্বল হাদিস বলার অজুহাতে অনেক খতিব ও বক্তা নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে জাল হাদিস পর্যন্ত বর্ণনা করেন, যা পরিহার করা জরুরি।
৪. দ্বা‘ঈফ হাদিসের উপর আমল করা হলে সহি হাদিস সুরক্ষায় মুহাদ্দিসদের প্রচেষ্টাকে অবজ্ঞা করা হয়।
৫. প্রত্যেক প্রকার সহি ও হাসানের উপর আমল করতে পারিনি, তবু কেন দুর্বল হাদিসের উপর আমল করব।
শায়খ উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: “আমার নিকট দুর্বলতা প্রকাশ করা ব্যতীত দুর্বল হাদিস বলা বৈধ নয়, বিশেষ করে জনগণের সামনে। কারণ তাদের সামনে যখন হাদিস বলা হয়, তারা সেটাকে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি
103

[illegible]

«وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

[illegible][1]

[1] [illegible]

মারফূ‘ ও মাকতু হাদিস

وَما أُضِـــيفَ لِلنَّبِيْ		وَما لِتــابِعٍ هُـــوَ

“আর যে হাদিস নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে তা-ই মারফূ‘। আর যা তাবে‘ঈর সাথে সম্পৃক্ত করা হয় তাই মাকতু‘”। অত্র কবিতায় বর্ণিত ক্রমানুসারে হাদিসের চতুর্থ ও পঞ্চম প্রকার মারফূ‘ ও মাকতু‘। হাদিসের এ দু’প্রকারের সম্পর্ক মতনের সাথে।

এখান থেকে লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ বক্তার বিবেচনায় হাদিসের প্রকারসমূহ উল্লেখ করেছেন। বক্তার বিবেচনায় হাদিস চার প্রকার: ১. নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কর্ম, সমর্থন ও শারীরিক গুণগান। ২. সাহাবিদের কথা ও কর্ম। ৩. তাবে‘ঈদের কথা। ৪. আল্লাহ তা‘আলার বাণী। লেখক চতুর্থ প্রকার উল্লেখ করেননি, আমরা সম্পূরক হিসেবে তার আলোচনা করব। মওকুফ বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি ধারাবাহিকতা রক্ষা করেননি। তাই অনেকে তার সমালোচনা করেছেন।

মারফূ‘ হাদিস

مرْفـوعُ এর আভিধানিক অর্থ উঁচু, উত্তোলিত বস্তু ও উচ্চ শিখরে উন্নীত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পৃক্ত হাদিস সনদের সর্বশেষ ও উচ্চ

105

ক. মারফূ‘ কাওলি: যেমন, ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণনা করেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি:

«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»

“নিশ্চয় সকল আমল নিয়তের সাথে গ্রহণযোগ্য হয়, আর প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই যা সে নিয়ত করেছে। অতএব যার হিজরত দুনিয়ার জন্য যা সে উপার্জন করবে, অথবা নারীর জন্য যাকে সে বিয়ে করবে, তাহলে সে যে জন্য হিজরত করেছে তার হিজরত সে জন্য গণ্য হবে।[117]

খ. মারফূ‘ ফে‘লি: ইব্‌ন শু‘বা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন:

«وَضَّأْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَصَلَّى»

“আমি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওজু করিয়েছি, তিনি তার মোজার উপর মাসেহ করেছেন ও সালাত পড়েছেন”।[118]

গ. মারফূ‘ তাকরিরি: যেমন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক দাসীকে বলেন:

«أَيْنَ اللّٰهُ ؟ قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ، قَالَ: مَنْ أَنَا؟ قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: أَعْتِقْهَا، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ»

“আল্লাহ কোথায়? সে বলল: আসমানে। তিনি বলেন: আমি কে? সে বলল: আপনি আল্লাহর রাসূল। তিনি বলেন: তাকে মুক্ত কর, কারণ সে মুমিন”। এখানে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি

---

[117] বুখারি: (১), মুসলিম: (৩৫৩৭)

[118] বুখারি: (৩৭৮), মুসলিম: (৪০৭)

107

[illegible] [illegible] [illegible] [

عن ابن عمر رضي الله عنهم قـال: «كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لاَ نَعْدِلُ بِأَبِي بَكْـرٍ أَحَـداً، ثُمَّ عُمَـرَ، ثُمَّ عُثْمَانَ، ثُمَّ نَتْرُكُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسـلم لاَ نُفَاضِلُ بَيْنَهُمْ.

“ [illegible] ‘[illegible], [illegible]: [illegible] ‘[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

তাদেরকে আযল থেকে নিষেধ করেনি, হারাম হলে অবশ্যই কুরআন তাদেরকে নিষেধ করত, অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করা হত, কারণ আল্লাহ হারামের উপর নীরবতা অবলম্বন করেন না।

আল্লাহ তা 'আলা বলেন:

﴿يَسۡتَخۡفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسۡتَخۡفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمۡ إِذۡ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرۡضَىٰ مِنَ ٱلۡقَوۡلِۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعۡمَلُونَ مُحِيطًا ١٠٨﴾ [النساء : ١٠٨]

"তারা মানুষের কাছ থেকে লুকাতে চায়, আর আল্লাহর কাছ থেকে লুকাতে চায় না। অথচ তিনি তাদের সাথেই থাকেন যখন তারা রাতে এমন কথার পরিকল্পনা করে যা তিনি পছন্দ করেন না। আর তারা যা করে আল্লাহ তা পরিবেষ্টন করে আছেন"।[123]

আয়াতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গ রাতের আধারে আল্লাহর অসন্তুষ্টির পরামর্শ করেছে, যা কেউ জানত না, তবে তাদের কর্ম ছিল আল্লাহর অপছন্দনীয়, তাই তিনি তাদের নিন্দাজ্ঞাপন করেছেন। এ ঘটনা প্রমাণ করে নবী যুগের আমল, যার উপর আল্লাহ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেননি বৈধ, তবে সরাসরি মারফূ ' নয়, কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোচরে হয়নি।

কতক আলেম বলেন: এরূপ হাদিস হুকমান মারফূ ' নয়, কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবগতিতে হয়নি, তবে

---

[123] সূরা নিসা : (১০৮)

111

দলিল হিসেবে গণ্য, কারণ আল্লাহ তাদের সমর্থন করেছেন।

দুই. কোনো সাহাবির বলা যে, “এরূপ করা সুন্নত”, অথবা “এরূপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে”, অথবা “এ কাজ থেকে নিষেধ করা হয়েছে”, অথবা “অমুককে এরূপ আদেশ করা হয়েছে”, অথবা “আমাদের জন্য এটা হালাল ও ওটা হারাম করা হয়েছে” ইত্যাদি হুকমান মারফূ‘। কারণ, নির্দেশ দাতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হালাল ও হারামকারী তিনি, সুন্নত দ্বারা তার সুন্নতই উদ্দেশ্য। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন:

" مِنَ السُّنَّةِ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَقَسَمَ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَسَمَ ".

“সুন্নত হচ্ছে স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তি যদি কুমারী নারী বিয়ে করে, তাহলে তার নিকট সাত দিন অবস্থান করবে। অতঃপর বারি বণ্টন করবে। আর যখন কুমারী নারীর উপর বিধবা নারীকে বিয়ে করে, তাহলে তার নিকট তিন দিন অবস্থান করবে, অতঃপর বারি বণ্টন করবে”।[124] এখানে সুন্নত অর্থ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত। অনুরূপ ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ: أُمِرْنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ.

---

[124] বুখারি: (৫২১২), মুসলিম: (১৪৬৩)

112

আবু সায়িদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: “আমাদেরকে নির্দেশ করা হয়েছে, আমরা যেন সূরা ফাতেহা এবং যতটুকু সম্ভব তিলাওয়াত করি”।[125] এখানে নির্দেশদাতা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

তিন. সাহাবি যদি এমন বিষয়ে সংবাদ দেয়, যাতে ইজতিহাদ ও নিজস্ব মত প্রকাশের সুযোগ নেই, যা দেখে ধারণা হয় তিনি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনে বলেছেন, তাহলে সাহাবির এ জাতীয় সংবাদ হুকমান মারফূ‘, যদি কিতাবি তথা ইয়াহূদী ও নাসারাদের থেকে সংবাদ গ্রহণ করার অভ্যাস তার না থাকে। উদাহরণত কোনো সাহাবি সৃষ্টির সূচনা, অথবা নবী ও পূর্ববর্তী উম্মত সম্পর্কে সংবাদ দিল, অথবা যুদ্ধ-বিগ্রহ, ফেতনা, কিয়ামতের আলামত ও কিয়ামতের অবস্থা সম্পর্কে ভবিষ্যৎ সংবাদ দিল, অথবা কোনো আমলের নির্দিষ্ট সওয়াব অথবা নির্দিষ্ট শাস্তির বর্ণনা দিল, যেখানে গবেষণার সুযোগ নেই, অথবা কঠিন শব্দের ব্যাখ্যা দিল অথবা অপরিচিত শব্দের বিশ্লেষণ করল, যা সাধারণ অর্থের বিপরীত ইত্যাদি হুকমান মারফূ‘। যেমন ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ، يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَبْدًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ:

---

[125] আবু দাউদ: (১/২১৬), হাদিস নং: (৮১৮), হিব্বান হাদিসটি সহি বলেছেন: (৫/৯২), (১৭৯০)

113

اتْرُكُوا هَـذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا. أَوِ ارْكُـوا (يعـني أخِّروا) هَـذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا.

“[illegible] [illegible] [illegible] [

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি [জাহান্নামের বর্ণনা সম্পর্কে] বলেন: “তোমরা কি জাহান্নামের আগুনকে তোমাদের এ আগুনের ন্যায় লাল মনে করছ? অথচ তা আলকাতরার চেয়ে কালো”।[128]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর এসব বর্ণনা হুকমান মারফূ ‘, কারণ এসব বিষয়ে গবেষণার কোনো সুযোগ নেই। অধিকন্তু ইমাম মুসলিম[129] প্রথম হাদিস এবং ইমাম বুখারি[130] দ্বিতীয় হাদিস স্পষ্ট মারফূ ‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তৃতীয় হাদিস সম্পর্কে বাজি[131] রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: আবু হুরায়রার এ সংবাদ অহির উপর নির্ভরশীল, কারণ তার সম্পর্ক গায়েব ও অদৃশ্যের সাথে, তাই হুকমান মারফূ ‘।

চার. হাদিস বর্ণনাকারী রাবি যদি সাহাবি সম্পর্কে বলেন:

يرفعه أو يَنْمِيه، أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أو رواية.

তাহলে হুকমান মারফূ ‘, যেমন ইমাম বুখারি বর্ণনা করেন:

عن أنس رضي الله عنه يرفعه: «أَنَّ اللهَ يَقُولُ لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً: لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ كُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَقَدْ سَأَلْتُكَ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ

---

[128] মুয়াত্তা ইমাম মালেক : (২/৯৯৪), হাদিস নং : (২)

[129] মুসলিম : (৪/১৯৮৯৭)

[130] বুখারি : (১১/৩০৮), হাদিস নং : (৬৪৭৮)

[131] أ.د عبد الرحمن البر রচিত উসুলে হাদিসের উপর ‘একাদশ ভাষণ’।

115

هَـذَا وَأَنْتَ فِي صُـلْبِ آدَمَ ؛ أَنْ لاَ تُشْـرِكَ بِي، فَـأَبَيْتَ إِلاَّ الشِّرْكَ».

আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি মারফূ‘ বর্ণনা করেন: “আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নামের সবচেয়ে কম শাস্তি ভোগকারীকে বলবেন: যদি তোমার দুনিয়া ভর্তি সম্পদ হয়, তুমি কি সেগুলো ফিদিয়া [মুক্তিপণ] হিসেবে প্রদান করবে? সে বলবে: হ্যাঁ, তিনি বলবেন: আমি তোমার নিকট এর চেয়ে নগন্য বস্তু চেয়েছিলাম, যখন তুমি আদমের পৃষ্ঠদেশে ছিলে, যে আমার সাথে শরীক কর না। কিন্তু তুমি শির্ক ব্যতীত ক্ষান্ত হওনি”।[132] এতে يرفعه শব্দ হুকমান মারফূ‘র নিদর্শন। ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ্ বর্ণনা করেন:

عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية: «الْفِطْـرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الْإِبْـطِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ».

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত: “স্বভাব পাঁচটি, অথবা পাঁচটি স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত: খৎনা করানো, নাভির নিচের পশম পরিষ্কার করা, বগলের পশম উপড়ে ফেলা, নখ কাটা ও মোচ ছোট করা”।[133] এতে رواية শব্দ হুকমান মারফূ‘র নির্দশন।

পাঁচ. শানে নুযূল সংক্রান্ত সাহাবির সংবাদ হুকমান মারফূ‘। কারণ, অহি ও কুরআন নাযিল প্রত্যক্ষকারী সাহাবি কোনো আয়াত সম্পর্কে যখন বলেন, এ আয়াত অমুক ঘটনার প্রেক্ষিতে

---

[132] বুখারি: (৬/৩৬৩), হাদিস নং: (৩৩৩৪)

[133] বখারি: (১০/৩৩৪), হাদিস নং: (৫৮৮৯)

116

নাযিল হয়েছে, তখন তিনি ঘটনাটি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের সাথে সম্পৃক্ত করলেন, অতএব হুকমান মারফূ‘। অনুরূপ সাহাবি যদি কোনো আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করেন, যাতে ইজতেহাদের সুযোগ নেই, অথবা যার সাথে শব্দের অর্থ সম্পৃক্ত নয়, তাহলে তা হুকমান মারফূ‘। এ তাফসির তিনি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শ্রবণ করেছেন, যেমন ইমাম বুখারি বর্ণনা করেন:

عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَحُجُّونَ وَلاَ يَتَزَوَّدُونَ وَيَقُولُونَ: نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ، فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى).

আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: “ইয়ামান বাসীরা হজ করত কিন্তু খাদ্য-সামগ্রী বহন করে আনত না, তারা বলত: আমরা ভরসাকারী। অতঃপর মক্কায় পৌঁছে মানুষের নিকট ভিক্ষা করত, তাই আল্লাহ তা‘আলা নাযিল করেন:

﴿ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيۡرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقۡوَىٰۚ ١٩٧ ﴾ [البقرة: ١٩٧]

“তোমরা সামগ্রী বহন কর, কারণ তাকওয়া সর্বোত্তম সামগ্রী”।[134] অপর জায়গায় বুখারি রাহিমাহুল্লাহ্ আবু ইসহাক শায়বানি থেকে

---

[134] বুখারি: (৩/৩৮৩-৩৮৪), হাদিস নং: (১৫২৩)

117

বর্ণনা করেন , তিনি বলেন : “আমি ‘যির ’কে আল্লাহর বাণী[135]:

﴿فَكَانَ قَابَ قَوۡسَيۡنِ أَوۡ أَدۡنَىٰ ٩ فَأَوۡحَىٰٓ إِلَىٰ عَبۡدِهِۦ مَآ أَوۡحَىٰ ١٠﴾ [النجم:٩، ١٠]

সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেন : আমাদেরকে মাসঊদ বলেছেন , মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরীল আলাইহিস সালামকে দেখেছেন , তার ছয়শ পাখা রয়েছে ”।[136] মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর ব্যাখ্যা আরবির কোনো নিয়মে পড়ে না , তাতে গবেষণারও সুযোগ নেই , অতএব তিনি এ তাফসির নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন , তাই হুকমান মারফূ ‘।

ছয়. নির্দিষ্ট কোনো কর্ম সম্পর্কে সাহাবি যদি বলেন , “এতে আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য রয়েছে ”, অথবা বলেন “এ কাজ আল্লাহ ও তার রাসূলের নাফরমানি ”, তাহলে হুকমান মারফূ ‘। কারণ , তিনি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এরূপ শুনেছেন। উদাহরণত ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ্ বর্ণনা করেন :

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ تَعَالَى وَرَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم».

---

[135] অর্থ : “তখন সে নৈকট্য ছিল দু ’ ধনুকের পরিমাণ , অথবা তারও কম। অতঃপর তিনি তার বান্দার প্রতি যা ওহি করার তা ওহি করলেন”। সূরা আন -নাজম: (৯-১০)

[136] বুখারি : (৮/৬১০), হাদিস নং : (৪৮৫৭)

118

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন: “সবচেয়ে খারাপ খানা ওলীমার খানা, যেখানে ধনীদের দাওয়াত দেওয়া হয় কিন্তু গরিবদের দাওয়াত দেওয়া হয় না। আর যে দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করল, সে আল্লাহ ও তার রাসূলের নাফরমানী করল”।[137]

জান্নাত, জাহান্নাম, অতীত, ভবিষ্যৎ ও ইজতিহাদ চলে না বিষয়ে সংবাদদাতা সাহাবি যদি বনু ইসরাইল থেকে জ্ঞানার্জন করে প্রসিদ্ধ হন, তাহলে তার সংবাদ হুকমান মারফূ‘ হবে না। কারণ, হয়তো তিনি সংবাদটি তাদের থেকে গ্রহণ করেছেন, যেমন ইয়ারমুকের যুদ্ধে রূমী ও অন্যান্য কিতাবিদের রেখে যাওয়া অ ইব্‌ন আমর ইব্‌নুল আস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু সংগ্রহ করেছেন, তখন এর অনুমতি ছিল।

কোনো তাবে‘ঈ র বলা: ‘এটা সুন্নত’:

কেউ বলেছেন: কোনো তাবে‘ঈ যদি বলেন: ‘এটা সুন্নত’ তাহলে মাওকুফ গণ্য হবে, মারফূ‘ নয়। কারণ, তাবে‘ঈ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ পাননি, তাই তার সুন্নত বলার অর্থ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত নয়, বরং সাহাবিদের সুন্নত, অতএব মাওকুফ।

কেউ বলেছেন: কোনো তাবে‘ঈ যদি বলেন: ‘এটা সুন্নত’ তাহলে হুকমান মারফূ‘ হবে। তাদের

---

[137] বুখারি: (৯/২৪৪), হাদিস নং: (৫১৭৭), ইমাম মুসলিম হাদিসটি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে স্পষ্ট মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন। মুসলিম: (২/১০৫৪), হাদিস নং: (১০৭), (১৪৩২)

119

সুন্নত বলার অর্থ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত, তবে তাদের এ কথা এক হিসেবে মুরসাল ও অপর হিসেবে মুনকাতি‘, কারণ সনদে সাহাবির উল্লেখ নেই। মোদ্দাকথা: কোনো তাবে‘ঈর ‘এটা সুন্নত’ বলা যদি হুকমান মারফূ‘ মানি তাহলে মুরসাল, যা একপ্রকার দুর্বল হাদিস, কারণ সনদ মুত্তাসিল নয়, তাই তার সাথে মুরসাল হাদিসের ব্যাবহার করা হবে। আর তাবে‘ঈর ‘এটা সুন্নত’ বলা যদি মাওকুফ মানি তাহলে সাহাবির কথা বা কর্ম হয়। সাহাবির কথা বা কর্মের হুকুম ‘মাওকুফে’র বর্ণনায় আসছে।

138

হাদিসে কুদসি
যেসব হাদিস আল্লাহ তা‘আলার সাথে সম্পৃক্ত করা হয় তাই হাদিসে কুদসি। হাদিসে কুদসিকে হাদিসে ইলাহি, অথবা হাদিসুর রাব্বানি ইত্যাদি বলা হয়। কারণ, এসব হাদিসের সর্বশেষ স্তর আল্লাহ তা‘আলা। লেখক এ

138 ১৫-নং পঙক্তি দেখুন। যার সারাংশ: তিনটি শর্তে সাহাবির কথা বা কর্ম দলিল হয়: ১. সাহাবি যদি ফকিহ হন। ২. সাহাবির কথা যদি দলিল বিরোধী না হয়। ৩. সাহাবির কথা যদি অপর সাহাবির কথার বিপরীত না হয়। এ তিনটি শর্তে সাহাবির কথা ও কর্ম দলিল হিসেবে গণ্য হবে। অতএব সাহাবি ফকিহ না হলে তার কথা দলিল নয়। আবার ফকিহ সাহাবির কথা দলিল বিরোধী হলে গ্রহণযোগ্য নয়, তখন দলিল গ্রহণযোগ্য। ফকিহ সাহাবির কথা যদি দলিল বিরোধী না হয়, তবে অপর সাহাবির কথার বিপরীত, তাহলে প্রাধান্য দেওয়ার দিকটি বিবেচনা করব। অতএব তাবেঈর কথা ‘এটা সুন্নত’ যদি মাওকুফ মানি, এ তিনটি শর্তের ভিত্তিতে তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিব। 120

تقديس قُدُس
﴿ وَنَحۡنُ نُسَبِّحُ بِحَمۡدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۖ ٣٠ ﴾ [البقرة: ٣٠]
البيت المقـدَّس قُدُّوس الحـديث القُــدُسي

[illegible][illegible][illegible]: [illegible][illegible][illegible][

“আর নিশ্চয় এ কুরআন সৃষ্টিকুলের রবেরই নাযিলকৃত। বিশ্বস্ত আত্মা এটা নিয়ে অবতরণ করেছে। তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হও। সুস্পষ্ট আরবি ভাষায়”।[140] তাই কুরআনুল কারিমের ভাবার্থ বর্ণনা করা বৈধ নয়, তার শব্দ মুজিযা, হ্রাস ও বৃদ্ধি থেকে সুরক্ষিত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ٩ ﴾ [الحجر: ٩]

“নিশ্চয় আমি কুরআন নাযিল করেছি, আর আমিই তার হিফাজতকারী”।[141] অন্যত্র ইরশাদ করেন:

﴿ قُل لَّئِنِ ٱجۡتَمَعَتِ ٱلۡإِنسُ وَٱلۡجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأۡتُواْ بِمِثۡلِ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانِ لَا يَأۡتُونَ بِمِثۡلِهِۦ وَلَوۡ كَانَ بَعۡضُهُمۡ لِبَعۡضٖ ظَهِيرٗا ٨٨ ﴾ [الاسراء: ٨٨]

“বল, ‘যদি মানুষ ও জিন এ কুরআনের অনুরূপ হাযির করার জন্য একত্রিত হয়, তবুও তারা এর অনুরূপ হাযির করতে পারবে না যদিও তারা একে অপরের সাহায্যকারী হয়’।[142] হাদিসে কুদসির এসব বৈশিষ্ট্য নেই, হাদিসে কুদসির ভাবার্থ বর্ণনা করা বৈধ।

২. সালাতে কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করা ফরয, সক্ষম ব্যক্তির কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত ব্যতীত সালাত শুদ্ধ হবে না। পক্ষান্তরে হাদিসে কুদসি সালাতে পড়া নিষেধ, কুরআনের পরিবর্তে তার দ্বারা সালাত শুদ্ধ হবে না।

---

[140] সূরা শু‘আরা: (১৯২-১৯৫)

[141] সূরা হিজর: (৯)

[142] সূরা আল-ইসরা: (৮৮)

123

৩. কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করা ইবাদত। প্রত্যেক শব্দের দশগুণ সাওয়াব। জমহুর আলেমের নিকট নাপাক ব্যক্তির জন্য কুরআন স্পর্শ করা বৈধ নয়, যেমন তিলাওয়াত বৈধ নয়। পক্ষান্তরে হাদিসে কুদসি তিলাওয়াত করে ইবাদত আঞ্জাম দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়নি, তার সাওয়াব কুরআনের সমপরিমাণ নয় এবং নাপাক ব্যক্তির পক্ষে হাদিসে কুদসি স্পর্শ করা কিংবা তিলাওয়াত করা হারাম নয়।
৪. কুরআনুল কারিমের শব্দ, বাক্য ও ক্রম বিন্যাস আমাদের নিকট মুতাওয়াতির পদ্ধতিতে পৌঁছেছে। কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত এবং সূরা ফাতেহা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত দুই মলাটের মাঝে সংরক্ষিত। কুরআন অস্বীকারকারী কাফের, তার তিলাওয়াত ও শিক্ষার জন্য সনদ প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে হাদিসে কুদসি আমাদের নিকট পৌঁছেছে কখনও একক সংবাদের ভিত্তিতে আবার কখনও মুতাওয়াতির হিসেবে। মুতাওয়াতির না হলে প্রমাণিত নয় মনে করার কারণে তার অস্বীকারকারীকে কাফের বলা যায় না। তার শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতার জন্য সনদ দেখা প্রয়োজন। তবে হাদীসে কুদসির বিশুদ্ধ প্রমাণিত হলে সেটা অস্বীকারকারীও কাফের হয়ে যাবে।
৫. আল্লাহ ব্যতীত কারো সাথে কুরআন সম্পৃক্ত করা বৈধ নয়। কুরআনের একটি বাক্য কিংবা বাক্যাংশকে আয়াত বলা হয়। কয়েকটি আয়াতের সমষ্টিকে সূরা বলা হয়, যা নবী 124

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নির্ধারিত। পক্ষান্তরে হাদিসে কুদসি এরূপ নয়, বরং হাদিসে কুদসিকে: হাদিসে কুদসি, হাদিসে ইলাহি ও হাদিসে রাব্বানি বলা হয়। হাদিসে কুদসিকে কখনো নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়, কারণ তিনি স্বীয় রবের পক্ষ থেকে তা বলেছেন, তাই মুহাদ্দিসগণ হাদিসে কুদসিকে হাদিসে নববির অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

হাদিসে কুদসি ও হাদিসে নববির পার্থক্য :
১. হাদিসে কুদসি আল্লাহর পক্ষ থেকে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট অহি: স্পষ্ট অহি, যেমন জিবরীলের মাধ্যমে প্রাপ্ত হাদিস; অস্পষ্ট অহি, যেমন ঘুম বা প্রত্যাদেশ যোগে প্রাপ্ত হাদিস। পক্ষান্তরে হাদিসে নববি কতক অহি ও কতক নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইজতিহাদ, তার ইজতিহাদ অহি। কারণ, তার ইজতিহাদ ভুল হলে আল্লাহ সংশোধন করে দেন, ভুলের উপর তাকে স্থির রাখেন না।
২. হাদিসে কুদসি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করে বলেন, কিন্তু হাদিসে নববি তিনি নিজের পক্ষ থেকে সরাসরি বলেন।
৩. হাদিসে কুদসিতে সাধারণত আল্লাহ তা‘আলার পবিত্রতা, গুণগান, কুদরত, রহমত, মাগফেরাত, জান্নাত, জাহান্নাম, ইবাদতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি ও পাপ থেকে সতর্ককারী বিষয়ের আধিক্য থাকে। পক্ষান্তরে হাদিসে নববিতে

125

অধিকহারে মুসলিমের দীনি ও দুনিয়াবি বিষয়ের বর্ণনা থাকে।

হাদিসে কুদসি র কতক নিদর্শন :

১. রাবি বর্ণনা করার সময় বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার রবের পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে আল্লাহ তা 'আলা বলেন, যেমন ইমাম আহমদ ও নাসায়ি সহি সনদে বর্ণনা করেন :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا يَحْكِيهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: «أَيُّمَا عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي خَرَجَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ضَمِنْتُ لَهُ أَنْ أُرْجِعَهُ إِنْ أَرْجَعْتُهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ، وَإِنْ قَبَضْتُهُ غَفَرْتُ لَهُ وَرَحِمْتُهُ».

ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত , নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার রবের পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন[143], আল্লাহ তা 'আলা বলেছেন: "আমার বান্দাদের থেকে যে আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদ হিসেবে বের হয় , আমি তার জিম্মাদার। যদি আমি তাকে ফিরিয়ে দেই , প্রতিদান অথবা গণিমতসহ ফিরিয়ে দেব। আর আমি

---

[143] عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا يَحْكِيهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ
উপরে এ বাক্যের ভাবার্থ করা হয়েছে , শাব্দিক অর্থ এরূপ : ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত , তিনি তার রবের পক্ষ থেকে যা বর্ণনা করেন , তাতে রয়েছে ; বলেছেন:

126

যদি তাকে গ্রহণ করি, তাকে ক্ষমা করে দিব ও তার উপর রহম করব”।[144]

২. রাবি বর্ণনা করার সময় বলবেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: আল্লাহ তা ‘আলা বলেছেন: ..., অথবা রাবি বলবেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: তোমাদের রব বলেছেন: ..., যেমন ইমাম বুখারি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু সূত্রে বর্ণনা করেন:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «قَالَ اللّهُ: إِذَا أَحَبَّ عَبْدِي لِقَائِي أَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ، وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي كَرِهْتُ لِقَاءَهُ».

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “আল্লাহ তা ‘আলা বলেছেন: আমার বান্দা যখন আমার সাক্ষাত পছন্দ করে আমি তার সাক্ষাত পছন্দ করি। আর যখন সে আমার সাক্ষাত অপছন্দ করে আমি তার সাক্ষাত অপছন্দ করি”।[145]

৩. কখনো রাবি বলেন: ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন’, অতঃপর হাদিসে কুদসি উল্লেখ করেন, কিন্তু আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করেন না, যেমন বুখারি বর্ণনা করেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : «لَا يَأْتِ ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قَدْ

---

[144] আহমদ: (২/৫৯৪১), নাসায়ি: (৬/১৮)

[145] বুখারি: (১৩/৪৬৬), হাদিস নং: (৭৫০৪)

127

قَدَّرْتُهُ، وَلَكِنْ يُلْقِيهِ الْقَدَرُ وَقَدْ قَدَّرْتُهُ لَهُ، أَسْتَخْرِجُ بِـهِ مِنْ الْبَخِيلِ»۔

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন: “বনু আদমের নিকট মান্নত এমন কিছু নিয়ে আসে না যা আমি তার জন্য নির্ধারণ করিনি। বস্তুত আমি তার জন্য তা নির্ধারণ করে রেখেছি , আর তকদীর তার সাথে সাক্ষাত করে। আমি মান্নত দ্বারা কৃপণ থেকে বের করি”।[146]

৪. কখনো কখনো হাদিসে কুদসিকে হাদিসে নববির অংশ হিসেবে বর্ণিত হয় , যদিও হাদিসে কুদসির অংশ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথক করেন না , তবে অগ্র -পশ্চাৎ থেকে আল্লাহর কথা স্পষ্ট হয় , যেমন ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ্ বর্ণনা করেন :

عن أَبَي هُرَيْـرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صـلى الله عليه وسلم قَالَ: «انْتَدَبَ اللَّهُ لِمَنْ خَـرَجَ فِي سَـبِيلِهِ لَا يُخْرِجُـهُ إِلَّا إِيمَانٌ بِي وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي أَنْ أُرْجِعَهُ بِمَا نَـالَ مِنْ أَجْـرٍ أَوْ غَنِيمَـةٍ أَوْ أُدْخِلَـهُ الْجَنَّةَ. وَلَـوْلَا أَنْ أَشُـقَّ عَلَى أُمَّتِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَـلُ فِي سَـبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ»

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত , নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : “আল্লাহ তাকে দ্রুত প্রতিদান প্রদান করেন , যে আল্লাহর রাস্তায়

---

[146] বুখারি : (১১/৪৯৯), হাদিস নং : (৬৬০৯)

128

[illegible]
«لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا إِيمَانٌ بِي وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي أَنْ أُرْجِعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ أَوْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ»
[illegible]
[illegible]:
[illegible]:

হাদিস রচনার স্বর্ণযুগে স্বতন্ত্রভাবে কেউ হাদিসে কুদসি লিপিবদ্ধ করেননি। তারা হাদিসের উপর লিখিত গ্রন্থসমূহে বিভিন্ন অধ্যায়ের অধীন হাদিসে কুদসি লিপিবদ্ধ করেছেন। পরবর্তী যুগে কতক আলেম হাদিসে কুদসি স্বতন্ত্র কিতাবে লিপিবদ্ধ করেন, যেমন:

১. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন আল-আরাবি আত-ত্বায়ি (মৃ.৬৩৮হি.), তার রচিত গ্রন্থের নাম: مشكاة الأنوار فيما روي عن الله سبحانه من الأخبار

২. আলি ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সুলতান (মৃ.১০১৪হি.), যিনি 'মোল্লা আলি আল-কারি' নামে প্রসিদ্ধ, তিনি হাদিসের ছয় কিতাব থেকে চল্লিশটি হাদিসে কুদসি একসাথে জমা করেছেন এবং প্রত্যেক হাদিসের সূত্র উল্লেখ করেছেন। তার রচিত কিতাবের নাম: الأحاديث القدسية الأربعينية

৩. মুহাম্মদ ইব্ন সালেহ আল-মাদানি (মৃ.১২০০হি.) হাদিসে কুদসির উপর সর্ববৃহৎ কিতাব লিখেন, তার কিতাবের নাম: الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية

এতে তিনি (৮৬৪)টি হাদিসে কুদসি জমা করেন, যার অধিকাংশ তিনি ইমাম সুয়ূতি রচিত جمع الجوامع গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করেছেন।

৪. لجنة القرآن الكريم والحديث بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر কর্তৃক নির্দেশ প্রাপ্ত হয়ে একদল লেখক হাদিসের ছয় কিতাব ও মুয়াত্তা ইমাম মালিক

130

থেকে (৪০০)টি হাদিসে কুদসি বাছাই করেন , তাতে টিকা সংযোজন করেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা যুক্ত করেন , তাদের রচিত কিতাবের নাম : الأحاديث القدسية।

৫. শায়খ মুস্তফা আদাবি (১৮৫)টি সহি ও হাসান হাদিসে কুদসি জমা করেন , তার কিতাবের নাম : الصحيح المسند من الأحاديث القدسية

131

মাকতু ‘ হাদিস

লেখক হাদিসের প্রকার উল্লেখ করার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করেননি। মারফূ ‘র পর দ্বিতীয় পর্যায়ে মাওকুফের আলোচনা করা যথাযথ ছিল , কারণ মাকতু ‘র সম্পর্ক তাবে ‘ঈর সাথে , মাওকুফের সম্পর্ক সাহাবির সাথে। তাই এ প্রকার পড়ার পূর্বে ১৫-নং পঙক্তি থেকে মাওকুফ পড়ে নেওয়া উত্তম।

مقْطوعٌ এর আভিধানিক অর্থ কর্তিত , বলা হয় , العضو المقطوع ‘কর্তিত বা বিচ্ছিন্ন অঙ্গ ’। এ থেকে তাবে ‘ঈদের কথা ও কর্মকে মাকতু ‘ বলা হয় , কারণ তাদের বাণী ও কর্ম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবিদের কথা ও কর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন।

‘মাকতু ’র পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে লেখক বলেন: “তাবে ‘ঈর সাথে সম্পৃক্ত কথা ও কর্মকে মাকতু ‘ বলা হয় ”। তাবে ‘ঈর কথা ও কর্মে যদি মারফূ ‘ বা মাওকুফের আলামত থাকে , তাহলে হুকমান মারফূ ‘ বা মাওকুফ হবে , যেমন তাবে ‘ঈ বললেন: من السنة كذا ‘এটা সুন্নত ’। এ প্রসঙ্গে হুকমান মারফূ ‘র অধীনে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

লেখক রাহিমাহুল্লাহর নিকট তাবে ‘ঈর সমর্থন মাকতু ‘ কিনা স্পষ্ট নয়, প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত কারো সমর্থন বা নীরবতা দলিল নয় , বিশেষ করে তাবে ‘ঈর সমর্থন বা নীরবতা , তাই সেগুলো মাকতু ‘ নয়। উসুলে

132

হাদিসের গ্রন্থসমূহে তাবে‘ঈর কথা বা কর্মকে মাকতু‘ বলা হয়, তবে বারদীজী, শাফে‘ঈ, তাবরানি, হুমাইদি ও দারাকুতনি প্রমুখ ইমামগণ মাকতু‘কে মুনকাতি‘ বলেছেন।

তাবে‘ ঈর সংজ্ঞা : সাহাবির সাক্ষাত লাভকারী তাবে‘ঈ, যদিও তার সাহচর্য গ্রহণ না করেন। অধিকাংশ ইমাম এ মত গ্রহণ করেছেন। কারো নিকট তাবে‘ঈর জন্য সাহাবির সাক্ষাত ও সাহচর্য গ্রহণ করা জরুরি। সাহাবির সাক্ষাত লাভের সময় তাবে‘ঈর ঈমান শর্ত নয়, কাফের অবস্থায় সাহাবিকে দেখে ঈমান গ্রহণ করলে তাবে‘ঈ হবে। অনুরূপ তাবে‘ঈর জন্য সাহাবি থেকে শ্রবণ করা কিংবা তাকে দেখার সময় সাবালক হওয়া জরুরি নয়, সাক্ষাতের সময় তার মধ্যে ভালো-মন্দের জ্ঞান থাকা যথেষ্ট। শিশুর সাক্ষাত তাবে‘ঈ হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়, তবে সাহাবি হওয়ার জন্য যথেষ্ট, যদিও তাদের বর্ণনা মুরসাল।

মাকতু‘ ও মুনকাতি‘ এর মধ্যে পার্থক্য :
১. তাবে‘ঈর কথা ও কর্মকে মাকতু‘ বলা হয়, আর সনদ থেকে একজন রাবি বা বিচ্ছিন্নভাবে একাধিক রাবি বাদ পড়লে মুনকাতি‘ বলা হয়।

২. ‘মাকতু’র সম্পর্ক মতনের সাথে, ‘মুনকাতি‘’র সম্পর্ক সনদের সাথে। অতএব উভয় এক নয়।

133

৩. মুনকাতি ‘ এর সম্পর্ক করা হয় রাসূলের সাথে , পক্ষান্তরে মাকতূ ‘ এর সম্পর্ক করা হয় তাবে ‘ঈ এর সাথে।
৪. সনদ তাবে ‘ঈ পর্যন্ত মিলিত থাকলেও সেটি মাকতু ‘, পক্ষান্তেরে মুনকাতে ‘ অর্থই হচ্ছে সনদ কর্তিত বা মিলিত নয়।

জ্ঞাতব্য : মাকতু ‘ মুত্তাসিল হলেও অধিকাংশ মুহাদ্দিস মাকতু ‘ মুত্তাসিল বলতে বারণ করেন। কারণ, মাকতু অর্থ কর্তিত আর মুত্তাসিল অর্থ মিলিত , এক হাদিসকে মাকতু ‘ ও মুত্তাসিল বলা মানে দুই বিপরীত বস্তুকে এক জায়গায় জমা করা , যা ভাষাগত দিক থেকে শ্রুতিকটু ও বেমানান , তাই এ জাতীয় ব্যবহার পরিহার করা শ্রেয় , তবে নির্দিষ্টভাবে কারো সাথে সম্পৃক্ত করে বলা যায় , যেমন: "هذا متصل إلى سعيد بن المسيب" মাকতু ‘ সায়িদ ইব্‌ন মুসাইয়্যেব পর্যন্ত মুত্তাসিল।

মাকতু সংরক্ষণ করার উপকারিতা :

১- কখনো তাবে‘ঈর কথা বা কর্ম দ্বারা মারফূ ‘ হাদিসের ইল্লত জানা যায় , যেমন কোনো হাদিস এক সনদে মারফূ ‘ ও অপর সনদে মাকতু ‘ বর্ণিত , তবে মারফূ ‘ অপেক্ষা মাকতুর সনদ অধিক বিশুদ্ধ , তখন মাকতু ‘র কারণে মারফূ ‘ ‘আল্ হবে।
২- তাবে ‘ঈর বাণী কখনো হুকমান মারফূ ‘ হয়, যেমন কোনো তাবে ‘ঈ বলল: “এরূপ করা সুন্নত ”; অথবা বললেন: “আমাদেরকে এরূপ করার নির্দেশ

134

দেওয়া হয়েছে”, অথবা কোনো গায়েবি বিষয়ে সংবাদ দিলেন, যেখানে গবেষণার সুযোগ নেই। তাদের এ জাতীয় সংবাদ মারফূ‘ মুরসাল, যা ‘শাহিদ’ দ্বারা শক্তিশালী হয়ে মাকবুল পর্যন্ত উত্তীর্ণ হয়। কেউ তাবে‘ঈর এ জাতীয় সংবাদকে মাওকুফ বলেন; মাওকুফ কখনো দলিল হয়, সামনে তার বর্ণনা আসছে।

৩- সাহাবিদের ন্যায় তাবে‘ঈগণ আমাদের আদর্শ পুরুষ, আমরা তাদের অনুসরণ করে কুরআন ও সুন্নাহ বুঝি। অতএব কারো কথা ও ইজতিহাদ কোনো তাবে‘ঈর কথা ও ইজতিহাদের ন্যায় হলে ইজতিহাদ মজবুত হয় যে, অমুক তাবে‘ঈ তার মত বলেছেন। যার কথা ও ইজতিহাদ আদর্শ পুরুষদের কথা ও ইজতিহাদের মত নয়, আমরা সেগুলো প্রত্যাখ্যান করব।
৪- তাবে‘ঈদের বাণী ও কর্ম সংরক্ষণ করার ফলে তাদের ইখতিলাফ তথা মতপার্থক্য ও ইত্তিফাক তথা মতৈক্য জানা যায়। আমরা তাদের ইত্তিফাক থেকে বের হব না, আর তাদের ইখতিলাফের ক্ষেত্রে দলিল ও উসুলের ভিত্তিতে বিশুদ্ধ অভিমত গ্রহণ করব। নতুন কোনো মত সৃষ্টি করব না এবং তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হব না।

৫- তাবে‘ঈদের ইখতিলাফ (মতপার্থক্য) থেকে মুজতাহিদ সঠিক মত গ্রহণ করতে সক্ষম হন। কোনো মুজতাহিদ কোনো তাবে‘ঈর মত গ্রহণ করে জমহুর বা একাধিক আলেমের বিপরীত অবস্থান নিলে তাকে কাফের, ফাসেক বা গোমরাহ বলা যাবে না, কারণ তার স্বপক্ষে তাবে‘ঈ রয়েছে এবং

বিষয়টি ইজতিহাদ ও গবেষণাধর্মী। শায়খুল ইব্ন তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ্ এ জাতীয় অনেক ইখতিলাফ করেছেন।

৬- কখনো মাকতু দ্বারা মারফূ‘র অর্থ জানা যায়।
জ্ঞাতব্য : ইমাম যারকাশি রাহিমাহুল্লাহ্ মাকতু‘কে হাদিসের প্রকার বলার ব্যাপারে আপত্তি করেছেন। তিনি বলেন: মাকতু‘কে হাদিস বলা ভুল, কারণ তাবে‘ঈর বাণী ও মাযহাব হাদিস নয়।
তার আপত্তির উত্তর: একটি হাদিস মারফূ‘ ও মাকতু উভয় সনদে বর্ণিত হলে শক্তিশালী সনদের ভিত্তিতে ফয়সালা করা হয়, যদি মাকতু‘কে হাদিসের প্রকার হিসেবে সংরক্ষণ করা না হয়, তাহলে এটা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত তাবে‘ঈর কতক বাণী মারফূ‘র হুকুম রাখে, এ হিসেবে মাকতু‘কে হাদিসের প্রকার গণ্য করা যথাযথ। এ বিষয়টি যারকাশি নিজেও স্বীকার করেছেন। তৃতীয়ত অনেক মুহাদ্দিস এ প্রকারকে হাদিস বলেছেন, তাই তাকে হাদিস গণ্য করা যথাযথ”।

147

147 আল-জাওয়াহির: (১৪৪)। তবে আমি মনে করি তাবে‘ঈদের সকল কথা ও কাজকে ঢালাওভাবে হাদীস নাম দেওয়া ঠিক হবে না। কারণ, সকল তাবে‘ঈ সিকাহ ছিলেন না। তাবে‘ঈদের মধ্যে অনেক খারাপ আকীদাসম্পন্ন লোকও বিদ্যমান ছিল। সুতরাং ঢালাওভাবে সেগুলোকে হাদীস না বলে কোনো মারফু‘ কিংবা মাওকূফ হাদীসের সাথে যদি তাবে‘ঈদের কথা ও কাজ মিলে যায় সেটাকে উপরোক্ত মারফূ‘ বা মাওকূফ হাদীসের জন্য শাহেদ ও শক্তিবর্ধক হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। অথবা হাদীসটি কি মারফূ, নাকি মাওকূফ তা নির্ধারণে সহায়ক হতে

পারে। সুতরাং ঢালাওভাবে সকল মাকতূ‘কে হাদীস বলার কোনো সুযোগ নেই। [সম্পাদক]

মুসনাদ হাদিস

وَالْمُسْــنَدُ الْمُتَّصِــلُ		رَاوِيــــــــــهِ حَتَّى

“মুসনাদ ”: যার সনদ রাবি থেকে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত মিলিত এবং কোথাও বিচ্ছেদ ঘটেনি ”। অত্র কবিতায় বর্ণিত ক্রমানুসারে হাদিসের ষষ্ঠ প্রকার মুসনাদ।

مسْنَدُ কর্মবাচক বিশেষ্য , অর্থ সম্পৃক্ত ও মিলিত বস্তু। إسناد ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য থেকে। إسناد الشيء إلى الشيء অর্থ এক বস্তুকে অপর বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত করা। এ থেকে রাবি বা গ্রন্থকার থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত মিলিত হাদিসকে ‘মুসনাদ ’ বলা হয়।

কেউ বলেন: سند ধাতু থেকে مسند । سند শব্দের অর্থ পাহাড়ের পাদদেশ থেকে উঁচু ভূমি। রাবি বা গ্রন্থকার যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সনদকে নিয়ে যান , তখন তিনি সনদকে উচ্চ শিখরে পৌঁছে দেন , তাই তার বর্ণিত হাদিসকে মুসনাদ বলা হয়। রাবিকে বলা হয় "مسنِد" بكسر النون আর গ্রন্থকার থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত রাবিদের দীর্ঘ পরম্পরাকে বলা হয় সনদ।

আরবদের প্রবাদ فلان سَــنَد ‘অমুক ব্যক্তি গ্রহণযোগ্য ’ থেকেও مسْنَدُ হতে পারে। এ থেকে সনদের পরম্পরায় বাতলানো মতনকে মুসনাদ বলা

138

হয়। কারণ, মতনের শুদ্ধতার জন্য মুহাদ্দিসগণ সনদের উপর নির্ভর করেন।

148

ُدَمسنُ ْ এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে লেখক বলেন: “রাবি থেকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত হাদিস মুসনাদ, যার সনদে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট কোনো ছেদ বা ইনকিতা‘ নেই”। এটাই অধিকাংশ আলেমের সংজ্ঞা। এখানেِ راويهَ দ্বারা উদ্দেশ্য হাদিস লিপিবদ্ধকারী গ্রন্থকার, যেমন বুখারি, মুসলিম প্রমুখগণ, সনদের যে কোনো রাবি নয়।
মুসনাদের দু’টি শর্ত:
১ . মারফূ‘ : মুসনাদ হওয়ার জন্য হাদীসটি মারফূ‘ তথা হাদীসের মূল বক্তব্য (মতন) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হওয়া জরুরি। অতএব মাওকুফ ও মাকতু‘ মুসনাদ নয়। কারণ, ‘মাওকুফে’র শেষ প্রান্ত সাহাবি, মাকতু‘র শেষ প্রান্ত তাবে‘ঈ।
২ . মুত্তাসিল : মুসনাদ হওয়ার জন্য সনদ মুত্তাসিল হওয়া জরুরি। অতএব মুরসাল, মুনকাতি‘, মু‘দ্বাল, মু‘আল্লাক ও মুদাল্লাস মুসনাদ নয়। কারণ, এগুলোর সনদ মুত্তাসিল নয়।
মারফূ‘ ও মুত্তাসিলের সমন্বয়ে মুসনাদ হয়। মারফূ‘র সম্পর্ক মতনের সাথে, অর্থাৎ সনদ মুত্তাসিল হোক বা মুনকাতি‘ হোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি

148 আন-নুকাত: (১/৪০৫), আল-জওয়াহিরুস সুলাইমানিয়াহ: (১৪৬) 139

ওয়াসাল্লামের কথা ও কর্মকে মারফূ ‘ বলা হয়, পক্ষান্তরে মুত্তাসিলের সম্পর্ক সনদের সাথে, মতন মারফূ ‘ হোক বা মাওকুফ হোক। অতএব আপনি যখন বললেন: هذا حديث مسند তার অর্থ ‘এ হাদিস মারফূ ‘ ও মুত্তাসিল’, এতে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট কোনো ইনকিতা ‘ নেই। এ বাক্য هـذا حـديث متصل مرفـوع থেকে অধিক শক্তিশালী, কারণ এতে স্পষ্ট ইনকিতা ‘ না থাকলেও অস্পষ্ট ইনকিতা ‘ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

কেউ বলেন: মুসনাদ অর্থ আরো ব্যাপক, তাদের নিকট বক্তার সাথে সম্পৃক্ত হাদিস মুসনাদ। তারা মুসনাদের আভিধানিক অর্থকে প্রাধান্য দেন। আভিধানিক অর্থানুসারে এক বস্তুর সাথে মিলিত অপর বস্তুকে মুসনাদ বলা হয়। এ সংজ্ঞা মতে মারফূ ‘, মাওকুফ ও মাকতু ‘ মুসনাদের অন্তর্ভুক্ত, সনদ মুত্তাসিল হোক বা মুনকাতি ‘ হোক। কারণ, হাদিসের এসব প্রকার হয় মুস্তফা সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পৃক্ত, বা সাহাবির সাথে সম্পৃক্ত বা তাবে ‘ঈ ও তাদের পরবর্তী কোনো মনীষীর সাথে সম্পৃক্ত। আভিধানিক অর্থানুসারে এ সংজ্ঞা অধিক যুক্তিসংগত, তবে অধিকাংশ মুহাদ্দিস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পৃক্ত হাদিসকে মুসনাদ বলেন।

মুত্তাসিল হাদিস

وَما بِسَـمْعِ كُـلِّ راوٍ		إِسْـنادُهُ لِلْمُصْـطَفَي

140

শেষ প্রান্ত। এ দু’প্রকার মুত্তাসিল হয়, মাকতু‘ মুত্তাসিল হয় না, মুত্তাসিল হলেও আহলে ইলম তাকে মুত্তাসিল বলেন না, তবে একান্ত প্রয়োজন হলে নির্দিষ্ট করে বলেন: "متصل الإسناد إلى الزهري" ‘যুহরি পর্যন্ত সনদ মুত্তাসিল’। কিন্তু নির্দিষ্ট করা ব্যতীত "مقطوع متصل" কেউ বলেন না, কারণ মাকতু‘ অর্থ বিচ্ছিন্ন, মুত্তাসিল অর্থ মিলিত, এক হাদিসকে মাকতু‘ মুত্তাসিল বলা হলে দুই বিপরীত বস্তুকে একস্থানে একত্র করা হয়, যা ভাষাগত দিক থেকে দোষণীয়। এ সম্পর্কে মাকতু‘র স্থানে আলোচনা করেছি।

143

মুসালসাল হাদিস

مُسَلْسَـــلٌ قُـــلْ ما		مِثْلُ أما وَاللهِ أنْباني
كَـذَاكَ قَـدْ حَدَّثَنِيـهِ		أَوْ بَعْـدَ أنْ حَـدَّثَني

‘মুসালসাল’ বল সে হাদিসকে, যে হাদিস একই বিশেষণে এসেছে, যেমন আল্লাহর শপথ আমাকে শায়খ বলেছেন। অনুরূপ তিনি আমাকে দাঁড়িয়ে বলেছেন, অথবা আমাকে বর্ণনার পর তিনি হেসেছেন’।

অত্র কবিতায় বর্ণিত ক্রমানুসারে হাদিসের অষ্টম প্রকার মুসালসাল। মুসালসালের সম্পর্ক সনদ ও মতন উভয়ের সাথে।

مُسَلْسَـلٌ এর আভিধানিক অর্থ পরম্পরাযুক্ত। বলা হয়: فُلَانٌ سَلْسَـلَ الأشْـيَاءَ ‘অমুক ব্যক্তি বস্তুসমূহকে একটির সাথে অপরটি সংযুক্ত করেছে বা ক্রমানুসারে শিকলে গেঁথেছে’। এ থেকে একাধিক রাবি হাদিসের সনদ বা মতনে ক্রমান্বয়ে একই পদ্ধতি অনুসরণ করলে মুসালসাল বলা হয়।

‘মুসালসালে’র পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে লেখক বলেন: ‘যে হাদিসের সনদ বা মতন এক স্তরের সকল রাবি অভিন্ন শব্দ বা অভিন্ন হালতে বর্ণনা করে তাই মুসালসাল’। যেমন কোনো সনদে এক স্তরের সকল রাবি বললেন: أَنْبَأَنِي فُلَانٌ (প্রথম শায়খ), তিনি বললেন: أَنْبَـأَنِي فُلَانٌ (দ্বিতীয় শায়খ), এভাবে (তৃতীয় শায়খ) বললেন।

144

أنبـــأنِي [illegible]149

[illegible] حدثني فلان قائماً [illegible]

[illegible] حدثني فلان قائماً [illegible]

[illegible]

[illegible] «أَعَلَى أَفْقَــرَ مِنِّي يَا رَسُــولَ اللَّهِ، فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَـالَ: أَطْعِمْـهُ أَهْلَكَ»

[illegible]

---

149 [illegible] سمعت فُلَانًا يَقُوْلُ: (حدثني فلان), [illegible] سمعت فُلَانًا يَقُوْلُ: (حدثني فلان), [illegible] [illegible] سـمعت و [illegible] سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يَقُـوْلُ: يقول

[illegible]

[illegible][150]

[illegible]

[illegible]

[illegible

এখানে হাদিসের মতনে মুসালসাল হয়েছে, কারণ প্রত্যেক শায়খ স্বীয় ছাত্রকে □□□□□□□: وأنا أحبُّك আমিও তোমাকে মহব্বত করি।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হল যে, মুসালসাল প্রথমত দু’প্রকার : ১. রাবির অবস্থার মুসালসাল, ও ২. বর্ণনা পদ্ধতির মুসালসাল। বর্ণনা পদ্ধতির মুসালসাল কখনো হয় সনদে, কখনো হয় মতনে।

ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ্ মুসালসালের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন:

"هو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة، وللرواية تارة أخرى"

“যে হাদিসের সনদের রাবিগণ কোনো বিশেষণ অথবা রাবিদের বিশেষ অবস্থা কিংবা বর্ণনার বিশেষ পদ্ধতি ক্রমান্বয়ে বজায় রাখেন তাই মুসালসাল”।[152] ইমাম নববির সংজ্ঞা থেকে স্পষ্ট যে, মুসালসাল হাদিসের রাবিগণ বিশেষ বিশেষণ অথবা রাবিদের বিশেষ অবস্থা অথবা বর্ণনার বিশেষ পদ্ধতি সকল স্তরে রক্ষা করবেন, তবে কতক মুসালসাল রয়েছে, যার সকল স্তরে পরম্পরা রক্ষা হয়নি। তাই ু দাকিকিল ‘ঈদ রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন:

"وهو ماكان إسناده على صفة واحدة في طبقاته، فتارة يكون في جميعها، كما إذا كان كله بصيغة: سمعت فلانا يقول، إلى آخره، وتارة يكون في أكثره، مثل الحديث المسلسل بقولهم: (وهو أول حديث سمعته منه ..." الاقتراح: (صـ214)

---

[152] আত-তাদরিব : (২১৮৭)

147

“যে হাদিসের সনদ একাধিক স্তরে বিশেষ পদ্ধতিতে বর্ণিত হয় , কখনো বিশেষ পদ্ধতি বহাল থাকে সকল স্তরে , যেমন সনদের প্রত্যেক রাবি বলল : سمعت فلانا يقول কখনো বহাল থাকে অধিকাংশ স্তরে , যেমন وهو أول حديث سمعته منه পদ্ধতিতে বর্ণিত হাদিস। ইমাম সুয়ূতি جياد المسلسلات গ্রন্থে বর্ণনা করেন :

حَدَّثَنِي بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ بْنُ الْمُلَقِّنِ، مِنْ لَفْظِهِ، وَهُوَ أَوَّلُ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْهُ. قَالَ: حَدَّثَنَا جَدِّي، وَهُوَ أَوَّلُ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْهُ. قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْفَتْحِ الْمَيْدُومِيُّ، وَهُوَ أَوَّلُ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْهُ. قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْفَرَجِ الْحَرَّانِيُّ، وَهُوَ أَوَّلُ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْهُ. قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْفَرَجِ بْنُ الْجَوْزِيِّ وَهُوَ أَوَّلُ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْهُ. قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ النَّيْسَابُورِيُّ، وَهُوَ أَوَّلُ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْهُ. قَالَ: حَدَّثَنِي وَالِدِي، وَهُوَ أَوَّلُ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْهُ. قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمِشٍ الزِّيَادِيُّ، وَهُوَ أَوَّلُ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْهُ. قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ بِلَالٍ الْبَزَّازُ، وَهُوَ أَوَّلُ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْهُ. قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ بن الْحَكَم وَهُوَ أَوَّلُ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْهُ. قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وهو أَوَّلُ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ سُفْيَانَ. عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي قَابُوسٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ».

ইমাম বায়হাকি রাহিমাহুল্লাহর বর্ণনায় এ হাদিস মুসালসাল নয় :

148

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلالٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ مِهْرَانَ الْعَبْدِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي قَابُوسَ، مَوْلَى لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ»

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দয়াশলীদের উপর রহমান দয়া করেন। জমিনে যে আছে তাকে তোমরা রহম কর , আসমানে যিনি আছেন তিনি তোমাদেরকে রহম করবেন”। [153]

সহি মুসালসালের উপকারিতা :

১. মুসালসাল হাদিস রাবির অধিক দ্বাবত ও স্মৃতি শক্তির প্রমাণ বহন করে , কারণ শায়খের অবস্থা , বর্ণনা পদ্ধতি ও সংশ্লিষ্ট ঘটনার সংবাদ দেওয়া প্রমাণ করে রাবি শায়খকে যথাযথ অনুসরণ করেছেন।

২. কতক মুসালসাল প্রমাণ করে সনদে ইনকিতা ‘ ও তাদলিস নেই , যা উসুলে হাদিসের প্রধান উদ্দেশ্য , যেমন "حدثني وأخبرني" দ্বারা মুসালসাল সনদ ইনকিতা ‘ ও তাদলিসের সম্ভাবনামুক্ত , যদি অন্যান্য দোষ তাতে না থাকে।

৩. হাফেয হাজার রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন : “হাফেযে হাদিস ও হাদিসের ইমামদের দ্বারা

---

[153] সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকি : (৯/৪০), হাদিস নং : (১৬৪৬২), তিরমিযি : (১৯২৪), আবু দাউদ: (৪৯৪১)

149

বর্ণিত মুসালসাল অপর হাদিস অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী”।

154

৪. মুসালসাল হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা ও কথার অনুসরণ থাকে, যা অন্যান্য হাদিসে থাকে না। জ্ঞাতব্য: মুসালসাল হলে হাদিস সহি হওয়া জরুরি নয়। মুসালসাল সহি, হাসান ও দুর্বল সকল প্রকার হতে পারে, বরং আহলে ইলম বলেছেন অধিকাংশ মুসালসাল দুর্বল। হাফেয যাহাবি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেছেন: “প্রায় সকল মুসালসাল বানোয়াট, রাবিদের মিথ্যাচারের কারণে অধিকাংশ মুসালসাল বাতিল। তবে সূরা সাফ পাঠ করার মুসালসাল, দামেস্কি রাবিদের মুসালসাল, মিসরি রাবিদের মুসালসাল ও মুহাম্মদ নামক রাবিদের মুসালসাল অধিক শক্তিশালী”।

155

সালাহ রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: “দুর্বল অর্থ মুসালসাল হাদিসের মতন দুর্বল নয়, বরং মুসালসাল পদ্ধতি দুর্বল। মতন সহি ও দুর্বল উভয় হতে পারে”।

156

মুসালসাল হাদিসে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল রাবির পরম্পরা জরুরি নয়, কোনো এক স্তরে একাধিক রাবির পরম্পরাকে মুসালসাল বলা হয়, তবে মুসালসাল হাদিসে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পরম্পরা থাকা স্বাভাবিক। ইতোপূর্বে তাকিকুল ঈদ রাহিমাহুল্লাহর

154 আন-নুযহাহ: (পৃ.৭৬-৭৭)
155 আল-মুকেজাহ: (পৃ.৪৪), আল-জাওয়াহির:
156 ইব্ন সালাহ: (পৃ.২৭৭)
150

সংজ্ঞা থেকে জেনেছি, পরম্পরা কখনো হয় সকল স্তরে, কখনো হয় কতক স্তরে।

আযিয ও মাশহূর হাদিস

عَزِيزُ مَرْوِيْ اثْنَيْنِ أوْ		مَشْهُورُ مَرْوِيْ فَـوْقَ

“আযিয”: দুই অথবা তিনজন রাবির বর্ণিত হাদিস। আর “মাশহূর ” তিনের অধিক রাবির বর্ণিত হাদিস ”। অত্র কবিতায় বর্ণিত ক্রমানুসারে হাদিসের নবম ও দশম প্রকার আযিয ও মাশহূর।

এখান থেকে লেখক রাবির সংখ্যা অনুসারে হাদিসকে ভাগ করছেন। রাবির সংখ্যা অনুসারে হাদিস দু ’প্রকার : মুতাওয়াতির ও আহাদ বা খবরে ওয়াহেদ। খবরে ওয়াহেদ তিন প্রকার : ১. গরিব , ২. আযিয, ৩. মাশহূর বা মুস্তাফিধ। লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ এখানেও বর্ণনার ধারাক্রম রক্ষা করেননি। ১৬-পঙক্তির দ্বিতীয়াংশে তিনি গরিব বর্ণনা করেছেন। মুতাওয়াতির হাদিস তিনি বর্ণনা করেননি। আমরা প্রথমে আযিয ও মাশহূর বর্ণনা করব অতঃপর সম্পূরক হিসেবে মুতাওয়াতির বর্ণনা করব।

عزيز শব্দ عز থেকে সংগৃহীত , আভিধানিক অর্থ শক্তিশালী। কেউ শক্তিশালী হলে বলা হয় : عَزَّ فُلاَنٌ একজন রাবির কোনো সংবাদ দেওয়ার পর দ্বিতীয় বা তৃতীয় রাবি একই সংবাদ দিলে সংবাদটি ‘আযিয’ বা শক্তিশালী হয়। সংবাদদাতার সংখ্যা বেশী হলে সংবাদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। এ থেকে দু ’জন বা তিনজন রাবির বর্ণিত হাদিসকে ‘আযিয’ বলা হয়।

152

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ»

وقال الإمام البخاري -رحمه الله- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وحَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»

[redacted][157]

[157] [redacted]

সায়িদ। অতঃপর তাদের প্রত্যেকের থেকে একদল রাবি বর্ণনা করেন।

যাকারিয়া আনসারি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন : ‘একটি হাদিস একসাথে আযিয ও মাশহূর উভয় হতে পারে , যেমন:

«نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

“আমরা পরবর্তী কিন্তু কিয়ামতের দিন অগ্রবর্তী ”।[158] এ হাদিস নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দু ’জন সাহাবি : হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ও আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণনা করেন”।[159] অতএব সাহাবিদের স্তরে এ হাদিস আযিয, অবশ্য পরবর্তীতে মাশহূর হয়েছে[160]।

বাইকুনির ব্যাখ্যাকার আবুল হাসান সুলাইমানি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন : “আমার

---

[158] বুখারি : (৮৩২), মুসলিম : (১৪১৮)

[159] ফাতহুল বারি : (পৃ .৪৯০), দেখুন : আল-জাওয়াহিরুস সুলাইমানিয়াহ : (পৃ .১৬৩)

[160] এখানে মতভেদটি হচ্ছে , সাহাবীর স্তরে একাধিক বর্ণনাকারী হওয়ার বিষয়টি ধর্তব্য কি না ? যদি ধর্তব্য হয় , তবে এ হাদিসটি অবশ্যই আযিয হিসেবেই গণ্য হবে , পরবর্তীতে যতই এর বর্ণনাকারীর সংখ্যা বেশি হোক না কেন। আর যদি সাহাবীকে বর্ণনাকারীর সংখ্যা থেকে বাদ দেওয়া হয় এ ভিত্তিতে যে তাঁরা সবাই আদিল , তাদের একজন অন্যদের বহু জনের মত, তখন সেখানে হাদীসটি সাহাবী পরবর্তী অবস্থার দিকে তাকিয়ে আযিয কিংবা মাশহূর এমনকি মুতাওয়াতির হিসেবে গণ্য হতে পারে। কিন্তু মুহাদ্দিসদের আলোচনাদৃষ্টে প্রতীয়মাণ হয় যে , তাঁরা সাহাবীসহ সর্বস্তরের সংখ্যাকেই হিসেবে নিয়ে আসেন। সে হিসেবে উপরোক্ত হাদীসটি আযিয হিসেবেই গণ্য হবে মাশহূর নয়। কারণ , এ শাস্ত্রের নিয়ম হচ্ছে , সংখ্যাস্বল্পতা সংখ্যধিক্যের উপর প্রাধান্য পায়। কোথাও কোনো এক স্তরে সংখ্যা কম হলে সেটাই ধর্তব্য হবে, বেশির অংশ নয়। [সম্পাদক]

155

নিকট আযিয হওয়ার জন্য সাহাবির স্তরেও দু’জন থাকা জরুরি। কেউ বলতে পারেন: সকল সাহাবি আদিল, অতএব তাদের ক্ষেত্রে সংখ্যার হিসেবে কেন? এ প্রশ্নের উত্তর: এ শর্ত হাদিস গ্রহণ কিংবা বর্জন করা হিসেবে নয়, বরং আমাদের নিকট হাদিস পৌঁছার সনদের হিসেবে, কোন সনদে পৌঁছল, রাবির সংখ্যা কত ও কিভাবে পৌঁছল ইত্যাদি। তাই এ প্রকার কখনো সহি ও কখনো দুর্বল হয়। সাহাবিদের পরবর্তী স্তরে রাবিদের সংখ্যা হাদিসের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য দেখা হয় না, কারণ একটি হাদিস কখনো দু’জন সেকাহ রাবি বর্ণনা করেন, কখনো দু’জন দুর্বল রাবি বর্ণনা করেন, আবার কখনো দু’জন মাতরুক রাবি বর্ণনা করেন। সংখ্যার দৃষ্টিকোন থেকে বর্ণনাকারী দু’জন হলেই আযিয। এটা শুধু পরিভাষা।

161

লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ আযিযের জন্য মারফূ‘ হওয়া শর্তারোপ করেননি, শুধু দু’জন রাবি হওয়া শর্তারোপ করেছেন, তাই মারফূ‘, মাওকুফ ও মাকতু‘ সবগুলোতেই আযিয হতে পারে।
কেউ বলেন: সহি হাদিসের জন্য দু’জন রাবি কর্তৃক বর্ণিত তথা আযিয হওয়া জরুরি, কারণ সাক্ষীর ন্যূনতম সংখ্যা দু’জন। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী সাক্ষীর চেয়ে কম মর্যাদার নয়, তাই তাতেও দু’জন সাক্ষী প্রয়োজন।

161 আল-জাওয়াহিরুস সুলাইমানিয়াহ: (পৃ.১৬৩)
156

এ কথা সঠিক নয়, কারণ সাক্ষীর সাথে হাদিসের তুলনা খাটে না। হাদিস বলা ও সাক্ষ্য দেওয়া এক নয়। হাদিস দীনি বিষয় , তার জন্য একজন রাবিই যথেষ্ট , যেমন একজন মুয়াজ্জিনের উপর নির্ভর করে মুসলিমগণ ইফতার করে। অতএব দীনি বিষয়ে নির্ভরযোগ্য একজন রাবি যথেষ্ট। তার প্রমাণ নিয়তের হাদিস :

«إِنَّمَا الْأَعْمَـالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُـلِّ امْـرِئٍ مَا نَـوَى، فَمَنْ كَـانَتْ هِجْرَتُـهُ إِلَى دُنْيَا يُصِـيبُهَا أَوْ إِلَى امْـرَأَةٍ يَنْكِحُهَـا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»

“সকল আমল নিয়তের সাথে গ্রহণযোগ্য , প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই রয়েছে যা সে নিয়ত করেছে। অতএব যার হিজরত দুনিয়ার প্রতি , যা সে উপার্জন করবে , অথবা নারীর প্রতি , যাকে সে বিয়ে করবে , তাহলে তার হিজরত সে জন্য হবে , যার প্রতি সে হিজরত করেছে ”।[162] সকল আলেম এ হাদিস গ্রহণ করেছেন , অথচ সাহাবি থেকে পরবর্তী তিনস্তর পর্যন্ত একজন করে রাবি , তবে সবাই সেকাহ। অতএব সহি হওয়ার জন্য আযিয হওয়া জরুরি নয়।

আযিযের হুকুম : সহি , হাসান ও দুর্বল সকল প্রকার হতে পারে।

---

[162] বুখারি : (১), মুসলিম : (১৯১০)

157

মাশহূর হাদিস

"مَشْهورٌ" এর আভিধানিক অর্থ প্রসিদ্ধ।

'মাশহূর ' এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে লেখক বলেন: "তিন থেকে অধিক রাবির বর্ণিত হাদিস মাশহূর "। এ সংজ্ঞা অধিকাংশ মুহাদ্দিসের সংজ্ঞার খিলাফ।

অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে 'তিন বা তার চেয়ে অধিক রাবির বর্ণিত হাদিস মাশহূর , যদি মুতাওয়াতির পর্যায়ে না পৌঁছে '। এ সংজ্ঞা অধিক বিশুদ্ধ , তবে উভয় সংজ্ঞা মোতাবেক মাশহূরের প্রসিদ্ধি মুতাওয়াতির পর্যন্ত না হওয়া জরুরি।

মানুষের শ্রেণীভাগ হিসেবে মাশহূর প্রধানত দু 'প্রকার : ক. সাধারণের নিকট মাশহূর ও খ. আলেমদের নিকট মাশহূর।

ক. সাধারণের নিকট হাদিস মাশহূর হওয়ার কোনো মূল্য নেই। তাদের নিকট অনেক জাল হাদিসও মাশহূর , যেমন:

«حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الإِيمَانِ»

"দেশ প্রেম ঈমানের অংশ "।

সাধারণ লোকেরা এ হাদিসকে সহি হিসেবে জানে , অথচ সহি নয়। তার অর্থও ভুল , কারণ দেশপ্রেম গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িকতা। তাই তাদের নিকট মাশহূর হাদিস মূল্যহীন। এ প্রকার হাদিসের উপর অনেক মুহাদ্দিস স্বতন্ত্র কিতাব লিখেছেন , যেমন:

"تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث".

"المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة".

158

"كشف الخفا ومزيل الألبـاس فيما اشـتهر من الأحـاديث في ألسنة الناس"

খ. আলেমদের শ্রেণীভাগ হিসেবে তাদের নিকট প্রসিদ্ধ হাদিস বিভিন্ন ভাগে ভাগ হয়: মুহাদ্দিসদের নিকট মাশহূর, ফকিহদের নিকট মাশহূর, ভাষাবিদদের নিকট মাশহূর ইত্যাদি।

আলেমদের নিকট মাশহূর হাদিস কেউ দলিল হিসেবে গ্রহণ করেন, যদিও বিনা সনদে হয়। তারা বলেন: আলেমদের নিকট কোনো হাদিস মাশহূর হওয়া, তার উপর তাদের আমল করা ও তাকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করা প্রমাণ করে তার শক্তিশালী ভিত্তি অবশ্যই আছে। যেমন,

«لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ»

“সন্তানের কারণে পিতা থেকে কিসাস নেওয়া হবে না”।[163] এ হাদিস আলেমদের নিকট মাশহূর, তাই অনেকে গ্রহণ করেছেন।

কেউ বলেন: আলেমদের নিকট মাশহূর হাদিস গ্রহণীয় নয়।

কেউ ব্যাখ্যা দেন: আলেমদের নিকট মাশহূর হাদিস কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক হলে গ্রহণীয়, অন্যথায় পরিত্যাজ্য। এ মত সঠিক। কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী হলে পরিত্যাজ্য, যেমন:

«لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ»

“সন্তানের কারণে পিতা থেকে কিসাস নেয়া হবে না”।[164] এ হাদিস কুরআন বিরোধী। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন:

---

[163] তিরমিযি: (১৪০০), দারা কুতনি: (৩২৫২)

[164] তিরমিযি: (১৪০০), দারা কুতনি: (৩২৫২)

159

﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٤٥ ﴾ [المائدة: ٤٥]

“[illegible] [illegible] [illegible] [

তোমাদের রবের পক্ষ থেকে হালকাকরণ ও রহমত। সুতরাং এরপর যে সীমালঙ্ঘন করবে, তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব"।[166]

এ হাদিস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত অপর সহি হাদিসেরও বিপরীত, যেমন:

«لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوِ ارْتِدَادٍ بَعْدَ إِسْلَامٍ، أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَقُتِلَ بِهِ»

"তিনটি অপরাধের কোন একটি ব্যতীত মুসলিমের রক্ত হালাল নয়: বিবাহের পর যেনা করা, অথবা ইসলামের পর মুরতাদ হওয়া, অথবা কাউকে বিনা অপরাধে হত্যা করা, এর বিনিময়ে হত্যা করা হবে"।[167] এখানেও কিসাস থেকে পিতাকে মুক্ত রাখা হয়নি। অতএব মাশহূর হাদিস কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী তাই গ্রহণীয় নয়।

মুতাওয়াতির হাদিস

متواتر শব্দের উৎপত্তি تواتر ধাতু থেকে। আভিধানিক অর্থ تتابع বা লাগাতার, যেমন বলা হয়: تواتر المطر ‘লাগাতার বৃষ্টি হয়েছে’। অনুরূপ বলা হয়: تواتر المصلون إلى المسجد ‘লাগাতার মুসল্লি মসজিদে এসেছে’। এ থেকে লাগাতার অগণিত মানুষের বর্ণিত হাদিসকে মুতাওয়াতির বলা হয়।

متواتر এর পারিভাষিক সংজ্ঞা: "বৃহৎ জনসংখ্যার বর্ণিত হাদিস, মিথ্যার উপর

---

[166] সূরা বাকারা: (১৭৮)

[167] তিরমিযি: (২০৮৪)

161

যাদের একাট্টা হওয়া অসম্ভব, সনদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ সংখ্যা বিদ্যমান থাকলে হাদিসকে মুতাওয়াতির বলা হয়।” ‘মুতাওয়াতির’ হাদিস বর্ণনাকারী অনেক সাহাবি থাকা জরুরি, যাদের একাট্টা হয়ে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর মিথ্যা রচনা করা অসম্ভব। হাদিসটি যদি বাণী হয়, তাহলে সবাই তাকে বলতে শুনেছেন; কর্ম হলে সবাই তাকে করতে দেখেছেন; অতঃপর একদল সাহাবি থেকে একদল তাবে‘ঈ বর্ণনা করেছেন; অতঃপর তাদের থেকে একদল অনুসারী বর্ণনা করেছেন; এভাবে হাদিসের বর্ণনাধারা গ্রহণযোগ্য কিতাবসমূহে লিপিবদ্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত থাকা জরুরি। এ থেকে মুতাওয়াতির হাদিসের চারটি শর্ত পেলাম:
১. অধিক সংখ্যক সাহাবির বর্ণনা করা, যাদের সংখ্যা কোনো অবস্থায় চার থেকে কম নয়। তারা সবাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদিস শ্রবণ করেছেন। অতঃপর তাদের থেকে দ্বিতীয় এক জমাত শ্রবণ করেছে, অতঃপর তাদের থেকে তৃতীয় এক জমাত শ্রবণ করেছে, এভাবে সনদের প্রত্যেক স্তরে রাবির সংখ্যা অধিক থাকা জরুরি, যাদের নির্ভুলতা সম্পর্কে চূড়ান্ত জ্ঞান হাসিল হয়।
২. মুতাওয়াতির হাদিসে প্রত্যেক স্তরে রাবির সংখ্যা এতো পরিমাণ থাকা জরুরি যে, তাদের মিথ্যার উপর একাট্টা হওয়া বিবেক সমর্থন করে না, যেমন তারা সবাই সেকাহ ও 162

হলেও অর্থ পরিবর্তন হয় না , তাই শব্দের মুতাওয়াতির , যেমন:

«مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

“আমার উপর যে মিথ্যা রচনা করল , সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নাম বানিয়ে নেয় ”।[168]

এ হাদিস নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শত্তুর থেকে অধিক সাহাবি বর্ণনা করেছেন , তাদের মধ্যে জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন সাহাবিও রয়েছেন , তাদের থেকে ক্রমানুসারে বিরাট এক জমাত বর্ণনা করেছে। হাদিসের কোনো কিতাব পাওয়া যাবে না , যেখানে এ হাদিস নেই।

২. অর্থের তাওয়াতুর : অনেক রাবি কর্তৃক বর্ণিত বিভিন্ন বিষয় সম্বলিত প্রচুর হাদিস বিদ্যমান , যাদের মিথ্যার উপর একাট্টা হয়ে এসব হাদিস রচনা করা অসম্ভব , তাদের একটি হাদিসও অন্যান্য হাদিসের সাথে অর্থ ও শব্দের মিল না -থাকার করণে মুতাওয়াতির পর্যায়ে উত্তীর্ণ হতে পারেনি , তবে একটি বিষয় রয়েছে , যা প্রত্যেক হাদিসে বিদ্যমান , তাই সে বিষয়টি মুতাওয়াতির। যেমন দো‘আর সময় উভয় হাত উত্তোলন করার হাদিস। শতাধিক হাদিসে এসেছে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম দো ‘আর সময় উভয় হাত উত্তোলন করেছেন , প্রত্যেকটি হাদিস খবরে ওয়াহেদ , এক হাদিসে যে ঘটনার বর্ণনা রয়েছে , অপর হাদিসে তার বর্ণনা নেই , তবে সব হাদিসে

---

[168] বুখারি : (১/২০০), হাদিস নং : (১০৭), আবু দাউদ: (৩/৩১৯-৩২০), মাজাহ : (১/৩২), হাদিস নং : (৩৬), আহমদ: (১/১৬৫,১৬৭)

164

রয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম দো‘আর সময় উভয় হাত উঠিয়েছেন। অতএব দো‘আর সময় উভয় হাত উঠানো মুতাওয়াতির বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। এটা অর্থগত মুতাওয়াতির।

মুতাওয়াতির হাদিসের হুকুম :
মুতাওয়াতির শাব্দিক হোক বা অর্থের দিক থেকে হোক, তার উপর আমল করা ওয়াজিব। মুতাওয়াতির হাদিস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে অকাট্যভাবে বিশ্বাস করা জরুরি। কুরআন অস্বীকার করা যেমন কুফরি, তেমনি যে মুতাওয়াতির হাদিস ও তার হুকুম জানে, তার পক্ষে মুতাওয়াতির হাদিস অস্বীকার করা কুফরি। কারণ, মুতাওয়াতির হাদিস নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত, অতএব যে মুতাওয়াতির প্রত্যাখ্যান করল, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর তার কথাকে নিক্ষেপ করল, অতএব তার কর্ম কুফরি। তবে যে ভুল ব্যাখ্যা করে, অথবা ভুল বুঝে অথবা মুতাওয়াতির হাদিস ও তার হুকুম সম্পর্কে জানে না, তার বিষয়টি ভিন্ন। সে কাফের হবে না, তবে তাকে বুঝানো ও সত্যের দিকে আহ্বান করা জরুরি।

মুতাওয়াতির হাদিসের উপর লিখিত কিতাব :

165

ক. হাফেয জালালুদ্দিন আবুল ফাদল আব্দুর রহমান আবু বকর আস-সুয়ূতি রচিত : ‘আল-ফাওয়ায়িদুল মুতাকাসিরাহ ফিল আখবারিল মুতাওয়াতিরাহ’।

খ. দ্বিতীয়বার তিনি এ কিতাবের সংক্ষেপ লিখেন : ‘আল-আযহারুল মুতানাসিরাহ ফিল আখবারিল মুতাওয়াতিরাহ’ নামে।

গ. অতঃপর তৃতীয়বার তিনি সংক্ষেপেরও সংক্ষেপ লিখেন : ‘কুতুফুল আযহার’ নামে।

২. আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন জাফর ইদরিসি আল-কাত্তানি রচিত : ‘নাযমুল মুতানাসিরাহ মিনাল হাদিসিল মুতাওয়াতিরাহ’।

৩. শায়খ আব্দুল আযিয গুমারি রচিত : "إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة بما وقع من الزيادة على الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة"

166

মু ‘আন‘আন ও মুবহাম হাদিস

مُعَنْعَنٌ كَعَنْ سَـــعِيدٍ		وَمُبْهَمٌ ما فِيــــهِ رَاوٍ

‘মু ‘আন‘আন’: যেমন সাঈদ বর্ণনা করেন ‘কারাম ’ থেকে। আর যার সনদে রাবির নাম উল্লেখ করা হয়নি তাই ‘মুবহাম ’। অত্র কবিতায় বর্ণিত ক্রমানুসারে হাদিসের একাদশ ও দ্বাদশ প্রকার ‘মু ‘আন‘আন’ ও ‘মুবহাম ’। হাদিসের এ দু ’প্রকারের সম্পর্ক সনদের সাথে।

معَنْعَنٌ কর্মবাচক বিশেষ্য , যে বাক্যে অধিকহারে عَنْ শব্দ প্রয়োগ করা হয় ‘তাকে মু ‘আন‘আন’ বলা হয়। এ থেকে ‘আন’ বিশিষ্ট্য সনদকে ‘মু ‘আন‘আন’ বলা হয়।

‘মু ‘আন‘আন’ প্রকারের ক্ষেত্রে লেখক শুধু উদাহরণ পেশ করেছেন , সংজ্ঞা দেননি , তবে সংজ্ঞা দ্বারা উদ্দেশ্য বস্তুর পরিচয় দেওয়া , যদি উদাহরণ দ্বারা সে উদ্দেশ্য হাসিল হয় সংজ্ঞার প্রয়োজন নেই। যেমন ‘মু ‘আন‘আন’: عَن سَعيدٍ عَنْ كَرَمْ এটাই ‘মু ‘আন‘আন’ সনদের উদাহরণ।

হাদিসের পরিভাষায় ‘মু ‘আন‘আন’ সে সনদকে বলা হয়, যেখানে রাবি নিজ শায়খ থেকে عَنْ শব্দ দ্বারা হাদিস বর্ণনা করেন। সনদে একবার ‘আন’ শব্দ থাকাই ‘মু ‘আন‘আন’ হওয়ার জন্য যথেষ্ট , যেমন রাবি حدثني অথবা أخبرني অথবা سمعت ইত্যাদি শব্দের পরিবর্তে বলল : عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما এ জাতীয় সনদকে ‘মু ‘আন‘আন’ বলা হয়।

167

এ পরিচ্ছদে উসুলে হাদিসের কিতাবে অপর একপ্রকার উল্লেখ করা হয় مُؤَنَّنْ ‘মুআন্নান ’ বা مُؤَنْأَنْ ‘মুআনআন’ কর্মবাচক বিশেষ্য , আভিধানিক অর্থ أَنَّ শব্দ যোগে গঠিত বাক্য। مُعَنْعَنٌ ও مؤنــأن প্রায় সমোচ্চারিত শব্দ ও উভয় কর্মবাচক বিশেষ্য।

হাদিসের পরিভাষায় : “সনদের এক বা একাধিক জায়গায় ‘আন্না ’ শব্দ ব্যবহার করে রাবি যদি তার শায়খ থেকে হাদিস বর্ণনা করেন , তাহলে সে সনদকে ‘মুআন্নান ’ বা ‘মুআনআন’ বলা হয় , যেমন রাবি বলল : حدثني فلان أن فلاناً قال: إلخ.

‘মু ‘আন‘আন’ ও ‘মুআন্নান ’ হাদিসের হুকুম মুত্তাসিল , তবে রাবির তাদলিস করার অভ্যাস থাকলে ইত্তিসালের বিষয়ে নিশ্চিত না হয়ে মুত্তাসিল বলা যাবে না। কারণ , মুদাল্লিস[169] কখনো সনদ মুত্তাসিল বুঝানোর জন্য নিজ শায়খকে বাদ দিয়ে শায়খের শায়খ থেকে ‘আন’ শব্দ প্রয়োগ করে বর্ণনা করে। মুদাল্লিসের বাদ দেওয়া শায়খকে যেহেতু আমরা জানি না , তাই তার দ্বাবত ও আদালত সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত নই। অতএব অপর সনদ বা তার বর্ণিত অপর হাদিস দ্বারা যতক্ষণ না শায়খ থেকে শ্রবণ করেছে প্রমাণিত হবে , আমরা ‘মুআনআন’ হাদিসকে মুত্তাসিল বলব না।

‘মু ‘আন‘আন’ তিনটি শর্তে মুত্তাসিল হয় :

---

[169] তাদলীস সংক্রান্ত আলোচনা সামনে আসবে। তবে এখানে এটা বোঝা আবশ্যক যে , তাদলীস হচ্ছে বর্ণনাকারী কর্তৃক দোষ - ত্রুটি গোপন করা। তা বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। [সম্পাদক]

168

১. ‘আন’ প্রয়োগকারী রাবির দ্বাবত ও আদালত থাকা জরুরি।
২. রাবির তাদলিসের স্বভাব মুক্ত হওয়া জরুরি।
৩. রাবি ও শায়খের সাক্ষাত প্রমাণিত হওয়া জরুরি।
১-নং ও ২-নং শর্তের ব্যাখ্যা সবার নিকট এক, তবে রাবি ও শায়খের সাক্ষাতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আলেমগণ দ্বিমত পোষণ করেছেন। কেউ বলেন: সাক্ষাত অর্থ রাবি ও শায়খের সাথে জীবনে অন্তত একবার সাক্ষাত হওয়া। ইমাম বুখারি এ মতের প্রবক্তা।
কেউ বলেন: সাক্ষাত অর্থ রাবি ও শায়খের সাথে সাক্ষাত সম্ভব হওয়া। এ মতের প্রবক্তা ইমাম মুসলিম।
‘বাইকুনিয়া’র ব্যাখ্যাকার সুলাইমানি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: “আমার নিকট ইমাম মুসলিমের মাযহাব গ্রহণ করা উত্তম, যতক্ষণ না কোনো মুহাদ্দিস সনদে ইল্লতের প্রশ্ন তোলেন।

170

170 জাওয়াহির: (১৭২)
169

মুবহাম হাদিস

مُبهَمٌ এর আভিধানিক অর্থ : অস্পষ্ট।

‘মুবহাম ’-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে লেখক বলেন: “যে হাদিসের সনদে কোনো একজন রাবিকে উল্লেখ করা হয়নি তাই মুবহাম ”। যেমন, ... حدثني رجل، قال: حدثني خالد عن راشد

এ হাদিস মুবহাম , কারণ এখানে একজন রাবির নাম উল্লেখ করা হয়নি। অনুরূপ কোনো রাবি যদি বলে: حـدثني الثقة ‘আমাকে জনৈক সেকাহ বলেছে ’ তবুও তা মুবহাম। কারণ , ‘সেকাহ ’ রাবি পরিচিত নয়। হয়তো তার নিকট সেকাহ , প্রকৃতপক্ষে সেকাহ নয়। অনুরূপ কেউ যদি বলে : حدثني من أثق به ‘এমন ব্যক্তি আমাকে বলেছে , যার উপর আমি আস্থাশীল ’, তবু হাদিস মুবহাম , কারণ মুবহাম ব্যক্তি সম্পর্কে কোনো প্রশংসা গ্রহণীয় নয়। অনুরূপ কেউ যদি বলে : حدثني صاحب هذه الدار ‘আমাকে এ বাড়িওয়ালা বলেছে ’, তবু হাদিস মুবহাব , যতক্ষণ না তার পরিচয় জানা যায়।

লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ مَا فيــهِ দ্বারা সনদ বুঝিয়েছেন , তাই খোদ হাদিসে কোনো ব্যক্তি অপরিচিত থাকলে হাদিসের বিশুদ্ধতায় প্রভাব পড়বে না , যদি সনদ ঠিক থাকে , যেমন জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত :

دَخَلَ رَجُلٌ يَـوْمَ الْجُمُعَـةِ وَالنَّبِيُّ صَـلَّى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يَخْطُبُ، فَقَــالَ «أَصَــلَّيْتَ؟ قَــالَ: لَا، قَــالَ: قُمْ فَصَــلِّ رَكْعَتَيْنِ»

“জুমার দিন জনৈক ব্যক্তি প্রবেশ করল , নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন খুতবা দিচ্ছেন। তিনি বললেন : তুমি কি সালাত

170

পড়েছ? সে বলল : না, তিনি বললেন : দাঁড়াও, দু'রাকাত সালাত আদায় কর"।[171]

এ হাদিসে জনৈক ব্যক্তি অপরিচিত, তবু হাদিস মুবহাম নয়, কারণ সে রাবি নয়, বরং সহি সনদে বর্ণিত হাদিসে তার সম্পর্কে বক্তব্য রয়েছে। এ প্রকার হাদিসকে 'মুবহাম ফিল মতন' বলা হয়, যা হাদিসের শুদ্ধতা বিনষ্ট করে না।

'মুবহামে'র কারণ সম্পর্কে সাখাবি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন : "সনদ সংক্ষেপ করা অথবা রাবি সম্পর্কে সন্দেহ অথবা অন্য কোনো কারণে এক বা একাধিক স্থানে রাবিকে মুবহাম করা হয়"।[172] এসব কারণে তাদলিসও করা হয়।

সাহাবি মুবহাম হলে দোষণীয় নয় :

সাহাবির অস্পষ্টতা সমস্যা নয়, কারণ আল্লাহ স্বয়ং সকল সাহাবির আদালতের সাক্ষী দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে :

﴿ وَكُلّٗا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلۡحُسۡنَىٰۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ١٠ ﴾ [الحديد: ١٠]

"আর আল্লাহ প্রত্যেকের জন্যই কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবগত"।[173] অপর আয়াতে তিনি সাহাবিদের প্রশংসা করে বলেন :

﴿ مُّحَمَّدٞ رَّسُولُ ٱللَّهِۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلۡكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيۡنَهُمۡۖ تَرَىٰهُمۡ رُكَّعٗا سُجَّدٗا يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٗاۖ سِيمَاهُمۡ فِي وُجُوهِهِم مِّنۡ أَثَرِ ٱلسُّجُودِۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمۡ فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِۚ وَمَثَلُهُمۡ فِي

---

[171] বুখারি : (৯৩০), মুসলিম : (৮৭৫)

[172] ফাতহুল মুগিস : (৪/২৯৮)

[173] সূরা হাদিদ : (১০)

171

ٱلۡإِنجِيلِ كَزَرۡعٍ أَخۡرَجَ شَطۡـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱسۡتَغۡلَظَ فَٱسۡتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعۡجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلۡكُفَّارَۗ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِنۡهُم مَّغۡفِرَةٗ وَأَجۡرًا عَظِيمَۢا ٢٩ ﴿ [الفتح: ٢٩]

“[illegible] [illegible] [illegible] [

সুন্দরভাবে, তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাতসমূহ, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। এটাই মহাসাফল্য”।

175 অতএব এক সাহাবি অপর
সাহাবিকে মুবহাম করলে, কিংবা কোনো হাদিসে মুবহাম ব্যক্তিটি সাহাবি তা নিশ্চিত জানা গেলে সমস্যা নেই।
মুবহাম হাদিসের হুকুম :
মুবহাম হাদিস গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ মুবহাম রাবি সেকাহ না গায়রে সেকাহ জানা নেই, তবে তাবে‘ঈ বা তাবে তাবে‘ঈ মুবহাম হলে শাহেদ হওয়ার যোগ্য। কারণ, এ দুই তবকা সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কল্যাণের সাক্ষ্য দিয়েছেন, পরবর্তী যুগে মিথ্যার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে।

175 সূরা তাওবা: (১০০)
173

উঁচু ও নিচু সনদ

وَكُـلُّ مَا قَلَّتْ رِجالَـهُ		**وَضِدُّهُ ذاكَ الذي قَـدْ**

“আর যেসব হাদিসের রাবি কম তাই উঁচু সনদ। আর তার বিপরীত ঐ সনদ , যা নিচে নেমেছে ”। অত্র কবিতায় বর্ণিত ধারাক্রমে হাদিসের ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ প্রকার ‘আলি ও নাযিল। হাদিসের এ দু ’প্রকার সনদের সাথে সম্পৃক্ত।

عـالي শব্দের আভিধানিক অর্থ উঁচু। সনদে রাবির সংখ্যা কম হলে লেখক থেকে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত হাদিসের দূরত্ব কম হয় , ফলে সনদ উঁচু হয়। তাই কম রাবি বিশিষ্ট সনদকে ‘আলি’ বা উঁচু বলা হয়।

‘আলি’ সনদের পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন : “যে হাদিসের সনদে রাবির সংখ্যা কম তাই উঁচু সনদ ”।

মুহাদ্দিসগণ উঁচু সনদের জন্য রীতিমত প্রতিযোগিতা করতেন, কারণ এতে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নৈকট্য হাসিল হয় এবং দ্রুত ও কম মাধ্যমে হাদিস শিখা যায়। তাই উঁচু সনদের জন্য প্রতিযোগিতা করা মুসলিম উম্মাহর অগ্রবর্তীদের সুন্নত। আমরা ‘মুয়াত্তা ’ ইমাম মালিক -এ দেখি , ইমাম মালিক বলেন :

عن نـافع، عن ابن عمـر، عن النـبي صـلى الله عليه وسلم.

নাফে থেকে , ইব্‌ন ওমর থেকে , তিনি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে।

174

উঁচু সনদ। পক্ষান্তরে আমরা যদি ইব্ন আসাকের, অথবা ইমাম হাকেম, অথবা বায়হাকি প্রমুখদের সনদ দেখি, তাহলে রীতিমত ক্লান্ত হতে হয়। তাদের অনেক রাবির জীবনী পর্যন্ত জানা যায়নি, কারণ রাবির স্তর যত নিম্নে নেমেছে তাদের প্রতি মানুষের গুরুত্ব তত হ্রাস পেয়েছে ইব্ন মা‘য়িন রাহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: ‘কোন বস্তু আপনার নিকট অধিক প্রিয়? তিনি বলেন: উঁচু সনদ ও নির্জন ঘর’।
‘ আলি সনদ প্রধানত দু’প্রকার :
১. সংখ্যার বিবেচনায় উঁচু। ২. বিশেষণের বিবেচনায় উঁচু।
১. সংখ্যার বিবেচনায় উঁচু সনদ দু’প্রকার: ক. সাধারণ উঁচু সনদ, খ. অপেক্ষাকৃত উঁচু সনদ।
ক. সাধারণ উঁচু সনদ: নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও গ্রন্থকারের মধ্যবর্তী রাবির সংখ্যা কম হলে সংখ্যার বিবেচনায় সাধারণ উঁচু সনদ বলা হয়। এ সনদ সহি হলে প্রকৃতপক্ষে এটাই উঁচু সনদ। এ সনদ দুর্বল হলেও উঁচু, যদি মাওদু‘ বা বানোয়াট না হয়, কারণ মাওদু‘ ও বানোয়াট হাদিস থাকা না-থাকা উভয় সমান।

176

খ. অপেক্ষাকৃত উঁচু সনদ দু’প্রকার:
খ-১. কোনো ইমামের বিবেচনায় উঁচু, অর্থাৎ রাবি থেকে ইমামের দূরত্ব কম, যেমন শু‘বা

176 হাজার রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: “মাওদু থাকা না-থাকা উভয় সমান। দেখুন: নুযহাহ: (পৃ.১৫৬)
175

অথবা মালিক অথবা সাওরি অথবা শাফে‘ঈ প্রমুখ ইমামগণ। এ ক্ষেত্রে বলা হয়: ইমাম যুহরি থেকে বুখারির সনদ উঁচু, ইমাম মালেক থেকে আহমদ হাম্বলের সনদ উঁচু ইত্যাদি। এতে সনদের শুরু থেকে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত রাবির সংখ্যা কম বা বেশী দেখা হয় না, বরং ইমাম থেকে রাবির দূরত্ব দেখা হয়, ইমাম থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের দূরত্ব কম হোক বা বেশী হোক বিবেচ্য নয়। এতে উপরের ইমাম ও নিম্নের রাবি বা গ্রন্থকারের মধ্যবর্তী দূরত্বকে অনুরূপ অপর সনদের সাথে তুলনা করা হয়, অতঃপর অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যা বিশিষ্ট সনদকে ‘আলি বা উঁচু বলা হয়। খ-২. লিখিত কোনো কিতাবে বর্ণিত হাদিসের বিবেচনায় উঁচু, যেমন ইমাম বুখারি ও মুসলিমের সহি; আবু দাউদ, তিরমিযি, ও ইব্ন মাজার সুনান এবং ইমাম আহমদ প্রমুখদের মুসনাদসমূহ। এখানে গ্রন্থকার থেকে পরবর্তী মুহাদ্দিসের দূরত্ব দেখা হয়, যেমন ইমাম বুখারি ও বায়হাকি। ইমাম বায়হাকি পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিস হয়ে কখনো বুখারির সমপর্যায়ের, কখনো তার উস্তাদের সমপর্যায়ের হয় হিসেবে কয়েক প্রকার উঁচু সনদ হয়। এগুলোকে সংখ্যার বিবেচনায় অপেক্ষাকৃত উঁচু সনদের দ্বিতীয় প্রকার বলা হয়।

177

177 হাদিসের এ প্রকার চার ভাগে ভাগ হয়: মুওয়াফাকাহ, বদল বা ইবদাল, মুসাওয়াত ও মুসাফাহাহ। প্রাথমিক গ্রন্থ হিসেবে 176

২. বিশেষণের বিবেচনায় উঁচু সনদ দু’প্রকার: ক. মৃত্যুর বিবেচনায় উঁচু, যদিও উভয়ের সনদে রাবির সংখ্যা সমান। যেমন একজন রাবি দু’জন শায়খ থেকে হাদিস বর্ণনা করেন, প্রথম শায়খের মৃত্যু (১৫০হি.), দ্বিতীয় শায়খের মৃত্যু (১৯০হি.), এখানে প্রথম শায়খের সনদ উঁচু ও দ্বিতীয় শায়খের সনদ নিচু। অনুরূপ দু’জন রাবি যদি দু’জন শায়খ থেকে হাদিস বর্ণনা করেন, তাহলে যে শায়খের মৃত্যু আগে তার ছাত্রের সনদ উঁচু এবং যে শায়খের মৃত্যু পরে তার ছাত্রের সনদ নিচু।
খ. শ্রবণ করার বিবেচনায় উঁচু, যেমন সুফিয়ান সাওরি রাহিমাহুল্লাহ্ থেকে দু’জন রাবি হাদিস শ্রবণ করেছে, একজন শ্রবণ করেছে (১২০হি.) ও অপরজন শ্রবণ করেছে (১৫০হি.), এতে প্রথম রাবির সনদ উঁচু, কারণ তিনি আগে শ্রবণ করেছেন। দ্বিতীয় রাবির সনদ নিচু, কারণ তিনি পরে শ্রবণ করেছেন।
বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ বিশেষণের কারণে উঁচু সনদ দু’প্রকার:
১. বাহ্যিক বিশেষণের কারণে উঁচু সনদ, যেমন রাবি ও নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে রাবির সংখ্যা কম। সাধারণত উঁচু সনদ বলে এ প্রকারকে বুঝানো হয়। এ প্রকারের আলোচনা আমরা উপরে করেছি।
২. আভ্যন্তরীণ বিশেষণের কারণে উঁচু সনদ, যেমন রাবির আদালত ও দ্বাবতের সাথে সনদ মুত্তাসিল হলে সনদের মান বৃদ্ধি পায়। এ এসব প্রকারের সংজ্ঞা পরিত্যাগ করলাম।
177

জাতীয় সনদ অভ্যন্তরীণ বিশেষণের কারণে উঁচু, যদিও এতে রাবির সংখ্যা বেশী। আদালত ও দ্বাবতের সাথে রাবির মধ্যে অন্যান্য বিশেষণ যেমন ফিকহ ইত্যাদি থাকলে সনদের মান আরো বৃদ্ধি পায় ও সনদ উঁচু হয়। এটাই শ্রেষ্ঠ ও উত্তম সনদ।
ইব্ন মুবারক রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: “ছোট সনদ উঁচু নয়, বরং শ্রেষ্ঠ সনদই উঁচু”। অর্থাৎ সেকাহ রাবিদের নিচু সনদ, দুর্বল রাবিদের উঁচু সনদ থেকে উত্তম।

178

আবু তাহের সিলাফি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: “আলেমদের থেকে হাদিস গ্রহণ করাই নিয়ম। আলেমদের নিচু সনদ জাহেলদের উঁচু সনদ থেকে উত্তম”।

179

সালাহ রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: “মুহাদ্দিসদের নিকট উঁচু সনদ প্রকৃত অর্থে উঁচু সনদ নয়, বরং বিশেষণের দিক থেকে উঁচু সনদ প্রকৃত অর্থে উঁচু”।

180

লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ এখানে শুধু সংখ্যার বিবেচনায় ‘আলি ও নিচু সনদ উল্লেখ করেছেন। কারণ গ্রন্থকার ও নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত রাবির সংখ্যা কম হলে ভুলের স্থান কম হয়। আর সংখ্যা বাড়লে ভুলের স্থান বৃদ্ধি পায়। উদাহরণত একটি ঘটনা যায়েদ থেকে আমর, তার থেকে খালেদ বর্ণনা করল। এখানে ভুলের স্থান তিনটি

178 আল-ইকতিরাহ:(১৭০)
179 আল-তাদরিব:(২/১৭২)
180 দেখুন: মুকাদ্দামাহ: (পৃ.২৬২)
178

অর্থাৎ যায়েদ, আমর ও খালেদ। তাদের কারো থেকে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। একই ঘটনা যায়েদ থেকে আমর, তার থেকে খালেদ, তার থেকে নাসির বর্ণনা করল। এখানে ভুলের স্থান চারটি অর্থাৎ যায়েদ, আমর, খালেদ ও নাসির। অনুরূপভাবে কোনো সনদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুহাদ্দিসের মধ্যবর্তী রাবির সংখ্যা তিন হলে ভুলের স্থান তিনটি, রাবির সংখ্যা চার হলে ভুলের স্থান চারটি। এ হিসেবে প্রথমটি ‘আলি বা উঁচু সনদ, কারণ এখানে ভুলের সম্ভাবনা কম। দ্বিতীয়টি নাযিল বা নিচু সনদ, কারণ এখানে ভুলের সম্ভাবনা বেশী। সংখ্যার বিবেচনায় সনদ ‘আলি হলে হাদিস সহি হওয়া জরুরি নয়, কারণ কম রাবির মধ্যে কেউ দুর্বল থাকতে পারে, আবার রাবির সংখ্যা অধিক হলে দ্বা‘ঈফ হওয়া জরুরি নয়, কারণ তাদের সবাই সেকাহ হতে পারে। অতএব রাবির সংখ্যা মূল বিষয় নয়, বরং রাবিদের গুণাগুণ মূল বিষয়।
উঁচু সনদ হাসিল করা সুন্নত :
ইমাম হাকেম প্রমুখ বলেছেন: “উঁচু সনদ হাসিল করা মোস্তাহাব। তিনি দলিল হিসেবে আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘ সূত্রে দিমাম ইব্ন সা‘লাবাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর ঘটনা সম্বলিত হাদিস পেশ করেছেন। দিমাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলেছিল: আপনার দূত আমাদের বলেছে, আল্লাহ আমাদের উপর দিন-রাতে 179

[illegible]

«يا تميم، حدث الناس بما حدثتني..»

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]: [illegible] [illegible] [illegible]

লক্ষণ”।

184

ইব্ন মা‘য়িন বলেন: “নিচু সনদ
চেহারায় খতের ন্যায়”।

185

জ্ঞাতব্য : সর্বাবস্থায় উঁচু সনদ অন্বেষণ করা প্রশংসনীয় নয়, উঁচু সনদ সহি হলে প্রশংসনীয়, নচেৎ দুর্বল ও মিথ্যাবাদী রাবির উঁচু সনদ অপেক্ষা সেকাহ রাবির নিচু সনদ অধিক উত্তম। ইমাম যাহাবি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: “যখন দেখ কোনো মুহাদ্দিস এ জাতীয় [দুর্বল] রাবিদের উঁচু সনদের কারণে খুশি হয়, মনে রেখ সে তখনো মূর্খ” ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ্ দুর্বলতা সত্যেও উঁচু সনদের প্রতি আগ্রহী ব্যক্তিদেরকে তিরস্কার করেছেন। ইয়াহইয়া মা ‘য়িন রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: “দুর্বল রাবির উঁচু সনদ অপেক্ষা সেকাহ রাবির নিচু সনদ অধিক উত্তম”। শু‘বা ও মি‘সআর বলেন: “নিশ্চয় [দুর্বল রাবির উঁচু সনদ বিশিষ্ট] এসব হাদিস তোমাদেরকে আল্লাহর যিকির ও সালাত থেকে বিরত রাখে, তবুও তোমরা বিরত হবে না”।

186

তাদের এসব বাণীর অর্থ মূর্খ মুহাদ্দিসদের নিন্দা করা, যারা দুর্বল রাবিদের উঁচু সনদ অন্বেষণ করে। দুর্বল সনদের জন্য দীর্ঘপথের সফর মূলত ব্যক্তিকে আল্লাহর যিকির ও সালাত থেকে বঞ্চিত করে, কারণ সফর

184 এসব বাণীর জন্য দেখুন: “আল-জামে” লিল খতিব: (১/১৮৪-১৮৯)
185

“আল-জামে” লিল খতিব: (১/১৮৫)
186 দেখুন আল-জাওয়াহিরুস সুলাইমানিয়্যাহ: (১৯৯-২০০)
182

[illegible]

[illegible]

لزا [illegible]

‘[illegible]

‘[illegible]’ [illegible]: “[illegible]

[illegible]:

[illegible]:

وَمَا أَضَـــــفْتَهُ إلىٰ	قَـوْلٍ وَفِعْـلٍ فَهْـوَ

[illegible]

185

موقوف
المال الموقوف
«إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ، فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ».

[illegible] [illegible] [illegible] [

“ ও ইব্ন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু চার বুরদ অর্থাৎ ষোল ফারসাখ দূরত্বে কসর ও ইফতার করতেন”। এক ফারসাখ= তিন মাইল, এক মাইল= চার হাজার হাত ইব্ন ওমর ও ইব্ন আব্বাস হাশেমিদের মাইল অনুসারে মক্কার রাস্তায় আট চল্লিশ মাইল দূরত্বে চার রাকাত সালাতকে দু’রাকাত কসর করতেন ও রমযানের সময় ইফতার করতেন।

189 এ জাতীয় আমল ইজতিহাদ বা
গবেষণার ফল নয়, তাই এগুলো হুকমান মারফূ‘। হুকমান মারফূ‘ সম্পর্কে মারফূ‘ হাদিসের আলোচনায় বিস্তারিত বলেছি।
লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ সাহাবির সমর্থন উল্লেখ করেননি। সাহাবির সমর্থন মাওকুফ কি- না মতভেদ আছে। খুব সম্ভব তার নিকট সাহাবির সমর্থন মাওকুফ নয়। কারণ কোনো কাজের প্রতি সাহাবির সমর্থন বা চুপ থাকা তার বৈধতা প্রমাণ করে না এবং সে কাজকে তার সাথে সম্পৃক্ত করা সঠিক নয়, তাই দলিল হিসেবে গ্রাহ্য নয়। কারণ সাহাবি একাধিক কারণে চুপ থাকতে পারে, যেমন:
ক. সাহাবি অন্যমনস্ক হতে পারেন, তাই তার সামনে কৃতকর্ম দলিল নয়।
খ. নিষেধ করার ক্ষমতা না থাকার কারণে কখনো সাহাবি চুপ থাকেন, যেমন হাজ্জাজ জুমার সালাতে বিলম্ব করলে আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু চুপ থাকেন, পরে তিনি বাতলে দেন।

باب في كم يقصر الصالة : বাব , খারিুব 189
188

গ. কোনো কর্মের হুকুম সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে সাহাবি কখনো চুপ থাকেন, অতএব তার চুপ থাকা দলিল নয়।
ঘ. কখনো অধিকতর ফিতনার আশঙ্কায় সাহাবি চুপ থাকেন, যেমন উসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হজের সময় মিনায় যখন চার রাকাত সালাত আদায় করেন, মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু চুপ থাকেন এবং বলেন: ‘ইখতিলাফ খারাপ জিনিস’।
ঙ. কখনো ইজতিহাদি বিষয় হওয়ার কারণে সাহাবি চুপ থাকেন, অথবা অপর কেউ নিষেধ করবেন হিসেবে চুপ থাকেন, অতএব তার চুপ থাকা সন্তুষ্টির প্রমাণ নয়।
এসব সম্ভাবনার কারণে সাহাবির সামনে সম্পাদিত কথা বা কর্মকে তার সাথে সম্পৃক্ত করা সমীচীন নয়। যদি জানা যায় তিনি চুপ থেকে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন, তাহলে তার সাথে তা সম্পৃক্ত করায় সমস্যা নেই। হাফেয হাজার রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: “... যদি নিষেধ না করার ওযর কিংবা চুপ থাকার কারণ না থাকে, তাহলে তার সামনে কৃতকর্ম মাওকুফের হুকুম রাখে”।

190

মাওক ু ফ ের উপকারিতা :
১. মাওকুফ হাদিসের সকল সনদ জমা করে মারফূ‘ হাদিসের ইল্লত জানা যায়।
২. মাওকুফ হাদিস কখনো হুকমান মারফূ‘ হয়।

190 আন-নুকাত: (১/৫১২)
189

৩. মাওকুফ শাহেদ হাদিসের ফলে দ্বা‘ঈফ মারফূ‘ হাদিস শক্তিশালী হয়। এ ক্ষেত্রে উভয়ের সনদ পৃথক হওয়া জরুরি।
৪. সাহাবিগণ আমাদের আদর্শ, তাদের কথা ও কর্ম অনুসরণ করে আমরা কুরআন ও সুন্নাহ বুঝি। কোনো বিষয়ে তাদের ইখতিলাফ জানা থাকলে অধিক বিশুদ্ধ মত গ্রহণ করব, ঐক্যমত্য থাকলে আমরা সেখান থেকে বের হব না। খতিব রাহিমাহুল্লাহ্ তাবে‘ঈদের সম্পর্কেও এরূপ মন্তব্য করেছেন, অতএব সাহাবিদের প্রসঙ্গে এ কথা অধিক যুক্তিযুক্ত।
৫. সাহাবির কথা আয়াত বা অপর সাহাবির কথা বিরোধী না হলে দলিল হিসেবে গণ্য। সালেহ কায়সান বলেন: “আমি ও যুহরি ইলম অন্বেষণের জন্য পরস্পর সাথী হয়েছি। শুরুতে আমরা শুধু হাদিস লিখতাম, তাই আমরা কেবল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত বিষয় সংগ্রহ করি। তিনি বলেন: অতঃপর যুহরি বলেন: আমরা সাহাবিদের থেকে বর্ণিত বিষয়ও লিখব, কারণ সেগুলো সুন্নত। তিনি বলেন: আমি বললাম না, সেগুলো সুন্নত নয়, সেগুলো লিখব না। তিনি বলেন: সে লিখেছে আমি লিখি নাই, তাই সে ধন্য হয়েছে, আর আমি বিস্মৃত হয়েছি”।

191

191 ই‘লামুল মুয়াক্কিয়িন: (১/৬৬)
190

জ্ঞাতব্য : সাহাবির কথা ও কাজ ব্যতীত কারো কথা ও কাজকে মাওকুফ বলা হয় না, তবে নির্দিষ্ট করে নিম্নরূপে বলা হয়:

وقفه فلان على الزهـري أو على الشـعبي، ونحوهمـا، أو موقوف على الزهري ونحوه.

অমুকে এ হাদিসকে যুহরি অথবা শা‘বির উপর করেছেন, অথবা হাদিসটি যুহরির উপর মাওকুফ ইত্যাদি।

মাওকুফ হাদিসের হুকুম :

কেউ বলেছেন : মাওকুফ কুরআন-সুন্নাহ কিংবা অপর সাহাবির কথা বিরোধী না হলে হুজ্জত ও দলিল। যদি মাওকুফের বিপক্ষে দলিল থাকে, তাহলে দলিল গ্রহণ করা হবে। যদি এক সাহাবির কথা অপর সাহাবির কথা বিরোধী হয়, তাহলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রাধান্য দিব।

কেউ বলেছেন : সাহাবির কথা দলিল নয়, কারণ সাহাবি মানুষ হিসেবে ইজতিহাদ ও গবেষণা করেন। ইজতিহাদ ভুল ও সঠিক উভয় হতে পারে।

কেউ বলেছেন : সাহাবিদের থেকে আবু বকর ও ওমরের কথা দলিল, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

" اقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ "

“তোমরা আমার পরে আবু বকর ও ওমরের অনুসরণ কর”।[192] অন্যত্র তিনি ইরশাদ করেন:

فَإِنْ يُطِيعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَرْشُدُوا

---

[192] হাকেম: (৪৩৯১), সুনানে কুবরা লিল বায়হাকি: (১৫২৫১)

191

“যদি তারা আবু বকর ও ওমরের অনুসরণ করে, তাহলে সঠিক পথ প্রাপ্ত হবে”।

193 অতএব তাদের
ব্যতীত অপর সাহাবিদের কথা দলিল নয়।
শায়খ উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: “আমার নিকট স্পষ্ট যে, সাহাবি যদি আহলে ইলম ও আহলে ফিকহ হয়, তাহলে তার কথা দলিল, নচেৎ নয়। কারণ কতক সাহাবি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শরীয়তের কিছু বিধান শিখে প্রস্থান করেন, তারা ফকিহ নন এবং আলেমও নন, তাই তাদের কথা দলিল নয়”।

194

193 মুসলিম: (১১০৫)
194 শারহুল মানযুমাহ আল-বাইকুনিয়াহ লি- উসাইমিন।
192

মুরসাল ও গরিব হাদিস

وَمُرْسَـــــلٌ مِنْـــــهُ		وَقُلْ غَـرِيبٌ مَا رَوَيْ

“আর মুরসাল: যার থেকে সাহাবি বাদ পড়েছে। আর বল গরিব: যা শুধু একজন রাবি বর্ণনা করেছে”। অত্র কবিতায় বর্ণিত ক্রমানুসারে হাদিসের ষোড়শ ও সপ্তদশ প্রকার মুরসাল ও গরিব।

مُرْسلٌ এর আভিধানিক অর্থ মুক্ত করা ও ছেড়ে দেওয়া, যেমন আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

﴿أَلَمۡ تَرَ أَنَّآ أَرۡسَلۡنَا ٱلشَّيَٰطِينَ عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ تَؤُزُّهُمۡ أَزّٗا ٨٣﴾ [مريم: ٨٣]

“তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, আমি কাফেরদের জন্য শয়তানদের ছেড়ে দিয়েছি; ওরা তাদেরকে বিশেষভাবে প্ররোচিত করে”?[195]

‘মুরসাল’ হাদিস বর্ণনাকারী সনদকে মুক্ত ছেড়ে দেন, নির্দিষ্ট কোনো সাহাবির সাথে সম্পৃক্ত করেন না, তাই এ প্রকারকে মুরসাল বলা হয়।[196]

‘মুরসালে’র পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: “যে সনদে সাহাবির উল্লেখ নেই তাই মুরসাল”। এ সংজ্ঞা সঠিক নয়, কারণ সাহাবির বাদ পড়া নিশ্চিত জানা গেলে কোনো সমস্যা নয়, যেহেতু সকল

---

[195] সূরা মারইয়াম: (৮৩)

[196] কেউ বলেন: আরবদের প্রবাদ فلان أرسل الناقة في المرعى ‘অমুক ব্যক্তি চারণভূমিতে উট ছেড়ে দিয়েছে’ থেকে তার নামকরণ করা হয়েছে, অথবা ناقة مِرسَال থেকেও তার উৎপত্তি হতে পারে, যার অর্থ ‘দ্রুতগামী উট’। মুরসাল হাদিসে রাবি সাহাবিকে ত্যাগ করে দ্রুত মতনের দিকে ছুটে যেতে চায়, তাই এ প্রকারকে মুরসাল বলা হয়।

193

সাহাবি ‘আদিল ও বিশ্বস্ত। তাই সাহাবির বাদ পড়া সমস্যা নয়, বরং সাহাবির সাথে কোনো তাবে ‘ঈর বাদ পড়া সমস্যা। কারণ তাবে ‘ঈ কখনো এক বা একাধিক তাবে ‘ঈ থেকে বর্ণনা করেন, যিনি বা যারা সাহাবি থেকে শ্রবণ করেছেন। তাই তাবে ‘ঈর বর্ণিত হাদিসে সাহাবি উল্লেখ না থাকার অর্থ সাহাবি বাদ পড়েছেন নিশ্চিত নয়, দুর্বল তাবে ‘ঈ বাদ পড়তে পারেন।

দ্বিতীয়ত লেখকের সংজ্ঞা প্রমাণ করে, সাহাবি ইরসাল করলে মুরসাল নয়, অথচ বিজ্ঞ আলেমগণ তাকেও মুরসাল বলেন। তাই শায়খ আব্দুস সাত্তার আবু গুদ্দাহ লেখকের সংজ্ঞা সংশোধন করে বলেন:

ومرسل من فوق تابع سـقط = وقل غـريب ما روى راو فقط

“আর মুরসাল: তাবে ‘ঈর উপর থেকে যার রাবি বাদ পড়েছে। আর বল গরিব: যা শুধু একজন রাবি বর্ণনা করেছে”। এ সংজ্ঞানুসারে কোনো প্রশ্ন থাকে না, সাহাবির সাথে তাবে ‘ঈ বাদ পড়ুক কিংবা সাহাবির সনদ থেকে সাহাবি বাদ পড়ুক, সকল প্রকার তার অন্তর্ভুক্ত।

অতএব নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সরাসরি তাবে ‘ঈর বর্ণিত হাদিস মুরসাল। হোক তা বাণী, কিংবা কর্ম কিংবা সমর্থন কিংবা কোনো বিশেষণ।

সাহাবির মুরসাল:

কোনো সাহাবি যদি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে না শুনে সরাসরি বর্ণনা করেন, কেউ বলেছেন তার হাদিস গ্রহণযোগ্য নয়,

194

তবে সাহাবির কারণে নয়, হতে পারে তিনি কোনো তাবে‘ঈ থেকে শ্রবণ করেছেন, যিনি অপর সাহাবি থেকে শ্রবণ করেছেন, যদিও তার দৃষ্টান্ত খুব কম।
ইব্ন হাজার রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: “এ জাতীয় হাদিসগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে, তাতে দেখা গেছে যে, কোনো সাহাবি আহকাম সংক্রান্ত কোনো হাদিস দুর্বল তাবে‘ঈ থেকে গ্রহণ করেননি”।

197

কেউ বলেছেন: সাহাবির মুরসাল গ্রহণযোগ্য, কারণ সাহাবির ইরসাল অপর সাহাবি থেকে হওয়াই স্বাভাবিক, তাবে‘ঈ থেকে তাদের ইরসাল করা সচরাচর নয়। তাই নির্দিষ্ট আলামত ব্যতীত বলা যাবে না সাহাবি কোনো তাবে‘ঈ থেকে ইরসাল বিশেষ করে ইব্ন হাজার যখন বলেছেন: আহকাম অধ্যায়ে দুর্বল তাবে‘ঈ থেকে কোনো সাহাবি হাদিস গ্রহণ করেননি।
জ্ঞাতব্য : যারা বুঝের বয়সে উপনীত হয়ে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শ্রবণ করেছেন, তাদের হাদিস গ্রহণযোগ্য। যারা শুধু তাকে দেখার সৌভাগ্যে সাহাবি, কিন্তু তাকে দেখার সময় ভালমন্দ জ্ঞানের অধিকারী ছিল না, অথবা তিনি যেসব শিশুদের দেখেছেন, তাদের বর্ণনা তাবে‘ঈদের মুরসাল হিসেবে গণ্য।
মুরসাল বর্ণনার কয়েকটি কারণ:

197 জাওয়াহিরুস সুলাইমানিয়াহ: (২১৯)
195

১. কখনো রাবি একাধিক মুহাদ্দিস থেকে হাদিস শ্রবণ করেন, যাদের আদালত ও দ্বাবত সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত, এরূপ অবস্থায় তিনি শায়খদের উপর নির্ভর করে মুরসাল বর্ণনা করেন। যেমন ইবরাহিম নাখ‘ঈ রহ. মাসউদ রা. থেকে এভাবে বর্ণনা করতেন।
২. কখনো রাবি নিজ শায়খের নাম ভুলে যান, কিন্তু হাদিস স্মরণ থাকে, ফলে তিনি মুরসাল বর্ণনা করেন।
৩. কখনো রাবি উপদেশ হিসেবে, বা বিতর্কের সময় বা ফতোয়ার ক্ষেত্রে বা ওয়াজের মজলিসে হাদিস বর্ণনা করেন, তাই সনদের প্রতি বিশেষ নজর দেন না, মতন স্পষ্ট বলেন, বিশেষ করে শ্রোতাদের সামনে বক্তার শায়খ নির্দিষ্ট থাকলে এরূপ করা হয়।
৪. কখনো দুর্বল রাবির কারণে মুরসাল বর্ণনা করা হয়।
৫. ক্ষতির আশঙ্কা কিংবা হাদিস গ্রহণ করা হবে না ভেবে মুরসাল বর্ণনা করা হয়।
৬. কখনো রাবির সন্দেহ হয় যে, হাদিসটি মুসনাদ না মুরসাল, এমতাবস্থায় মুসনাদ হলেও তিনি মুরসাল বলেন, যেমন ইমাম মালিক প্রমুখ থেকে এরূপ শ্রুতি রয়েছে।
৭. ইমাম মুসলিম বলেন: কখনো রাবি নিজের মধ্যে আগ্রহের অভাবে সনদবিহীন মতন উল্লেখ করেন, আবার যখন উদ্যমতা ফিরে পান শায়খকে স্পষ্ট বলে দেন।
মুরসাল হাদিসের হুকুম:

ইমাম মুসলিম রহ. বলেন: “আমাদের ও আহলে ইলমদের দৃষ্টিতে মুরসাল দলিল নয়”।

198

ইমাম শাফেয়ী

199 রহ. কয়েকটি শর্তে মুরসাল
গ্রহণ করেছেন, তন্মধ্যে কতক রাবি ও কতক মতনের সাথে সম্পৃক্ত। রাবির সাথে সম্পৃক্ত তিনটি শর্ত:
১. ইরসালকারী রাবির সেকাহ হওয়া।
২. রাবির বড় তাবে‘ঈ থেকে বর্ণনা করা।
৩. ইরসালকারী রাবির সেকাহ শায়খ থেকে গ্রহণ করা।
মতনের সাথে সম্পৃক্ত চারটি শর্ত:
১. মুরসাল মতন অপর কোনো সহি সনদে বর্ণিত হওয়া।
২. মুরসাল মতন অপর তাবে‘ঈ থেকে মুরসাল বর্ণিত হওয়া।
৩. মুরসাল মতনের স্বপক্ষে কোনো সাহাবির বাণী থাকা।
৪. সাধারণ আলেমের ফতোয়া মুরসাল মোতাবেক হওয়া।

গরিব হাদিস
লেখক এখানেও ধারাক্রম রক্ষা করেননি। গরিব খবরে ওয়াহেদের একপ্রকার, তাই খবরে ওয়াহেদের অপর দু’প্রকার আযিয ও মাশহূরের সাথে এ প্রকার উল্লেখ করা শ্রেয় ছিল, যেমন

198 ইমাম নববির ব্যাখ্যা সম্বলিত মুসলিম: (১/১৩২)
199 আর-রিসালাহ: (৪৬১-৪৭০), জাওয়াহিরুস সুলাইমানিয়া থেকে সংগৃহীত: (২২৩)
197

غَـريبٌ غربة

"بأنه الحديث الذي يتفرد به بعض الرواة، يوصف بالغريب، وكذلك الحديث الذي يتفرد فيه بعضهم بأمر لا يذكره فيه غيره، إما في متنه، وإما في إسناده" (مقدمة ابن الصلاح).

“গরিব সে হাদিসকে বলা হয়, কতক রাবি একলা যা বর্ণনা করেন, অনুরূপ কোনো রাবি যদি হাদিসের কোনো অংশ একলা বর্ণনা করেন যা কেউ বর্ণনা করেনি, হোক সনদের অংশ কিংবা মতনের অংশ সেটাও গরিব”।[200] এ থেকে স্পষ্ট যে, গরিব কখনো হাদিসের অংশ বিশেষ, কখনো সনদের অংশ বিশেষ হয়।

হাজার রাহিমাহুল্লাহ্ গরিবের সংজ্ঞায় বলেন:

"وهو: ما يتفرد بروايته شخص واحد، في أي موضع وقع التفرد به من السند"

“যে হাদিস একজন রাবি বর্ণনা করেন তাই গরিব, সনদের যে কোনো জায়গায় একজন রাবি থাকাই যথেষ্ট”।[201]

গরিব সাধারণত তিন প্রকার :

১. সনদ ও মতন উভয় গরিব, যেমন কোনো রাবির একলা বর্ণিত মতন।

২. সনদ গরিব কিন্তু মতন গরিব নয়, যেমন কোনো রাবি স্বীয় সনদে কোনো মতন বর্ণনা করলেন, তার সাথীদের কেউ যা বর্ণনা করেনি, তবে অপর সনদে তা বর্ণিত আছে। এখানে সনদ গবির, কিন্তু মতন গরিব নয়।

---

[200] ইব্ন সালাহ

[201] আন-নুযহাহ : (পৃ .৭০)

199

Д. Ніч була дуже холодна для цього часу, вітер дув
різко від моря, і Ґрейс Ґрінвуд, яка стояла на
ґанку, дивилася на темряву, що оточувала її. Вона
була: Ґрейс Ґрінвуд, Ґрейс Ґрінвуд, Ґрейс Ґрінвуд,
Ґрейс Ґрінвуд, Ґрейс Ґрінвуд, Ґрейс Ґрінвуд,
Ґрейс Ґрінвуд. Вона була Ґрейс Ґрінвуд[202]
Ґрейс Ґрінвуд була Ґрейс Ґрінвуд Ґрейс Ґрінвуд
Ґрейс Ґрінвуд і Ґрейс Ґрінвуд Ґрейс Ґрінвуд
Ґрейс Ґрінвуд Ґрейс Ґрінвуд Ґрейс Ґрінвуд, Ґрейс
Ґрейс Ґрейс Ґрейс, Ґрейс Ґрейс Ґрейс Ґрейс; Ґрейс
Ґрейс Ґрінвуд Ґрейс Ґрейс Ґрінвуд.

Ґрейс Ґрінвуд Ґрейс:

Д. Ґрейс, Д. Ґрейс і Д. Ґрейс‘ю Ґрінвуд Ґрейс
Ґрейс

Ґрінвуд Ґрейс Ґрейс Ґрінвуд Ґрінвуд Ґрейс
Ґрінвуд Ґрейс Ґрінвуд Ґрейс Ґрейс Ґрейс
Ґрінвуд Ґрейс Ґрейс: “Ґрінвуд Ґрейс Ґрейс, Ґрейс
Ґрінвуд Ґрейс Ґрейс Ґрінвуд Ґрейс, Ґрейс Ґрінвуд
Ґрейс Ґрінвуд Ґрейс”. Ґрінвуд Ґрейс Ґрейс: Ґрейс
Ґрейс Ґрінвуд Ґрейс Ґрейс Ґрейс, Ґрінвуд
Ґрінвуд Ґрінвуд Ґрінвуд Ґрейс Ґрейс”. Ґрейс
Ґрейс Ґрінвуд Ґрейс: “Ґрейс Ґрейс Ґрейс
Ґрінвуд Ґрейс Ґрейс, Ґрейс Ґрейс Ґрінвуд, Ґрейс
Ґрінвуд Ґрінвуд Ґрейс Ґрінвуд”.

[202] Ґрінвуд Ґрейс Ґрінвуд Ґрінвуд Ґрінвуд, Ґрейс Ґрінвуд і Ґрінвуд Ґрінвуд

তিনি আরো বলেন : “সবচেয়ে খারাপ ইলম গরিব , তার উপর আমল ও ভরসা করা যায় না”।

ও ফার্দের পার্থক্য :

ইব্ন হাজার বলেন : “ ও ফার্দ আভিধানিক ও পারিভাষিক দিক থেকে একে অপরের সামর্থবোধক , তবে অধিক ব্যবহার ও কম ব্যবহারের বিবেচনায় পার্থক্য রয়েছে ফার্দের ব্যবহার অধিকাংশ ফার্দে মুতলাকের উপর হয়। আর গুরবতের ব্যবহার অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিসবির উপর হয় , তবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটির জায়গায় অপরটি ব্যবহার হয় ”।[203]

হাদিসুল গরিব ও গরিবুল হাদিস :

হাদিস শাস্ত্রের দু ’টি পরিভাষা : ‘আল-হাদিসুল গারিব ” ও ‘গারিবুল □□□□□□’। الحديث الغريب। যার আলোচনা আমরা এ যাবৎ করলাম। আর غريب الحديث অর্থ হাদিসের মতনে বিদ্যমান দুর্বোধ্য শব্দ। গরিবের ন্যায় অপরিচিত হওয়ার কারণে অভিধান ব্যতীত যার অর্থ জানা যায় না। ‘গারিবুল হাদিসে ’র উপর লিখিত কয়েকটি গ্রন্থ :

১. গারিবুল হাদিস , লিল হারাওয়ী।
২. গারিবুল হাদিস , লিল-হারবি।
৩. নিহায়াহ , ইব্ন আসির।

---

[203] আন-নুযহাহ : (পৃ .৮১)

201

মুনকাতি ‘ হাদিস

وَكُلُّ مَا لَمْ يَتَّصِلْ		إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعُ [204]

“আর প্রত্যেক হাদিস , যার সনদ কোনো অবস্থায় মুত্তাসিল হয় না , তাই মুনকাতি ‘”। এ কবিতায় বর্ণিত ক্রমানুসারে হাদিসের অষ্টাদশ প্রকার মুনকাতি ‘। হাদিসের এ প্রকারের সম্পর্ক সনদের সাথে।

مُنْقَطِعُ এর আভিধানিক অর্থ : কর্তিত ও বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন অংশ , যেমন বলা হয় : العضو المنقطع عن الجسد ‘শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন অঙ্গ ’। ইনকিতা ‘র কারণে সনদের দু ’প্রান্তে ছেদ ঘটে , এক অংশ থেকে অপর অংশ বিচ্ছিন্ন হয় , তাই ইনকিতা ‘ বিশিষ্ট সনদকে মুনকাতি ‘ বলা হয়।

‘মুনকাতি ‘’র পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে লেখক বলেন: ‘আর যে সকল হাদিসের সনদ কোনো অবস্থাতে মুত্তাসিল হয় না তাই মুনকাতি ‘’। সনদে বিভিন্ন প্রকার ছেদ বা ইনকেতা ঘটে , তবে বিশেষ প্রকার ছেদকে পরিভাষায় ইনকিতা ‘ বলা হয় , অন্যান্য ইনকিতার বিভিন্ন নাম রয়েছে। একটি হাদিসকে সামনে রেখে আমরা বিভিন্ন প্রকার ‘ইনকিতা ’র অনুশীলন করি :

قال الإمام البخاري- رحمه الله- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُعْفِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، خَتَنِ

---

[204] وصل এর বহুবচন أوصال অর্থ শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। مُنْقَطِعُ الأوصَالِ অর্থ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিচ্ছিন্নতা। সনদ থেকে রাবির বাদ পড়ার ছিন্নতাকে লেখক শরীরের অঙ্গ - প্রত্যঙ্গের ছিন্নতার সাথে উপমা দিয়েছেন।

202

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخِي جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، قَالَ: «مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا، وَلَا دِينَارًا، وَلَا عَبْدًا، وَلَا أَمَةً، وَلَا شَيْئًا إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ، وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً»

[illegible]

[205] [illegible]

আল্লাহ তাকে বাতলে দিতেন। আর আমাদের সিদ্ধান্ত ধারণা ও চেষ্টা করা ”।[206]

ইমাম মুনযিরি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন : “এ হাদিস মুনকাতি ‘, ইব্ন শিহাব যুহরি রহ . ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর সাক্ষাত পাননি , তাই সনদ মুত্তাসিল নয় ”।

দু ’জন রাবির ইনকিতা ‘র উদাহরণ:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ، عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «اسْتُكْرِهَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَرَأَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدَّ، وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا»

“… … রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক নারীকে জোরপূর্বক (ব্যভিচারে) বাধ্য করা হয়েছিল , ফলে তিনি তার থেকে শাস্তি অপসারণ করেন। আর যে তাকে স্পর্শ করেছিল তার উপর তিনি হদ /শাস্তি কায়েম করেন। তিনি তার জন্য মোহর ধার্য করে ছিলেন এটা উল্লেখ করা হয়নি ”। ইমাম তিরমিযি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন : ইমাম বুখারি বলেছেন : ইব্ন আরত্বা আব্দুল জাব্বার ইব্ন ওয়ায়েল থেকে শ্রবণ করেননি। আব্দুল জাব্বার তার পিতা থেকে শ্রবণ করেনি , তার পিতার মৃত্যুর পর সে জন্ম গ্রহণ করেছে।[207]

মুনকাতি ‘ হাদিসের হুকুম :

---

[206] আবু দাউদ: (৩১১৫),

[207] ‘ইলালুল কাবির : (২/৬১৮), হাদিস নং (৬৫০)

206

ইমাম যুহলি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: “মুত্তাসিল হাদিস ব্যতীত মুনকাতি‘ দ্বারা দলিল দেওয়া বৈধ নয়”।

208 ইমাম মুসলিম
রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: “আমাদের ও আহলে ইলমের নিকট মুরসাল দলিল নয়”। এখানে মুরসাল দ্বারা উদ্দেশ্য ছেদ বিশিষ্ট সনদের হাদিস, পারিভাষিক অর্থে মুরসাল উদ্দেশ্য নয়।

209

ইমাম বায়হাকি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: “মুনকাতি‘ হাদিস কোনো দলিল নয়”।

210 কারণ
অনুল্লেখ ব্যক্তির হালত অজ্ঞাত।
মুরসাল ও মুনকাতি‘ র পার্থক্য :
১. ইনকিতা‘র বিবেচনায় মুরসাল ও মুনকাতি‘ উভয় সমান, তবে ইনকিতা‘ সনদের শেষে হলে মুরসাল, আর মাঝে হলে মুনকাতি‘।
২. একদল আলেম মুরসালকে দলিল মানেন, পক্ষান্তরে মুনকাতি‘ কারো নিকট দলিল নয়।
৩. সকল মুনকাতি‘কে শাহেদ হিসেবে পেশ করা যায় না, তবে মুরসালকে শাহেদ হিসেবে পেশ করা যায়।
৪. একসময় মুরসাল হাদিসের প্রচলন ছিল, মুহাদ্দিসগণ সেকাহ রাবিও বাদ দিতেন। পক্ষান্তরে কাউকে উল্লেখ করে কাউকে ত্যাগ করা অনুল্লেখ রাবির দুর্বলতা প্রমাণ করে, তাই মুনকাতি‘ হাদিসের প্রচলন কখনো ঘটেনি।
৫. মুনকাতি‘ মুরসাল থেকে অধিক দুর্বল, আর আহলে ইলম মুরসালকে দলিল হিসেবে গ্রহণ

208 কিফায়াহ: (পৃ.৫৬)
209 আল-জাওয়াহির: (২৪৪)
210 সুনানুল কুবরা: (৮/৯৮)
207

করেননি। দ্বিতীয়ত মুনকাতি‘ হাদিসে অনুল্লেখ রাবির মিথ্যা বলার সম্ভাবনা অধিক, কারণ সে উত্তম যুগের নয়। পক্ষান্তরে মুরসাল হাদিসে অনুল্লেখ রাবি উত্তম যুগের, যখন মিথ্যার প্রসার ঘটেনি, তাই তার মিথ্যা বলার সম্ভাবনা কম।

মু‘আল্লাক হাদিস
معلق এর আভিধানিক অর্থ ঝুলন্ত। কোনো বস্তু উপর থেকে ঝুলে নিচ থেকে মাটি স্পর্শ না করলে ‘মু‘আল্লাক’ বলা হয়।
‘আল্লাকের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে হাফেয ইব্ন হাজার রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: “সনদের শুরু থেকে এক বা একাধিক রাবিকে অনুল্লেখ করা হলে মু‘আল্লাক বলা হয়, সকল রাবি অনুল্লেখ থাকলেও মু‘আল্লাক”।
অতএব লেখকের দিক থেকে যদি একজন রাবিকে অনুল্লেখ করা হয়, যিনি লেখকের শায়খ, অথবা দু’জন রাবি যেমন শায়খ ও শায়খের শায়খ, অথবা তিনজন অথবা সকল রাবিকে অনুল্লেখ করে বলা হয়: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করা হয়, তবুও মু‘আল্লাক। শায়খকে অনুল্লেখ করার উদাহরণ: ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন

211:

211 মালিক বলেছেন: ইব্ন আসলাম আমাকে বলেছেন, ইব্ন ইয়াসার তাকে বলেছেন, আবু সাঈদ খুদরি বলেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন: 208

قَالَ مَالِكٌ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَفَهَا، وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا، إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا»

[illegible]

[illegible] ‘[illegible]’ [illegible] [illegible] [illegible][212]:

بَابُ مَا جَاءَ فِي غَسْلِ الْبَوْلِ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَاحِبِ الْقَبْرِ: «كَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ سِوَى بَوْلِ النَّاسِ».

[illegible]

[illegible]: [illegible]

‘[illegible] [illegible] [illegible] [

বর্ণনা করেছেন, একটি হাদিস ব্যতীত। অতএব মুসলিমের মুকাদ্দামাহ ব্যতীত কোথাও মু‘আল্লাক নেই।

211

[illegible]

وَالْمُعْصَـلُ السَّـاقِطَ	وَمَا أَتَى مُدَلَّسًـــا
الأَوَّلُ الإِسْـــقَاطُ	يَنْقُـلَ عَمَّنْ فَوْقَـهُ
وَالثَّانِ لا يُسْـــقِطُهُ	أَوْصَـافُهُ بِمَا بِـهِ لا

“[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

حَدَّثَنِي مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ»

[illegible]

[213] [illegible]

জায়গায় তিনি মুত্তাসিল বর্ণনা করেছেন , যেমন:

... ... عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة

এ সনদে মালিক ও আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর মধ্যবর্তী মুহাম্মদ ও তার পিতা ‘আজলান রয়েছেন। এ থেকে আমরা নিশ্চিত হলাম যে, উক্ত হাদিস থেকে দু ’জন রাবি বাদ পড়েছেন।

মু ‘দ্বালে র হুকুম :

মু ‘দ্বাল শাহেদ ও মুতাবে ‘ হওয়ার উপযুক্ত নয়।

মুদাল্লাস হাদিস

مدلس শব্দটি تدليس থেকে গৃহীত , যার ধাতু دُلسة অর্থ অন্ধকার। ‘তাদলিস ’ শব্দটি মূলত ব্যবহার হয় কেনাকাটায়। ক্রেতাদের বিভ্রাটে ফেলার জন্য পশু মোটা -তাজা করাকে তাদলিস বলা হয়। অনুরূপ গাভীর স্তনে দুধ জমা করে বিক্রির জন্য প্রস্তুত করাও তাদলিস , কারণ তার দ্বারা ক্রেতাকে ধোঁকা দেওয়া হয়।

তাদলিস দু ’প্রকার :

১. তাদলিসুল ইসনাদ ও ২ . তাদলিসুস শুয়ুখ। কেউ তাদলিসকে তিনভাগে ভাগ করেছেন , তৃতীয় প্রকার -৩. তাদলিসুত তাসওয়িয়াহ। নিম্নে সংজ্ঞাসহ প্রত্যেক প্রকার প্রদত্ত হল :

১. تدليس الإسناد ‘তাদলিসুল ইসনাদ ’ প্রসঙ্গে লেখক বলেন: নিজ শায়খকে বাদ দিয়ে পরবর্তী শায়খ থেকে عن বা أن শব্দ দ্বারা বর্ণনা

214

করা, যেন সনদ মুত্তাসিল বুঝা যায়, যেমন বলা : حـدثنا فلان عن فلان كـذا অথবা বলা : حـدثنا فلان أنَّ فلانا قـال كـذا এখানে أنَّ তাশদীদ যুক্ত, লেখক কবিতার অন্ত্যমিলের জন্য أن সাকিন যুক্ত উল্লেখ করেছেন।

‘তাদলিসুল ইসনাদ’ প্রসঙ্গে খতিব, সালাহ, নববি, কাসির, মুলাক্কিন ও ইরাকি প্রমুখ বলেন: ‘শায়খ থেকে অশ্রুত হাদিস রাবির এমনভাবে বর্ণনা করা যে, শ্রোতাগণ মনে করেন তিনি এ হাদিসও শায়খ থেকে শ্রবণ করেছেন’। অথবা ‘রাবি সমকালীন কোনো মুহাদ্দিস থেকে এমনভাবে হাদিস বর্ণনা করবেন, যার সাথে তার সাক্ষাত হয়নি, যেন শ্রোতাগণ মনে করেন তিনি তার থেকে হাদিস গ্রহণ করেছেন’।[214]

সুলাইমানি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: “আলেমগণ মুদাল্লিসদের নির্দিষ্ট করে ফেলেছেন, তাই এ নিয়ে অধিক ঘাটাঘাটি করা ফলদায়ক নয়, তবে এখনো কতক মুদাল্লিসকে জানা সম্ভব, যাদেরকে তারা মুদাল্লিসদের কাতারে শামিল করেননি, কারণ তাদের তাদলিস খুব কম। আল্লাহ ভালো জানেন”।[215]

২. تدليس الشيوخ ‘তাদলিসুশ শুয়ুখ’ প্রসঙ্গে লেখক বলেন: “রাবি নিজ শায়খকে উহ্য করবে না ঠিক, তবে তার অপরিচিত গুণ বর্ণনা করবে, যা তাকে চিহ্নিত করবে না”। অর্থাৎ মুদাল্লিস শায়খকে উল্লেখ না করে তার উপাধি, গুণাগুণ, পদবী বা উপনাম উল্লেখ করবে, যার ফলে

---

[214] আল-জাওয়াহির : (পৃ .২৫৮)

[215] আল-জাওয়াহির : (পৃ .২৬০)

215

কম”।

216 সুলাইমানি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: “এখানে কম দ্বারা উদ্দেশ্য তাদলিসুল ইসনাদ ও তাদলিসুস শুয়ূখ অপেক্ষা কম, কিন্তু যারা এতে লিপ্ত হয়েছে তাদের সংখ্যা কম নয়। আমার নিকট তাদের সংখ্যা (১৯) পর্যন্ত রয়েছে।

217

তাদলিস করার কারণ:
তাদলিস করে রাবি কখনো নিজেকে গোপন করতে চান, যেন কেউ না বলে তিনি অমুক শায়খ থেকে হাদিস গ্রহণ করেছেন। কখনো রাজনৈতিক কারণে তাদলিস করা হয়। কখনো শাসক বা কারো থেকে রাবি নিজের উপর ক্ষতির আশঙ্কা করে তাদলিস করেন। কখনো শায়খের স্মরণ শক্তি কম, বা দীনদারী কম বা তার চেয়ে মর্যাদায় ছোট ইত্যাদি করণে রাবি তাদলিস করেন।
শায়খকে উল্লেখ না করার কারণ অনেক, তবে আদিল না হওয়ার কারণে শায়খকে বাদ দেওয়া সবচেয়ে খারাপ। এ জাতীয় তাদলিস হারাম, কারণ হতে পারে হাদিসটি বাদ পড়া রাবির মিথ্যা রচনা। অতএব মুদাল্লিস সেকাহ হলেও তার হাদিস গ্রহণযোগ্য নয়, যতক্ষণ না সে শায়খ থেকে শোনার কথা স্পষ্ট বলে।
তাদলিসের বিধান:
তাদলিস করা হারাম, কারণ তাদলিস একপ্রকার ধোঁকা। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

216 আল-জাওয়াহির: (পৃ.২৭৫) গ্রন্থে উদ্ধৃত ‘জামে‘উত তাহসিল’: (১১৭-১১৮) গ্রন্থের বাক্যের সংক্ষিপ্তসার।
217 আল-জাওয়াহির: (পৃ.২৭৫)
217

َّا«.

يْ َس ِمن

َّش فَلَ

» َم ْن غَ
“যে ধোঁকা দিল, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়”।

218 নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা বৃষ্টির পানিতে ক্ষতিগ্রস্ত পণ্যের দোষ গোপনকারীকে বলেছেন, তাহলে হাদিসের সনদের দোষ গোপনকারীর পরিণতি আরো জঘন্য হবে সন্দেহ নেই। তবুও অনেক তাবে‘ঈ ও পরবর্তী মনীষীগণ কিছু কারণে তাদলিস করতেন, যার পশ্চাতে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিথ্যা সম্পৃক্ত করার দুঃসাহস কিংবা মানুষকে ধোঁকা দেওয়া ছিল না, বরং ভালো উদ্দেশ্যে ছিল। এ কারণেও আমরা তাদেরকে দায় মুক্ত বলতে পারি না। আমরা বলব: তারা মুজতাহিদ ছিলেন, তারা তাদের ইজতিহাদের সওয়াব পাবেন, কিন্তু তারা যদি প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করে দিতেন, তাহলে অনেক ভালো ছিল ও সুন্দর হত সন্দেহ নেই।

218 তিরমিযি: (১২৩২)
218

[illegible]

وَمَا يُخَالِفْ ثِقَةٌ فِيْـهِ	فَالشَّاذُ وَالْمَقْلُوْبُ
إِبْـدَالُ رَاوٍ مَا بِـرَاوٍ	وَقَلْبُ إِسْـنَادٍ لِمَتْنٍ

“[illegible] [illegible] [illegible] [

বিপরীত مَلأ শব্দ ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ কওমের নেতৃবৃন্দ ও প্রধান ব্যক্তিবর্গ, যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ قَالَ ٱلۡمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ مِن قَوۡمِهِۦ لَنُخۡرِجَنَّكَ يَٰشُعَيۡبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرۡيَتِنَآ أَوۡ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَاۚ قَالَ أَوَلَوۡ كُنَّا كَٰرِهِينَ ٨٨ ﴾ [الاعراف: ٨٧]

"তার কওম থেকে যে নেতৃবৃন্দ অহংকার করেছিল তারা বলল, 'হে শু'আইব, আমরা তোমাকে ও তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে অবশ্যই আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে'। সে বলল, 'যদিও আমরা তা অপছন্দ করি তবুও?"[220]

হাদিস শাস্ত্রে مَلأ বা প্রধান ব্যক্তিবর্গ হলেন অধিক সেকাহ রাবিগণ, যাদের আদালত ও দ্বাবত সবার নিকট স্বীকৃত। তাদের একজনকেও مَلأ বলা হয়, কারণ তার আদালত, স্মৃতি শক্তি ও যথাযথ হাদিস সংরক্ষণ করা, তার নিম্নপর্যায়ের একাধিক রাবির আদালত, স্মৃতি শক্তি ও যথাযথ হাদিস সংরক্ষণ করা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ও অধিক নির্ভুল। এ জন্য একলা ইবরাহিম 'আলাইহিস সালামকে উম্মত বলা হয়েছে, অথচ উম্মত অর্থ একটি জাতি। ইরশাদ হচ্ছে:

﴿ إِنَّ إِبۡرَٰهِيمَ كَانَ أُمَّةٗ قَانِتٗا لِّلَّهِ حَنِيفٗا وَلَمۡ يَكُ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ١٢٠ ﴾ [النحل: ١٢٠]

---

[220] [সূরা আরাফ: (৮৮)]

220

“নিশ্চয় ইবরাহীম ছিলেন এক উম্মত , আল্লাহর একান্ত অনুগত ও একনিষ্ঠ। তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না ”।[221] অতএব সেকাহ রাবি অপেক্ষাকৃত কম সেকাহ রাবির বিবেচনায় ملأ বা জামাত। লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ এখানে একশব্দ দ্বারা শাযের দু ’প্রকারকে নির্দেশ করে যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন। সেকাহ রাবি যদি অধিক সেকাহ বা একাধিক সেকাহ রাবির বিরোধিতা করে , তাহলে তার বর্ণিত হাদিস শায।

ইব্‌ন হাজার রাহিমাহুল্লাহ্ শাযের সংজ্ঞায় বলেন :

"مخالفة المقبول لمن هو أولى منه" (النزهة:صـ98)

“মাকবুল রাবির তার চেয়ে উত্তম রাবির বিরোধিতা করা শায ”।[222] এখানে মাকবুল দ্বারা উদ্দেশ্য সহি ও হাসান হাদিসের রাবি , আর উত্তম দ্বারা উদ্দেশ্য এক বা একাধিক সেকাহ রাবি। অর্থাৎ মাকবুল রাবি একাধিক মাকবুল কিংবা অধিক সেকাহ রাবির বিরোধিতা করলে তার হাদিস শায।

বিরোধিতা দ্বারা উদ্দেশ্য :

মানযুমার ব্যাখ্যাকার সুলাইমানি রহ . বলেন: “বিরোধিতার অর্থ শব্দের বৃদ্ধি , যাতে অতিরিক্ত অর্থ রয়েছে। মকবুল রাবির হাদিসে যদি সেকাহ রাবির তুলনায় অতিরিক্ত শব্দ

---

[221] [সূরা নাহাল : (১২৭)]

[222] আন-নুযহাহ : (পৃ .৯৮)

221

[illegible]

[illegible]: [illegible] [illegible] [illegible]

এ হাদিসে ইমাম মুসলিম উস্তাদ আলি ইব্ন হুজর আসসা‘য়েদি ; উস্তাদ আলি ইব্ন মুসহির ; তার উস্তাদ আ ‘মাশ; তার উস্তাদ আবু রাযিন ও আবু সালেহ ; তার উস্তাদ সাহাবি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

«إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيُرِقْهُ، ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ»

“যখন তোমাদের কারো পাত্র কুকুর চাটে , সে যেন তাতে যা আছে তা ঢেলে ফেলে দেয় , অতঃপর সাতবার তা ধুয়ে নেয় ”। এ হাদিসের অপর সনদে মুসলিমের উস্তাদ : ইব্ন সাব্বাহ ; তার উস্তাদ ইব্ন যাকারিয়্যা ; তার উস্তাদ আ ‘মাশ; অতঃপর সনদ পূর্ববৎ , আ ‘মাশ থেকে ইসমাইল ইব্ন যাকারিয়্যা فَلْيُرِقْهُ শব্দ বলেননি।[224]

‘আ‘মাশে ’র দু ’জন ছাত্র : ইব্ন মুসহির ও ইসমাইল যাকারিয়্যা। তাদের থেকে সনদ দু ’ভাগ হয়েছে। মুসলিম বলেন : দু ’জনের সনদ ও হাদিস হুবহু এক , তবে ইসমাইল فَلْيُرِقْهُ শব্দ বৃদ্ধি করেননি, আলি ইব্ন মুসহির বৃদ্ধি করেছেন। উভয়ের হাদিসে পার্থক্য শুধু এখানেই।

আলি ও ইসমাইল উভয়ে সমপর্যায়ের রাবি , তবে ইসমাইলের অনেক মুতাবে ‘ ও অনুসারী হাদিস রয়েছে , আলি ইব্ন মুসহিরের পক্ষে নেই , স্বয়ং মুসলিম ইসমাইলের স্বপক্ষে তিনটি

---

[224] মুসলিম : (২৭৯)

223

মুতাবে ‘ উল্লেখ করেছেন , যেগুলোয় فَلْيُرِقْـهُ শব্দের বৃদ্ধি নেই , যথা :

حَـدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَـالَ: قَـرَأْتُ عَلَى مَالِـكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ»

“তোমাদের কারো পাত্রে যখন কুকুর পান করে , সে যেন তা সাতবার ধৌত করে ”।[225]

দ্বিতীয় মুতাবি ‘:

وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْـمَاعِيل بْنُ إِبْـرَاهِيمَ، عَنْ هِشَــــام بْنِ حَسَّـــانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِــــيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ صَـلَّى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: «طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، إِذَا وَلَغَ فِيـهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِـلَهُ سَـبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ»

“তোমাদের কারো পাত্রে যখন কুকুর চাটে , তার পবিত্রতা হচ্ছে পাত্রটিকে সাতবার ধোয়া , প্রথমবার মাটি দ্বারা ”।[226]

তৃতীয় মুতাবি ‘:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْـدُ الـرَّزَّاقِ، حَـدَّثَنَا مَعْمَـرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَـالَ: هَـذَا مَا حَـدَّثَنَا أَبُو هُرَيْـرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَـذَكَرَ أَحَـادِيثَ مِنْهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: «طَهُـورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ»

“তোমাদের কারো পাত্রের পবিত্রতা , যখন কুকুর তাতে চাটে , পাত্রটিকে সাতবার ধোয়া ”।[227]

---

[225] মুসলিম : (২৮০)

[226] মুসলিম : (২৮১)

[227] মুসলিম : (২৮২)

224

চতুর্থ মুতাবি‘: ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ্ বর্ণনা করেন:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا»

“যখন কুকুর তোমাদের কারো পাত্রে পান করে, সে যেন তা সাতবার ধৌত করে”।[228]

ইসমাইল ইব্‌ন যাকারিয়্যার অনুসারী চারটি মুতাবে‘ বা অনুসারী হাদিস দেখলাম, কেউ আলি মুসহিরের ন্যায় فَلْيُرِقْهُ শব্দের বৃদ্ধি করেননি।

ইব্‌ন হাজার বলেন: “ইমাম নাসায়ি বলেন: আমাদের জানা মতে এ হাদিসে فَلْيُرِقْهُ শব্দ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ইব্‌ন মুসহিরের কোনো মুতাবে‘ বা অনুসারী হাদিস নেই। হামযাহ আল-কিনানি বলেন: ‘ইব্‌ন মুসহিরের হাদিস মাহফুয নয় [অর্থাৎ শায], আব্দুল বার রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: ‘আ‘মাশে’র হাফেয ছাত্র শু‘বা ও আবু মু‘আবিয়া এ শব্দ বৃদ্ধি করেননি। মানদাহ বলেন: ইব্‌ন মুসহির ব্যতীত কোনো সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ শব্দের বৃদ্ধি জানা যায়নি”।[229]

ইব্‌ন হাজার রাহিমাহুল্লাহু থেকে জানলাম যে, আলি ইব্‌ন মুসহিরের বৃদ্ধিকে শায বলেছেন, অথচ উভয় বর্ণনায় কোনো বৈপরীত্য

---

[228] বুখারি: (১৭২)

[229] ফাতহুল বারি: (৩০১), জাওয়াহিরি থেকে নেয়া।

225

‘আইয়াশ; উস্তাদ শু ‘আইব ইব্‌ন আবু হামযাহ; উস্তাদ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুনকাদির; তার উস্তাদ জাবের ইব্‌ন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে কেউ আযান শ্রবণ করার পর বলল:

«اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ»

কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ তার জন্য অবধারিত হয়ে গেল”।[230]

قال الإمام الترمذي -رحمه الله- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ الْبَغْدَادِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِلَّا حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

এ সনদে দেখছি ইমাম তিরমিযির উস্তাদ দু’জন: ইব্‌ন আসকার বাগদাদি ও ইবরাহিম ইব্‌ন ইয়া ‘কুব;[231] অতঃপর সাহাবি পর্যন্ত ইমাম বুখারি ও তার সনদ পূর্ববৎ। ইমাম তিরমিযি (মৃ.২৫৬হি.) ও ইমাম বুখারি (মৃ.২৫৬হি.) উভয়ে

---

[230] বুখারি: (৬১৪), দো‘আর অর্থ: ‘হে আল্লাহ, এ পরিপূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত সালাতের প্রভু, আপনি মুহাম্মদকে উসিলা ও ফযিলত দান করুন এবং তাকে প্রশংসিত স্থানে অধিষ্ঠিত করুন, যার ওয়াদা আপনি করেছেন’।

[231] তিরমিযি: (২১১)

227

[illegible]

قال الإمام أبو داود -رحمه الله- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، إِلَّا حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» [illegible] (.....) [illegible] (.....);[232] [illegible]

قال الإمام النسائي -رحمه الله- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قال: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قال: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ، إِلَّا حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» [illegible];[233] [illegible]

---

[232] [illegible]: ([illegible])

[233] [illegible]: ([illegible]), [illegible] [illegible] ([illegible]) [illegible] ([illegible])

দাউদ ও নাসায়ির সনদ পূর্ববৎ।

قال الإمام ابن ماجة -رحمه الله- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَالْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ الْأَلْهَانِيُّ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، إِلَّا حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

সনদে দেখছি ইব্ন মাজাহ রাহিমাহুল্লাহর উস্তাদ তিনজন : ইব্ন ইয়াহইয়া, ইব্ন ওয়ালিদ ও মুহাম্মদ ইব্ন আবুল হুসাইন;[234] তারপর থেকে বুখারি, তিরমিযি, আবু দাউদ, ও ইব্ন মাজার সনদ পূর্ববৎ। সবার সনদে ইব্ন আইয়াশ আছেন। ব্যতীত ইব্ন খুযাইমাহ, হিব্বান ও অনেক মুহাদ্দিস অভিন্নভাবে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।[235]

ইমাম বায়হাকি রাহিমাহুল্লাহ্ (মৃ .৪৫৮হি .) সুনানে সাগির গ্রন্থে তাদের সবার বিরোধিতা করে বর্ণনা করেন :

قال الإمام البيهقي -رحمه الله- في السنن الصغير- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْفَامِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا

---

[234] মাজাহ : (৭২২)

[235] খুযাইমাহ রহ . উস্তাদ মুসা ইব্ন সাহাল রামলি, তার উস্তাদ ইব্ন আইয়াশ। হিব্বান রহ . উস্তাদ ইব্ন খুযাইমাহ ‘ ; তার মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহইয়া, উস্তাদ আলি ইব্ন ‘আইইয়াশ। সহি খুযাইমাহ ‘ : (৪২১), ইব্ন হিব্বান : (১৭২৩)

229

مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، ثنا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي».

এ হাদিসে দো‘আর শেষে إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ অতিরিক্ত রয়েছে।[236] তার সনদেও আলি ইব্‌ন আইয়াশ আছেন, যার পর থেকে সবার সনদ পূর্ববৎ।

ইব্‌ন আইয়াশের ছাত্রগণ :

১. ইমাম বুখারি ;
২. সাহাল ইব্‌ন আসকার বাগদাদি ও ইব্‌ন _ ইয়াকুব , তাদের ছাত্র ইমাম তিরমিযি ;
৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাম্বল , তার ছাত্র ইমাম আবু দাউদ ;
৪. ইব্‌ন মানসুর , তার ছাত্র ইমাম নাসায়ি ;
৫. ইব্‌ন ইয়াহইয়া , ইব্‌ন ওয়ালিদ দিমাশকি ও ইব্‌ন আবুল হুসাইন , তাদের ছাত্র ইব্‌ন মাজাহ ;
৬. ইব্‌ন সাহাল রামলি , তার ছাত্র খুযাইমা হ ;
৭. ইব্‌ন ইয়াহইয়া , তার ছাত্র খুযাইমাহ , তার ছাত্র হিব্বান । তারা কেউ আযান পরবর্তী দো‘আয় إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ বৃদ্ধি বর্ণনা করেননি।

সবার বিরোধিতা করে ‘আলি ইব্‌ন ‘আইয়াশের অপর মুহাম্মদ ইব্‌ন ‘আউফ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ

---

[236] সুনানুস সাগির লিল বায়হাকি : (১/৪০৯), হাদিস নং : (১৭৫৯), সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকি : (১৪৮)

230

[illegible]

[illegible]

وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ [illegible]:

[illegible][237] (ص.[illegible].)

[illegible]:

قال الإمام ابن السني -رحمه الله- حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: «اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

[illegible] وَالْفَضِيلَةَ [illegible] وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ [illegible]

---

[237] ‘[illegible]’: [illegible]: (ص)

وَالدَّرَجَــةَ الرَّفِيعَــةَ

لَا يَرْقُـونَ

قال الإمام مسلم -رحمه الله- حَدَّثَنَا سَـعِيدُ بْنُ مَنْصُـورٍ، حَـدَّثَنَا هُشَـيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُصَـيْنُ بْنُ عَبْـدِ الـرَّحْمَنِ، قَـالَ: "كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْـرٍ، فَقَـالَ: ... ... وَلَكِنْ حَـدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ: « ... ... هُمُ الَّذِينَ لَا يَرْقُـونَ، وَلَا يَسْـتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ»

... ... ‘ “ ,
232

[illegible] [illegible] [illegible] [

এক ইব্‌ন আব্বাস (মৃ .৬৮হি .); এর ছাত্র সা ‘ঈদ জুবায়ের (মৃ .৯৫হি .); ছাত্র হুসাইন ইব্‌নে আব্দুর রহমান (মৃ .১৩৬হি .); তার ছাত্র দু ’জন: শু ‘বা (মৃ .১৬০হি .) ও হুশাইম (মৃ .১৮৩হি .) থেকে বুখারি ও মুসলিমের সনদ ভাগ হয়েছে। শু ‘বার রাওহু ইব্‌নু উবাদাহ (মৃ২০৫হি .), তার ছাত্র ইসহাক (মৃ২৫১হি .), তার ছাত্র ইমাম বুখারি (মৃ .২৫৬হি .)। আর হুশাইমের ছাত্র সা ‘ঈ ইব্‌ন মানসুর (মৃ .২২৭হি .); তার ছাত্র ইমাম মুসলিম (মৃ .২৬১হি .)।

হাদিসটি ইমাম বুখারি নিয়েছেন হুসাইনের ছাত্র শু ‘বা থেকে, ইমাম মুসলিম নিয়েছেন হুসাইনের ছাত্র হুশাইম থেকে। হুশাইমের হাদিসে لَا يَرْقُونَ রয়েছে, শু ‘বার হাদিসে যা নেই। যদিও উভয়ই সেকাহ[240], তবে হুশাইম অপেক্ষা শু ‘বা অধিক সেকাহ, তাই শু ‘বার হাদিস মাহফুয ও হুশাইমের বৃদ্ধি শায।

দ্বিতীয়ত শু ‘বার স্বপক্ষে শাহেদ ও মুতাবি ‘

---

[240] ‘শু ‘’ সম্পর্কে হাফেজ ইব্‌ন হাজার রাহিমাহুল্লাহ্‌ বলেন: “সেকাহ, হাফেযে হাদিস ও ইবাদত গুজার, ইরাকে সর্বপ্রথম তিনি রাবিদের ভালো-মন্দ যাচাই আরম্ভ করেন এবং সুন্নত থেকে মিথ্যা দূরীভূত করেন”। ‘হুশাইম’ সম্পর্কে তিনি বলেন: “সেকাহ, হাদিসের সুদৃঢ় ইমাম, অধিক তাদলিস ও সূক্ষ্ম ইরসালে অভ্যস্ত। তিনি হাদিসের ইমাম, তার আদালত সম্পর্কে সবাই একমত, তবে তার তাদলিস প্রসিদ্ধ ছিল। সকল ইমাম তাকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন”। দেখুন: তাহযিবুত তাহযীব, ইব্‌ন হাজার রহ.।

234

রয়েছে, যা হুশাইমের পক্ষে নেই।[241] অতএব হুশাইমের لَا يَرْقُونَ বৃদ্ধি গ্রহণযোগ্য নয়।

ইসলাম ইব্নে তাইমিয়াহ রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: لَا يَرْقُــــونَ বৃদ্ধি শায, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও জিবরীল 'আলাইহিস সালাম ঝাড়ফুঁক করেছেন, অতএব মতনের এ বাক্য হাদিস হতে পারে না।

আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু সূত্রে ইমাম বুখারি[242] বর্ণনা করেন:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ الْمِنْهَالِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ، وَيَقُولُ: إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ»

"নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ও হুসাইনকে ঝাড়-ফুঁক করতেন এবং বলতেন: নিশ্চয় তোমাদের পিতা ইবরাহিম নিম্নের বাক্যগুলো দ্বারা ইসমাইল ও ইসহাককে ঝাঁড়ফুক করতেন:

---

[241] অধিকন্তু ইমাম বুখারি রহ. ইব্ন আব্দুর রহমানের দু'জন ছাত্র: এবং মুহাম্মদ ইব্ন ফুদাইল সূত্রে এ হাদিস বর্ণনা করেছেন, তাতে **لَا يَرْقُــونَ** শব্দের বৃদ্ধি নেই। বুখারি: (৬৫৪১); অনুরূপ ইমাম মুসলিম সাহাবি ' ইব্ন হুসাইন থেকে এ হাদিস বর্ণনা করেছেন তাতে **لَا يَرْقُــونَ** শব্দের বৃদ্ধি নেই। অতএব শাহেদ ও মুতাবি' থাকার ফলে শু'বার হাদিস আরো শক্তিশালী। দেখুন: মুসলিম: (২২০) ও (২২১)

[242] বুখারি: (৩৩৭১)

235

«أَعُوذُ بِكَلِمَـاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُـلِّ شَـيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ»

জ্ঞাতব্য : অপরকে ঝাড়-ফুঁক করা ও অপরের নিকট তলব করা এক নয়। কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক ঝাঁড়-ফুককারী অপরকে উপকার করে, যা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়, কিন্তু ঝাড়-ফুঁক তলবকারী অপরের নিকট নিজের প্রয়োজন পেশ করে, যা বৈধ হলেও উঁচু পর্যায়ের তাওয়াক্কুল পরিপন্থী।

এ হাদিসে দু'টি দোষ: একটি সেকাহ রাবির বিরোধিতা অপরটি ইল্লত। হুশাইম لَا يَرْقُونَ শব্দ বৃদ্ধি করে তার চেয়ে অধিক সেকাহ রাবির বিরোধিতা করেছেন তাই তার হাদিস শায; দ্বিতীয়ত এ শব্দ প্রমাণ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও জিবরীলের কর্ম উঁচু পর্যায়ের তাওয়াক্কুল পরিপন্থী ছিল তাই হাদিসটি মু'আল্।

এক হাদিস অপর হাদিসের কারণে শায হয় :

শাযের জন্য এক হাদিস হওয়া জরুরি নয়, কখনো ভিন্ন দু'টি হাদিস একটির কারণে অপরটি শায হয়, যেমন:

قال الإمام أبو داود -رحمه الله- حَدَّثَنَا قُتَيْبَـةُ بْنُ سَـعِيدٍ، حَـدَّثَنَا عَبْـدُ الْعَزِيـزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَـالَ: قَـدِمَ عَبَّادُ بْنُ كَثِـيرٍ الْمَدِينَةَ، فَمَالَ إِلَى مَجْلِسِ الْعَلَاءِ فَأَخَذَ بِيَـدِهِ فَأَقَامَـهُ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا يُحَـدِّثُ عَنْ أَبِيـهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ، أَنَّ رَسُـولَ اللَّهِ صَـلَّى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ: «إِذَا انْتَصَـفَ شَعْبَانُ، فَلَا تَصُومُوا»

"... ... আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

236

ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন শাবানের অর্ধেক হয়, তোমরা সিয়াম রেখ না"।[243] আবু দাউদসহ অন্যান্য সুনান গ্রন্থকারগণ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। অনেকের নিকট হাদিসটি সহি, তাই তারা শাবানের শেষার্ধে সিয়াম রাখা মাকরুহ বলেন, তবে যার সিয়াম রাখার অভ্যাস আছে তার পক্ষে মাকরুহ নয়।

ইমাম আহমদ রাহিমাহুল্লাহ্ বলেছেন: "হাদিসটি শায, কারণ অন্যান্য সহি হাদিস তার পরিপন্থী, তাই সিয়াম রাখা মাকরুহ নয়"। তিনি বর্ণনা করেন :

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَقَدَّمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِصِيَامِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلًا كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ»

"তোমরা এক দিন অথবা দু'দিনের সিয়াম দ্বারা রমযানকে এগিয়ে এনো না, তবে যে পূর্ব থেকে সিয়াম রাখত, সে যেন তাতে সিয়াম রাখে"।[244]

---

[243] আবু দাউদ : (২৩৩৭) এ হাদিস অভিন্ন অর্থ ও ভিন্নভিন্ন শব্দে বর্ণনা করেছেন : ইমাম তিরমিযি, নাসায়ি, মাজাহ, আহমদ, হিব্বান, বায়হাকি, আব্দুর রাজ্জাক, আবি শায়বাহ ও ইমাম তাহাবি রহ. প্রমুখগণ। সবার সনদে ক্রমান্বয়ে শেষের তিনজন রাবি হলেন : 'আলা, আব্দুর রহমান ও সাহাবি আবু হুরায়রা রা.। অর্থাৎ আবু হুরায়রা রা. থেকে আব্দুর রহমান এবং তার থেকে তার ছেলে 'আলা বর্ণনা করেছে হাদিসটি। ইমাম নাসায়ি রহ. বলেন: "আমাদের জানা মতে 'আলা আব্দুর রহমান ব্যতীত কেউ এ হাদিস বর্ণনা করেনি"। সুনানুল কুবরা : (২৯২৩), ইমাম তিরমিযি রহ. বলেন: "এ হাদিস অন্য কোনো সনদে আমরা জানি না"। তিরমিযি : (৭৩৮)

[244] আহমদ: (৯৮২৮),

237

এ হাদিস অধিক সহি তাই মাহফুয, যা প্রমাণ করে রমযানের দু'দিন পূর্বে, তথা শাবানের শেষার্ধে সিয়াম রাখা বৈধ। হাদিস দু'টি আলাদা, তবু আহলে ইলম অধিকতর সহি হাদিসের কারণে অপেক্ষাকৃত কম সহি হাদিসকে শায বলেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, শাযের জন্য এক হাদিস হওয়া জরুরি নয়।

এ ছাড়া অন্যান্য সহি হাদিসও প্রমাণ করে শাবানের শেষার্ধে সিয়াম রাখা বৈধ, যেমন ইমাম বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেন:

«لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَـوْمٍ أَوْ يَـوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ»

"তোমাদের কেউ রমযানকে একদিন বা দু'দিনের সিয়াম দ্বারা এগিয়ে আনবে না, তবে যে নিজের সিয়াম পালন করত, সে যেন ঐ দিন সিয়াম রাখে"।[245]

এ হাদিস প্রমাণ করে সিয়ামে অভ্যস্ত ব্যক্তির জন্য শাবানের শেষার্ধে সিয়াম পালন করা বৈধ, যেমন কোনো ব্যক্তির অভ্যাস সোম ও বৃহস্পতিবার সিয়াম পালন করা, অথবা একদিন সিয়াম রাখা ও একদিন ইফতার করা, তার জন্য রমযানের এক-দু' দিন পূর্বে সিয়াম রাখা দোষণীয় নয়, যা يـوم الشك বা সন্দেহের দিন নামে পরিচিত। এ দিন ব্যতীত শাবানের শেষার্ধে কারো জন্য সিয়াম রাখা দোষণীয় নয়।

এখানে আমরা শায ও শাযের বিপরীত মাহফুয জানলাম। এ ছাড়া আরো প্রকার রয়েছে, লেখক যা

---

[245] বুখারি: (১৯১৪), মুসলিম: (১০৮২)

238

উল্লেখ করেননি, যেমন সেকাহ রাবির বিরোধিতাকারী যদি দুর্বল হয়, তখন তার হাদিসকে মুনকার বলা হয়। মুনকার শাযের চেয়েও খারাপ, কারণ সে দুর্বল হয়েও সবলের বিরোধিতা করেছে। মুনকারের বিপরীত মারূফ। অতএব চার প্রকার হল: শায ও মাহফুয, মুনকার ও মারূফ।
একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর :
প্রশ্ন হতে পারে: ‘শায’ একটি সুপ্ত দোষ বা ইল্লত, যা একাধিক সনদ জমা করা ব্যতীত জানা সম্ভব নয়। অনুরূপ ইদতিরাব, কালব ও ইদরাজ সুপ্ত ইল্লত, যা একাধিক সনদ জমা করা ছাড়া জানা যায় না, তবু কেন মুহাদ্দিসগণ ‘সহি’র জন্য শায না হওয়া র্শত করেছেন, কিন্তু ইদতিরাব, কালব ও ইদরাজ না হওয়া শর্ত করেননি?
উত্তর: মুহাদ্দিসগণ জমহুর ফুকাহার বিপরীত নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন, কারণ তারা ‘শায’কে ইল্লত মানেন না, অথচ ইদতিরাব, ইদরাজ ও কালবকে ইল্লত মানেন। তারা সেকাহ রাবির অতিরিক্ত শব্দকে গ্রহণ করেন, যদিও একাধিক সেকাহ রাবির বর্ণিত হাদিস বিরোধী হয়, তবে উভয় বর্ণনা জমা করা অসম্ভব হলে তারাও অতিরিক্ত শব্দ ত্যাগ করেন। মুহাদ্দিসগণ মুত্তাসিল ও মুরসাল বিরোধ হলে অধিক সেকাহ রাবির বর্ণনাকে প্রাধান্য দেন, কিন্তু ফকিহগণ সমন্বয় করার চেষ্টা করেন।
‘ শায’ এর হুকুম : শায শাহেদ ও মুতাবে‘ হওয়ার উপযুক্ত নয়।
239

মাকলুব হাদিস

مقْلوبٌ এর আভিধানিক অর্থ উল্টো। কোনো বস্তুর উপরের অংশ নীচে ও নীচের অংশ উপরে হলে ‘মাকলুব’ বলা হয়, যেমন বলা হয়: الثوب المقلوب উল্টো কাপড়। قلب ‘কালব’ ক্রিয়া বিশেষ্য, অর্থ পরিবর্তন। ‘মাকলুব’ কর্মবাচক বিশেষ্য, অর্থ উল্টো।

কালব দু’প্রকার: ১. কালবে সনদ, ২. কালবে মতন।

১. কালবে সনদ প্রসঙ্গে লেখক বলেন: “সনদের কোনো রাবিকে অপর রাবি দ্বারা পরিবর্তন করা”।

কালবে সনদ দু’প্রকার:

ক. আংশিক কালব ও খ. সম্পূর্ণ কালব।

ক. আংশিক কালব বিভিন্ন প্রকার হয়:

এক. কোনো সনদে এক রাবির জায়গায় অপর রাবিকে উল্লেখ করা আংশিক কালব, যেমন:

قال الإمام البيهقي -رحمه الله- أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: ذَكَرَ سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا لَقِيتُمُ الْمُشْرِكِينَ فِي الطَّرِيقِ، فَلا تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلامِ، وَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ»

এ সনদে সর্বশেষ রাবি সাহাবি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু; তার ছাত্র আবু সালেহ; ছাত্র সুহাইল ইব্‌ন আবু সালেহ; তার ছাত্র

240

সুফিয়ান[246]; মুহাদ্দিসদের নিকট সনদটি এভাবেই প্রসিদ্ধ, তাদের বিপরীত ইমাম তাবরানি বর্ণনা করেন:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا أَبِي، نا حَمَّادُ بْنُ عَمْرٍو النَّصِيبِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا لَقِيتُمُ الْمُشْرِكِينَ فِي الطَّرِيقِ فَلا تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلامِ، وَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهَا».

এখানে দেখছি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর ছাত্র আবু সালেহ, তার ছাত্র আ‘মাশ রাহিমাহুল্লাহ্, থেকে হাম্মাদ ইব্‌নু আমর আন-নাসিবি হাম্মাদ ইব্‌ন আমর নাসিবি এ সনদে সুহাইলের জায়গায় আ‘মাশকে উল্লেখ করেছে। ইমাম তাবরানি বলেন: “হাম্মাদ ব্যতীত কেউ আ‘মাশ থেকে এ হাদিস বর্ণনা করেনি”।[247] ইব্‌ন ‘আমর ইচ্ছাকৃতভাবে সুহাইলের জায়গায় আ‘মাশকে উল্লেখ করেছে, হাম্মাদ পরিত্যক্ত রাবি। অতএব তা গ্রহণযোগ্য নয়।

দুই. রাবি ও রাবির পিতার নাম উলট-পালট করা আংশিক কালব, যেমন: ‘ইব্‌ন কাব’- ‘কাব ইব্‌ন মুররাহ’ বলা আংশিক কালব বা পরিবর্তন।

তিন. এক তবকার রাবির স্থানে অপর তবকার রাবি উল্লেখ করা আংশিক কালব, যেমন রাবিদের নাম

---

[246] সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকি রাহিমাহুল্লাহ্ (৯/২০২), হাদিস নং (১৭২২১), আদাবুল মুফরাদ লিল বুখারি (১১১১), ‘হুলইয়াতুল আউলিয়া’ লি আবু নুআইম আল-ইসফাহানি (১০১৫৪) প্রমুখগণ সুহাইলের ছাত্র সুফিয়ান থেকে এবং ইব্‌নুস সুন্নি রাহিমাহুল্লাহ্ (২৪২) সুহাইলের ছাত্র সুফিয়ান ও শুবা দু’জন থেকে বর্ণনা করেছেন।

[247] মুজামুল আওসাত লিত তাবরানি: (৬৩৫৮)

241

অগ্র -পশ্চাৎ করে উস্তাদকে ছাত্র ও ছাত্রকে উস্তাদ বানানো কিংবা উস্তাদের উস্তাদকে ছাত্রের ছাত্র ও ছাত্রের ছাত্রকে উস্তাদের উস্তাদ বনানো। ◌ু আবি হাতেম ‘ইলাল’[248] গ্রন্থে বলেন :

وَسـألت أبي عَنْ حـديث حَـدَّثَنَا بِـهِ أحْمَد بْنِ عصـام الأنْصَـارِيّ، عَنْ أبِي بَكْر الحنفي، عَنْ سُـفْيَانَ، عَن حكيم بْن سَعْدٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظبيـان، عَنْ سَلْمَانَ، أنَّهُ قَـالَ: " من وَجَـدَ فِي بطنه رزًا من بـولٍ أو غائـطٍ فلينصرف غير متكلم ولا داعي ".

আমার পিতা আবু হাতেমকে আমি একটি হাদিস সম্পকে জিজ্ঞাসা করেছি , যা আমাদেরকে বলেছে ইব্ন ইসাম আল -আনসারি, আবু বকর আল-হানাফি থেকে, তিনি সুফিয়ান থেকে , হাকিম ইব্ন সাদ থেকে, ইমরান ইব্ন যাবইয়ান থেকে , তিনি সালমান থেকে , তিনি বলেছেন : “যে ব্যক্তি তার পেটে পেশাব অথবা পায়খানার প্রয়োজন অনুভব করে, সে যেন কথা ও ডাকাডাকি ব্যতীত প্রস্থান করে ”। আমার পিতা বললেন , এ সনদে কালব হয়েছে , প্রকৃতপক্ষে সনদটি এরূপ :

سُفْيَان، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظبيـان، عَن حكيم بْن سَعْدٍ، عَنْ سَلْمَانَ

খ. সম্পূর্ণ কালব :

এক মতনের পূর্ণ সনদ অপর মতনের সাথে জুড়ে দেওয়া , কিংবা তার বিপরীত করা পূর্ণ কালব। লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ দ্বিতীয় পঙক্তিতে এ প্রকারের বর্ণনা দিয়েছেন। এ প্রকার

---

[248] হাদিস নং : (১৮৫)

242

কালবকে কালবে মতনও মানা যায়। কারণ, এক সনদের জায়গায় অপর সনদ জুড়ে দিলে যেরূপ কালবে সনদ হয়, অনুরূপ কালবে মতনও হয়, অর্থাৎ এক মতনের জায়গায় অপর মতন স্থাপি হয়। এ হিসেবে লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ কলবে সনদ ও কলবে মতন উভয় উল্লেখ করেছেন। বাগদাদে ইমাম বুখারিকে পরীক্ষা করার ঘটনা সম্পূর্ণ কালবের উদাহরণ। ঘটনাটি নিম্নরূপ:
বাগদাদবাসীরা যখন জানল যে, ইমাম বুখারি তাদের নিকট আসছেন, তারা ইমাম বুখারিকে পরীক্ষা করার ইচ্ছা করল। তারা সিদ্ধান্ত নিলো দশজন প্রখর ধী শক্তিমান ব্যক্তি দশটি হাদিস করে মোট একশো হাদিস সনদ পাল্টে বুখারির নিকট পেশ করব। যখন বুখারি আসলেন, মানুষেরা তার নিকট জমা হল। তারা দশটি করে মোট একশো হাদিস পেশ করল। তারা যখন সনদসহ এক একটি হাদিস পেশ করত, বুখারি তাদের উত্তরে বলতেন: আমি জানি না। এভাবে তারা একশো হাদিস পূর্ণ করল। সাধারণ লোকেরা বলতে লাগল, সে কিছু জানে না, একশো হাদিস পেশ করা হল, প্রত্যেকটির ব্যাপারে সে বলল: আমি জানি না! অতঃপর তিনি দাঁড়ালেন এবং প্রত্যেক হাদিস সঠিক সনদসহ বলা আরম্ভ করলেন। এভাবে তিনি একশো হাদিস শেষ করলেন। এ থেকে তারা জানল যে, সে আসলে আল্লাহর মহান এক কুদরত। তারা সবাই তার বড়ত্বের স্বীকৃতি দিল ও তার সামনে নত হল।

এ জাতীয় কালব সাধারণত পরীক্ষার জন্য করা হয়। কখনো ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে করা হয় , যেমন কেউ দুর্বল সনদের কোনো হাদিস সহি সনদে প্রচার করল। এটাও এক জাতীয় তাদলিস , তবে কালব থাকার কারণে মাকলুবও।

খ. কালবে মতন: কালবে মতন বিভিন্নভাবে হয় , যেমন:

قال أبوحاتم ابن حبان -رحمه الله- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفِيانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «رَقِيتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ، فَإِذَا أَنَا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا عَلَى مَقْعَدَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، مُسْتَدْبِرَ الشَّامِ».

হিব্বানের [249] এ হাদিসে কালব ও পরিবর্তণ হয়েছে। রাবি এখানে الْقِبْلَةِ এর জায়গায় الشَّامِ এবং الشَّامِ এর জায়গায় الْقِبْلَةِ স্থাপন করেছেন। হাদিসের প্রকৃতরূপ ইমাম বুখারি [250] প্রমুখ বর্ণনা করেছেন , যেমন:

قال الإمام البخاري -رحمه الله- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: «ارْتَقَيْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِي، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّأْمِ».

কালবে মতনের দ্বিতীয় উদাহরণ :

---

[249] ইব্ন হিব্বান : (১৪১৮)

[250] বুখারি : (১৪৮), মুসলিম : (২৬৭)

244

قال الإمام مسلم -رحمه الله- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى جميعا، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ ... ».

“সাতজনকে আল্লাহ তা ‘আলা তার ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন , যে দিন তার ছায়া ব্যতীত কোনো ছায়া থাকবে না , ... আর সে ব্যক্তি যে কোনো সদকা করল এবং সদকাকে সে গোপন করল যে, তার ডান হাত জানেনি তার বাঁ হাত কি খরচ করেছে ”।[251]

এখানে ডান হাতের জায়গায় বাঁ হাত ও বাঁ হাতের জায়গায় ডান হাত উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রকৃতরূপ বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারি :

قال الإمام البخاري -رحمه الله- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، ... ... وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ... ».

“সাতজনকে আল্লাহ তা ‘আলা তার ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন , যে দিন তার ছায়া ব্যতীত কোনো ছায়া থাকবে না , ... আর সে ব্যক্তি যে কোনো সদকা করল এবং সদকাকে সে গোপন করল যে, তার বাঁ হাত জানেনি তার ডান হাত কি খরচ করেছে ”।[252]

---

[251] মুসলিম : (১০৩৩)

[252] বুখারি : (১৪২৩)

245

এ হাদিসে ডান হাতে খরচ করা ও বাঁ হাতের অজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে। এটাই হাদিসের প্রকৃতরূপ।

কালবে মতনের তৃতীয় উদাহরণ :

قال الإمام أبوداود –رحمه الله- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ».

“যখন তোমাদের কেউ সেজদা করে, সে যেন অবনমিত না হয়, যেরূপ অবনমিত হয় উট, আর সে যেন তার দু’হাত তার দু’হাঁটুর পূর্বে রাখে”।[253]

উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ্ ‘মানযুমাহ বাইকুনিয়াহ’র ব্যাখ্যায় বলেন: ‘এখানে কালব হয়েছে। তার প্রমাণ হাদিসের প্রথমাংশ। হাদিসের প্রথমাংশে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের ন্যায় সেজদা করতে নিষেধ করেছেন। আমরা দেখি উট হাঁটুর পূর্বে প্রথমে হাত রাখে, অর্থাৎ প্রথমে সামনের অংশ নিচু করে, অতঃপর পিছনের অংশ নিচু করে। আপনি যদি আগে হাত ও পরে হাঁটু রাখেন, তাহলে আপনিও উটের ন্যায় সেজদা করলেন, যার থেকে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। অতএব যখন আপনি "وليضع:□□□□□□ يديه قبل ركبتيه" হাদিসের প্রথম অংশের খিলাফ করলেন, হাদিসের প্রথম অংশের "وليضع:□□□□□

---

[253] আবু দাউদ: (৮৪০)

246

"ركبتيه قبل يديه [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

মাকলুব ের হুকুম :

মাকলুব একপ্রকার দ্বা ‘ঈফ হাদিস। হাজার রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন : “যদি কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া স্বেচ্ছায় কালব বা পরিবর্তন করা হয় , তাহলে সেটা মাওদু ‘ বা বানোয়াট হাদিসের একপ্রকার। আর যদি অনিচ্ছায় ও ভুলে হয় , তাহলে মাকলুব বা মু ‘আল্লাল ”।[256] সাখাবি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন : ‘বরং এ জাতীয় হাদিস মাওদুর মতই ’।[257] শাহেদ ও মুতাবে ‘ হওয়ার উপযুক্ত নয়।

---

[256] আন-নুযহা : (পৃ .১২৭)

[257] দেখুন : শারহুন নুযহাহ , লিল কারি : (পৃ .৪৮৮)

248

হাদিস

وَالْفَـــــرْدُ مَا قَيَّدْتَه		أَوْ جَمْـــعٍ اوْ قَصْـــرٍ

“ ‘ফার্দ ’ যা তুমি সংরক্ষণ করেছ একজন সেকাহ থেকে, অথবা বৃহৎ জমাত থেকে অথবা এক সনদ থেকে”। অত্র কবিতায় বর্ণিত ক্রমানুসারে হাদিসের ত্রয়োবিংশ প্রকার ‘’।

فَرْدٌ এর আভিধানিক অর্থ বেজোড়।

‘’ দু ’প্রকার :

১. মুতলাক ও ২ . নিসবি। প্রত্যেক প্রকারের সংজ্ঞা আলাদা। রাহিমাহুল্লাহ্ শুধু ফার্দে নিস আমরা সম্পূরক হিসেবে ফার্দে মুতলাক উল্লেখ করব।

২. নিসবি তিন প্রকার :

ক. একজন সেকাহ রাবি থেকে গ্রহণকৃত ফার্দ , যদিও তার একাধিক গায়রে সেকাহ বা দুর্বল রাবি রয়েছে। সেকাহ রাবির বিবেচনায় ফার্দ , সাধারণ রাবির বিবেচনায় নয়। তাই এ প্রকারকে বা অপেক্ষাকৃত ফার্দ বলা হয় , যেমন নিম্নে বর্ণিত হাদিস [258]:

قـال الإمـام مسـلم -رحمه الله - وحَـدَّثَنَا إسـحاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْـدِ اللَّهِ بْنِ عَبْـدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَـةَ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: " سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَمَّا قَرَأَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ الْعِيـدِ، فَقُلْتُ: بِـ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ".

এ হাদিসের সনদে সাহাবির স্তরে আছেন আবু ওয়াকেদ আল-লাইসি , থেকে উবাইদুল্লাহ ইব্‌ন

---

[258] মুসলিম : (৮৯২)

249

ইব্‌ন উতবাহ , থেকে দামরাহ ইব্‌ন সায়িদ ; বলা হয়: ইব্‌ন সায়িদ ব্যতীত কোনো সেকাহ রাবি এ হাদিস উবাইদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেনি , তাই এ ফার্দ , নিসবি ও অপেক্ষাকৃত ফার্দ , কারণ তার থেকে বর্ণনাকারী একাধিক দুর্বল রাবি রয়েছে।

খ. নির্দিষ্ট দেশ বা নগর বা বংশ থেকে বর্ণিত হাদিস [259], যেমন:

قال الإمام أبوداود- رحمه الله- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: " أُمِرْنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ ".

ইমাম হাকেম রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন : “এ হাদিস أُمِرْنَا শব্দ যোগে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুধু বসরার রাবিগণ বর্ণনা করেছেন। এ হাদিসের সনদে সাহাবির স্তরে আছেন : আবু সায়িদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু (মৃ৬৩হি .), তিনি মাদানি ; তার থেকে বর্ণনাকারী আবু নাদরাহ (মৃ১০৮হি .), তিনি বসরি ; তার থেকে বর্ণনাকারী কাতাদাহ (মৃ১১৭হি .), তিনি বসরি ; থেকে বর্ণনাকারী হাম্মাম ইব্‌নু ইয়াহইয়া (মৃ১৬৪হি .), তিনি বসরি ; তার থেকে বর্ণনাকারী আবুল ওয়ালিদ আত-তায়ালিসি (মৃ২২৭হি .), তিনি বসরি। অর্থাৎ এ হাদিসের সনদের প্রত্যেক রাবি ইমাম আবু দাউদ পর্যন্ত বসরার বাসিন্দা , একমাত্র সাহাবি ব্যতীত। বসরার সকল রাবি এ হাদিস أُمِرْنَا

---

[259] আবু দাউদ: (৮১৮)

250

শব্দসহ বর্ণনা করেছেন। তাই এ হাদিস বসরিদের

গ. কোনো শায়খ থেকে একজন রাবির একা কোনো হাদিস বর্ণনা করা , সে ব্যতীত ঐ শায়খ থেকে কেউ তা বর্ণনা করেনি , যদিও অন্যান্য শায়খ থেকে তার একাধিক সনদ রয়েছে। শায়খের একজন থেকে হাদিসটি প্রাপ্ত হিসেবে ফার্দ , কারণ তার অন্য কোনো ছাত্র তার থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেনি , তবে নিসবি কারণ অন্যান্য শায়খদের থেকে তাদের ছাত্রগণ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন , যাদের বিবেচনায় নিলে হাদিস আযিয বা মাশহূর হতে পারে , যেমন:

قال الإمام أبوداود -رحمه اللـه- حَـدَّثَنَا حَامِـدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا وَائِلُ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ ابْنِهِ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ الزُّهْـرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِـكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ ".

এ হাদিসের সনদে দেখছি : স্তরে আনাস ইব্‌ন মালিক, তার থেকে যুহরি , থেকে বকর ইব্‌ন ওয়ায়েল, থেকে পিতা ওয়ায়েল ইব্‌ন দাউদ , তার থেকে সুফিয়ান , থেকে হামেদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া , তার থেকে ইমাম আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহ্ [260]।

তাহের বলেন : এ হাদিস বকর থেকে একমাত্র ওয়ায়েল বর্ণনা করেছেন , তার থেকে শুধু সুফিয়ান। ছেলে বকর থেকে একমাত্র পিতা ওয়ায়েল বর্ণনা করেছেন , এ হাদিস ফার্দে

---

[260] আবু দাউদ: (৩৭৪৪)

251

নিসবির তৃতীয় নাম্বার। এ প্রকার আবার গরিবও।
যুগে ফার্দের সংখ্যা বেশী, অনুরূপ তাবে‘ঈদের যুগেও বেশী, তবে সাহাবিদের অপেক্ষা কম। কারণ তাদের সংখ্যা অধিক, তারা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিলেন। অনুরূপ তাদের যুগেও ফার্দের সংখ্যা অনেক, কিন্তু তাবে‘ঈদের তুলনায় অনেক কম। এ থেকে প্রমাণিত ফার্দ দুর্বল হাদিসের একপ্রকার। রাহিমাহুল্লাহ্ ফার্দের ভাগ করে বুঝিয়েছেন যে, কখনো অপেক্ষাকৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়, কখনো ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন ১. সাহাবি, তাবে‘ঈ বা তাদের স্তরে ফার্দ; ২. নির্দিষ্ট দেশ, শহর বা বংশের ফার্দ; ৩. ও ছাত্রের বিবেচনায় ফার্দ। ৪. সেকাহ ও দুর্বল রাবির বিবেচনায় ।
প্রকার মুতলাক বা সাধারণ ফার্দ, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকার নিসবি বা অপেক্ষাকৃত । প্রকার ফার্দ সাধারণত দুর্বল হয়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ফার্দ সহির নিকটবর্তী। কারণ দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার হাদিস তাদের ফার্দ, কিন্তু অন্যদের বিবেচনায় আযিয ও মাশহূর হতে পারে, তাই সহির নিকটবর্তী।
১. মুতলাক:
বা সাধারণ ফার্দ: সনদের মূল তথা সাহাবির স্তরে একজন রাবি থাকে তাহলে ফার্দে মুতলাক, আর স্তরে ফার্দ হবে যদি এক বা একাধিক সাহাবি থেকে একজন তাবে‘ঈ বর্ণনা করেন। সাহাবির সংখ্যা হলেও ফার্দ, কারণ তাবে‘ঈ একজন। তাবে‘ঈ
252

সন্দেহের স্থান , সাহাবি সন্দেহের স্থান নয়, তার স্তরে ফার্দ সন্দিহান এ ফার্দ কখনো দূর হবে না , পরবর্তী রাবি পর্যন্ত অব্যাহত ফার্দে মুতলাক ফার্দের এ প্রকারও গরিব। একজন সাহাবি থেকে একাধিক তাবে ‘ঈ রাবি হলে নিসবি , একাধিক তাবে ‘ঈ থেকে একজন রাবি হলে নিসবিই থাকবে। অর্থাৎ একজন সাহাবি থেকে একাধিক তাবে ‘ঈ হলে ফার্দে নিসবি , তথা সাহাবির ফার্দ , আবার একাধিক তাবে ‘ঈ থেকে যদি তৃতীয় একজন রাবি হয় তবুও ফার্দ এ প্রকার ফার্দের ওজুদ সম্পর্কে জানা নেই , কারণ তাবে ‘ঈর যুগে কোনো হাদিস প্রসিদ্ধি লাভ করে পরবর্তী যুগে হওয়া অসম্ভব না হলেও ওজুদ নেই। তাবে ‘ঈর একজন হলে ফার্দে মুতলাক , সাহাবির স্তরে একজন হল নিসবি। সাহাবি ও তাবে ‘ঈ ফার্দ হলে ফার্দে মুতলাক। এটাই পরিভাষা , অন্যথায় সাহাবি একজন হলে মুতলাক হত , সাহাবির ফার্দ যেহেতু দোষণীয় নয়, উসুলে হাদিসের পরিভাষায় ফার্দ বলা হয় না। কারণ , একপ্রকার দুর্বল হাদিস , সাহাবি একজন হলে হাদিস দুর্বল হয় না , ফার্দ বলা হয়।

মুতলাক দু ’প্রকার :

ক. সাহাবি , তাবে ‘ঈ ও তাদের পরবর্তী এক বা একাধিক রাবির ক্রমান্বয়ে একলা বর্ণিত হাদিস , যেমন নিয়তের হাদিস [261]:

قال الإمام البخاري – رحمه الله- حَـدَّثَنَا الْحُمَيْـدِيُّ عَبْـدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَـالَ: حَـدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

---

[261] বুখারি : (১), মুসলিম : (১৯১০)

253

سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ ".

[illegible]

[illegible]

[illegible]. [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

মু ‘আল্লাল হাদিস

وَمَا بِعِلَّةٍ غُمُوضٍ أَوْ		مُعَلَّلٌ عِنْدَهُمُ قَدْ

“আর যে হাদিসে সূক্ষ্ম ও উহ্য দোষ রয়েছে তাই মুহাদ্দিসদের নিকট মু ‘আল্লাল হিসেবে প্রসিদ্ধ ”। অত্র কবিতায় বর্ণিত ক্রমানুসারে হাদিসের চতুর্বিংশ প্রকার মু ‘আল্লাল। এ প্রকার হাদিসকে মু ‘আল্লাল , মু ‘আল্ ও মা‘লুল ইত্যাদি নামে অবহিত করা হয় , তবে অভিধানের বিচারে ‘মুয়াল্ ’ শব্দটি অধিক বিশুদ্ধ।

علة এর আভিধানিক অর্থ রোগ, عَلَّ يَعِلُّ থেকে مُعلَّلٌ অর্থ অসুস্থ ব্যক্তি। এ থেকে দোষণীয় ইল্লতযুক্ত হাদিসকে মু ‘আল্লাল বলা হয় , কারণ মু ‘আল্লাল হাদিসও অসুস্থ ব্যক্তির ন্যায় অক্ষম , সহি হাদিসের ন্যায় দলিল হতে পারে না।

ইল্লত প্রসঙ্গে লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: “যে হাদিসের সনদ বা মতনে সূক্ষ্ম ও উহ্য দোষ রয়েছে তাই মুহাদ্দিসদের নিকট মু ‘আল্লাল হিসেবে প্রসিদ্ধ ”।

ইমাম সাখাবি রাহিমাহুল্লাহ্ মু ‘আল্লালের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন :

"والمعلول: خبر ظاهر السلامة، اطُّلِعَ فيه بعد التفتيش على قادح".

“মু ‘আল্লাল : বাহ্যত দোষমুক্ত হাদিস , অনেক অনুসন্ধানের পর তাতে দোষ সম্পর্কে জানা গেছে ”।[262]

---

[262] ফাতহুল মুগিস : (১/২৭৬)

256

ইমাম হাকেম রাহিমাহুল্লাহ্ মু 'আল্লালের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন :

"وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجـرح فيها مـدخل، فإن حديث المجروح ساقط واه، وعلة الحديث تكـثر في أحاديث الثقات، أن يحدثوا بحديث له علة، فتخفى عليهم علته، فيصير الحديث معلولا".

"এমন কতক কারণে হাদিসকে মু 'আল্লাল ঘোষণা করা হয়, যে কারণে দোষারোপ করার কোনো সুযোগ নেই। কারণ, দোষী ব্যক্তিদের হাদিস পরিত্যক্ত। আর সেকাহ রাবিদের হাদিসে ইল্লত অধিক হয়, তারা কোনো হাদিস বর্ণনা করেন, যার ইল্লত রয়েছে, কিন্তু তার ইল্লত তাদের নিকট অজ্ঞাত থাকে, ফলে হাদিসটি মু 'আল্লাল হয়"।[263]

ইব্ন হাজার রাহিমাহুল্লাহ্ হাকেমের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন : "এ হিসেবে মুনকাতি ' হাদিসকে মু 'আল্লাল বলা যাবে না এবং যে হাদিসের রাবি অজ্ঞাত কিংবা দুর্বল তাকেও মু 'আল্লাল বলা যাবে না। হাদিসকে তখনি মু 'আল্লাল হবে, যখন তার ইল্লত খুব সূক্ষ্ম হয়, বাহ্যত যার থেকে মুক্ত মনে হয়। এ থেকে তাদের কথার বাতুলতা প্রমাণ হল, যারা বলেন : প্রত্যেক অগ্রহণীয় হাদিস মু 'আল্লাল"।[264] যারা বলেন : এ হাদিসে ইল্লত রয়েছে, অতঃপর مجالد بن سعيد কিংবা ابن لهيعة রাবিদের ন্যায় দুর্বল রাবি পেশ করেন, তাদের ইল্লতের প্রয়োগ যথাযথ নয়। কারণ, এ জাতীয় রাবির

---

[263] 'মা 'রিফাতু উলুমিল হাদিস ': (পৃ .১১২-১১৩)

[264] আন-নুকাত : (২/৭১০)

257

অমুক সেকাহ রাবি থেকে হাদিসটি মুনকাতি ‘ বর্ণিত। আমরা তার মন্তব্য থেকে হাদিসে দ্বা ‘ঈফের একটি ইল্লত পেলাম ইনকিতা ‘ বা সনদের বিচ্ছেদ , অথচ হাদিসটি সবার নিকট মুত্তাসিল ছিল।

হাজার বুলুগুল মারাম গ্রন্থে এরূপ অনেক বলেন: ইরসালের কারণে মু ‘আল্, বা ওয়াকফের মু ‘আল্ ইত্যাদি। তিনি যখন এ জাতীয় মন্তব্য করেন, আপনি তার রাবিদের খোঁজ নিয়ে দেখেন।

মুদ্দাকথা : ‘আল্ হাদিসের বাহ্যিক দেখে সহি মনে হয় , কারণ তাতে সহির সকল শর্ত বিদ্যমান , কিন্তু ব্যাপক গবেষণার পর স্পষ্ট হয় যে , দোষণীয় ইল্লতের কারণে মু ‘আল্।

ইল্লত দু ’প্রকার :

১. দোষণীয় ইল্লত ও ২ . দোষহীন ইল্লত।

দোষহীন ইল্লতের কারণে হাদিসের বিশুদ্ধতা বিনষ্ট হয় না। এ ইল্লত মতন ও সনদ উভয় স্থানে হতে পারে। সনদে দোষহীন ইল্লত যেমন ,

قال الإمام الترمذي -رحمه الله- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَشُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ ".

ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত , “নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম [গোলামকে] ‘অলা’[265] বিক্রি ও দান করতে নিষেধ করেছেন”।[266]

---

[265] দাস /দাসীদের মিরাস ও পরিত্যক্ত সম্পদকে ‘অলা’ বলা হয়।

[266] তিরমিযি : (১২৩৬), তিনি বলেন : এ হাদিস হাসান ও সহি।

259

হাদিস ইব্‌ন ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর ছাত্র عبد الله بن دينار সূত্রে বর্ণিত, কোনো রাবি যদি তার পরিবর্তে عمرو بن دينار বলে তাহলে ইল্লত হবে, তবে দোষণীয় নয়, আব্দুল্লাহ ইব ও আমর ইব্‌ন দিনার উভয়ে সেকাহ।

মতনে দোষহীন ইল্লত যেমন:

قال الإمام مسلم -رحمه الله- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ أَبِي شُجَاعٍ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: " اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَّلْتُهَا، فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ "

... ... ইব্‌ন উবাইদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমি খায়বরের দিন বারো দিনার দিয়ে একটি হার ক্রয় করেছি, যাতে স্বর্ণ ও পুতি ছিল। দু'টি বস্তু [স্বর্ণ ও পুতি] পৃথক করে তাতে বারো দিনারের অধিক পেলাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিষয়টি অবহিত করি, তিনি বললেন: দু'টি বস্তু পৃথক করা ব্যতীত বিক্রি করা যাবে না"।[267]

এ হাদিসের রাবিগণ হারের মূল্য নির্ধারণে দ্বিমত পোষণ করেছেন। কেউ বলেছেন: বারো দিনার। কেউ বলেছেন: নয় দিনার। কেউ বলেছেন: দশ দিনার, ইত্যাদি।

---

[267] মুসলিম: (১৫৯২), তিরমিযি: (১২২৫), নাসায়ি: (৪৫৭৩), আবু দাউদ: (৩৩৫২), আহমদ ইব্‌ন হাম্বল: (৬/১৯)

260

এসব দোষের কারণে হাদিসে ইল্লত হয় ঠিক , তবে এ জাতীয় ইল্লত হাদিসের শুদ্ধতা বিনষ্ট করে না , কারণ সব বর্ণনায় হাদিসের মূল বিষয় এক। এ হাদিস প্রমাণ করে কোনো বস্তুর সাথে মিশ্রিত স্বর্ণ পৃথক করা ব্যতীত স্বর্ণের বিনিময়ে বিক্রি করা যাবে না। স্বর্ণ পৃথক করে সমপরিমাণ স্বর্ণের বিনিময়ে বিক্রি করতে হবে , আর অপর বস্তু যত দামে ইচ্ছা বিক্রি করবে। এটা হাদিসের মূল বক্তব্য। হারের মূল্য যতই বলি এতে প্রভাব পড়ে না , তাই হারের মূল্যের ইখতিলাফ দোষণীয় ইল্লত নয়।

দোষণীয় ইল্লত :

قال الإمام الترمذي -رحمه الله- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ الْمُلَائِيُّ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الْأَرْضِ ".

এ হাদিসের সনদ বাহ্যত সহি এবং সকল রাবি সেকাহ। ইমাম তিরমিযি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: “বলা হয় আ ‘মাশ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বা কোনো সাহাবি থেকে শ্রবণ করেনি। তিনি শুধু আনাসকে দেখেছেন। আ ‘মাশ বলেন : আমি তাকে সালাত আদায় করতে দেখেছি। অতঃপর সালাত সম্পর্কে তার একটি ঘটনা বর্ণনা করেন ”।[268] ইমাম তিরমিযির মন্তব্য থেকে ‘আ‘মাশ’ ও ‘আনাসে’র মাঝে ইনকেতা ‘ প্রমাণিত হয়। এটাই ইল্লত।

---

[268] তিরমিযি : (১৪)

261

ইল্লত জানার গুরুত্ব :
মাহদি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেছেন: ‘আমার নিকট একটি হাদিসের ইল্লত জানা নতুন বিশটি হাদিস শেখার চেয়ে অধিক উত্তম’।

269

ইব্ন হাজার রাহিমাহুল্লাহ্ নুখবার ব্যাখ্যায় বলেন: “হাদিস শাস্ত্রের এ প্রকার সবচেয়ে সূক্ষ্ম ও দুর্বোধ্য। আল্লাহ যাকে অন্তর্দৃষ্টি, ব্যাপক স্মৃতিশক্তি, রাবিদের স্তর এবং সনদ ও মতন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান দান করেছেন সেই এ দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে পারেন। তাই দেখি এ বিষয়ে খুব কম লোক মুখ খুলেছেন, যেমন: ইব্নু মাদিনি, ইব্নু হাম্বল, বুখারি, ইব্নু শাইবাহ, আবু হাতেম, আবু যুরআহ ও দারাকুতনি প্রমুখ। মুহাদ্দিস কতক সময় ইল্লতের কারণ দর্শাতে পারেন না, যেমন মুদ্রা ব্যবসায়ী খাঁটি দিনার ও দিরহামের পক্ষে দলিল দিতে পারেন না, কিন্তু খাঁটি মুদ্রা তিনি ঠিকই চিনেন”।

270

‘ইলালের উপর লিখিত কিতাব:
‘ইলালের উপর লিখিত কিতাবসমূহের মধ্যে ‘ফাতহুল বারি’ অন্যতম, এতে ফিকাহ, হাদিস ও ইল্লতের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রয়েছে। অতঃপর ‘নাসবুর রায়াহ’, ‘তালখিসুল হাবির’, আব্দুল হাদি রচিত ‘আল-মুহাররার’ ইত্যাদি গ্রন্থে ইল্লতের উপর আলোচনা রয়েছে। ‘সুবুলুস সালাম’ গ্রন্থেও ইলালের উপর

269

‘আল-‘ইলাল’: (১/১২৩) ইব্নি আবি হাতেম।
270 আন-নুজহা: (১২৩-১২৪)
262

যথেষ্ট আলোচনা রয়েছে। অনুরূপ এ বিষয়ে আরেকটি সুন্দর কিতাব: ‘আল-কুবরা’ লিল বায়হাকি।

263

وَذُو اخْتِلافِ سَـنَدٍ أَوْ	مُضْطَرِبٌ عِنْـدَ أَهَيْـلِ

“[illegible] [illegible] [illegible] [

এবং মারফূ‘ ও মাওকুফের মাঝে ইদতিরাব হয় না। অনুরূপ একাধিক সনদের মাঝে সমন্বয় কিংবা কোনো একটিকে প্রাধান্য দেওয়া সম্ভব হলে ইদতিরাব বলা হয় না।
সমন্বয়ের ফলে ইদতিরাব নেই :
আমাদের শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল-উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ ‘মানযুমাহ বাইকুনিয়া’র ব্যাখ্যায় বলেন: “নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের হজের বর্ণনা সম্বলিত হাদিসে ইদতিরাব পরীলক্ষিত হয়, কেউ বলেন: তিনি কিরান হজ করেছেন। কেউ বলেন: ইফরাদ হজ করেছেন। কেউ বলেন: তামাত্তু হজ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এতে কোনো ইদতিরাব নেই, কারণ সমন্বয় করা সম্ভব। সমন্বয় করার দু’টি পদ্ধতি:
প্রথম পদ্ধতি : যারা বলেন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইফরাদ হজ করেছেন, তাদের উদ্দেশ্য ইফরাদ আমল, যেমন তিনি মক্কায় পৌঁছে প্রথমে তওয়াফে কুদুম ও হজের সায়ি করেন। অতঃপর ঈদের দিন শুধু তওয়াফে ইফাদা করেন। অতঃপর মক্কা ত্যাগ করার সময় তওয়াফে বিদা করে প্রস্থান করেন।
যারা বলেন তিনি তামাত্তু হজ করেছেন, তাদের উদ্দেশ্য হজ ও ওমরা এক সফরে সম্পাদন করা। হজ ও ওমরা দু’টি ইবাদত, দু’সফরে সম্পাদন করাই স্বাভাবিক, তবে তিনি এক সফরে উভয় সম্পাদন করে ফায়দা তথা তামাত্তু হাসিল করেছেন। ওমরার পৃথক সফর ও অর্থব্যয় থেকে

265

মুক্তি পেয়েছেন। তামাত্তু অর্থ ফায়দা হাসিল করা।
যারা বলেন তিনি কিরান হজ করেছেন, তারা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রকৃত হজের বর্ণনা দিয়েছেন।
দ্বিতীয় পদ্ধতি : নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুরুতে হজের ইহরাম বাঁধেন, অতঃপর তার সাথে ওমরা সংযুক্ত করেন। ইহরামের প্রথম অবস্থার ভিত্তিতে তিনি মুফরিদ, দ্বিতীয় অবস্থার ভিত্তিতে তিনি কারিন। হজ ও ওমরা এক সফরে আদায় করেছেন হিসেবে তামাত্তুকারী।
ইসলাম ইব্নে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ্ প্রথম পদ্ধতি সমর্থন করে বলেন: “যিনি ইফরাদ বলেছেন, তার উদ্দেশ্য হজের আমল। যিনি তামাত্তু বলেছেন, তার উদ্দেশ্য এক সফরে হজ ও ওমরা সম্পন্ন করে তামাত্তু হাসিল করা। যিনি কিরান বলেছেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রকৃত হজ বর্ণনা করেছেন”।

271

হজ তিন প্রকার:
১. ইফরাদ। ২. তামাত্তু। ৩. কিরান।
১- ইফরাদ: মিকাত থেকে শুধু হজের ইহরাম বেঁধে মুখে حجا

ًّ اللهم لبيك বলা, অতঃপর মক্কায়
পৌঁছে তাওয়াফে কুদুম ও হজের সায়ি সম্পন্ন করে হজের শেষ পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় থাকা।

271 মানদুমাহ লি ইব্নি উসাইমিন।
266

[illegible]
[illegible]: [illegible] لبيك اللهم عمرة وحجًّا [illegible],
[illegible]
[illegible]
[illegible]

“হাকাম বলেছে : তার স্বামী ছিল স্বাধীন, হাকামের কথা মুরসাল ইবন আব্বাস বলেছেন : আমি তাকে গোলাম দেখেছি”।[272] বুখারি অন্যত্র বলেন:

قَالَ الْأَسْوَدُ: وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا ". قَوْلُ الْأَسْوَدِ: مُنْقَطِعٌ، وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: رَأَيْتُهُ عَبْدًا: أَصَحُّ.

“আসওয়াদ বলেছে: তার স্বামী ছিল স্বাধীন, আর আসওয়াদের কথা: মুনকাতি‘। আব্বাসের বাণী : ‘আমি তাকে গোলাম দেখেছি’ অধিক বিশুদ্ধ”।[273] ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন :

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا "

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : “আর তার স্বামী ছিল গোলাম”।[274] অতএব এতে কোনো ইদতিরাব নেই, কারণ বারিরার স্বামী গোলাম ছিল বর্ণনাগুলো অধিক বিশুদ্ধ।

দাকিকুল ঈদ বলেন : “মাখরাজ এক না হলে ইদতিরাব হবে না”।[275] অর্থাৎ মুদতারিব হাদিসের সব ক’টি সনদ একজন রাবির উপর নির্ভরশীল হতে হবে। সাহাবি দু’জন হলে ইদতিরাব হবে না।

রজব রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন : “... জেনে রাখ, এক হাদিসের সনদে ইখতিলাফ হলে ইদতিরাব হয়, একাধিক হাদিসের সনদের মাঝে ইদতিরাব হয় না।

---

[272] বুখারি : (৬৭৫১)

[273] বুখারি : (৬৭৫৪)

[274] মুসলিম : (১০/১৪৭), (২৭৭৫)

[275] আল-ইকতিরাহ : (পৃ .৩২৪)

268

অতএব এক সনদের কারণে অপর সনদ ভুল বলা যাবে না।”।

276

শায়খ সুলাইমানি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: “ইদতিরাবের শর্তগুলো খুব সূক্ষ্ম, কোন হাদিসের সকল সনদ জমা করে ইদতিরাবের শর্ত সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে মুদতারিব ফায়সালা করা কঠিন কাজ। কারণ কেউ একটি হাদিস মুদতারিব বলল, অতঃপর তার চেয়ে বিজ্ঞ কেউ তাতে প্রাধান্য দিল, অথবা উভয়ের মাঝে সমন্বয় করল, তখন ইদতিরাব থাকবে না। ‘শায’ ফয়সালা করা অপেক্ষাকৃত সহজ, ইদতিরাব ফয়সালা করা কঠিন, বিশেষ করে মতনের ইদতিরাব”।

277 ইদতিরাব সনদ ও মতন উভয় জায়গায়
হয়, বেশী হয় সনদে।
সুলাইমানি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: “আলেমগণ সনদের কারণে একাধিক হাদিসে ইদতিরাবের বিধান আরোপ করেছেন, কিন্তু মতনের কারণে মাত্র কয়েকটি হাদিস মুদতারিব বলেছেন। সাখাবি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: ‘ইদতিরাবের সুনির্দিষ্ট উদাহরণ পাওয়া খুব মুশকিল’। অর্থাৎ এমন হাদিস পাওয়া দুষ্কর যা শুধু ইদতিরাবের কারণে দুর্বল, ইদতিরাব না হলে হাদিসটি সহি হত”।

278

জ্ঞাতব্য : ইদতিরাব সেকাহ রাবিদের হাদিসে হয়, দুর্বল রাবিদের হাদিসে ইদতিরাব হয় না। কারণ, তাদের হাদিস ইদতিরাব ছাড়াই দুর্বল।

276 শারহু ‘ইলালিত তিরমিযি: (২/৮৪৩)
277 আল-জাওয়াহির: (৩৩৭)
278 আল-জাওয়াহির: (৩৩৭)
269

আর ইদতিরাব সম্পন্ন হাদিস, ইদতিরাব থেকে মুক্ত হলে সহি হয়। তাই এ প্রকার সেকাহ রাবিদের হাদিসের সাথে খাস।
মুদতারিব হাদিসের হুকুম:
মুদতারিব হাদিস দ্বা‘ঈফ, কারণ রাবিদের ইখতিলাফ প্রমাণ করে কেউ হাদিসটি ভালো করে সংরক্ষণ করতে পারেনি।

270

মুদরাজ হাদিস

وَالْمُـــــــدْرَجَاتُ فِي		مِنْ بَعْضِ أَلْفَـــــاظِ

“হাদিসে বিদ্যমান সেসব শব্দ মুদরাজ , যা কতক রাবির শব্দ থেকে [তার সাথে] সংযুক্ত হয়েছে ”। অত্র কবিতায় বর্ণিত ক্রমানুসারে হাদিসের ষড়বিংশ প্রকার মুদরাজ। এ প্রকারের সম্পর্ক সনদ ও মতন উভয়ের সাথে।

مـدْرَج কর্মবাচক বিশেষ্য , অর্থ প্রবেশকৃত বস্তু। এক বস্তুকে অপর বস্তুর মাঝে প্রবেশ করানো হলে বলা হয় : أدرجت الشـيء في الشـيء ‘আমি এক বস্তুকে অপর বস্তুর মাঝে প্রবেশ করিয়েছি ’।[279] ইদরাজ ক্রিয়া বিশেষ্য , অর্থ প্রবেশ করানো।

‘মুদরাজে ’র পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন : “হাদিসের সনদ বা মতনে বিনা পার্থক্যে রাবির পক্ষ থেকে বৃদ্ধিকে মুদরাজ বলা হয় ”। লেখক এক প্রকার মুদরাজ উল্লেখ করেছেন , অর্থাৎ মতনের মুদরাজ। এ জাতীয় মুদরাজ সবচেয়ে বেশী হয়। হাদিস দ্বারা যদি তিনি সনদ ও মতন উভয় উদ্দেশ্য করেন , তাহলে মুদরাজের উভয় প্রকার তিনি উল্লেখ করেছেন।

জ্ঞাতব্য : হাদিস দ্বারা মারফূ ‘ ও মাওকুফ উভয় উদ্দেশ্য। ইচ্ছায় বৃদ্ধি করা হোক বা অনিচ্ছায় বৃদ্ধি করা হোক বর্ধিত অংশকে মুদরাজ বলা হয় , তবে বর্ধিত অংশ হাদিস থেকে পৃথক হলে মুদরাজ নয়। রাবিগণ ব্যাখ্যা ও

---

[279] তাজুল ‘আরূস: (২/৩৯-৪০)

271

অন্যান্য উদ্দেশ্যে ইদরাজ করেন। ইদরাজ কখনো হয় হাদিসের শুরুতে, কখনো মাঝে ও কখনো শেষে হয়।

হাদিসের শুরুতে ইদরাজ:

খতিবে বাগদাদি রাহিমাহুল্লাহ্ ‘আল-ফাসলু লিল ওয়াসলি আল-মুদরাজু ফিন নাকলি’ গ্রন্থে মুদরাজের উদাহরণ দিয়েছেন:

أنا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي بَكْـرٍ، أنا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَـدَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْدِيُّ، نا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الزَّعْفَرَانِيُّ، نا أَبُو قَطَنٍ، نا شُـــعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَـــادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْـــرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ "

قَـــرَأْتُ عَلَى أَبِي بَكْـــرٍ الْبَرْقَـــانِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُمَـــرَ الْحَافِظِ، أنا أَبَا بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيَّ حَـدَّثَهُمْ، قَـالَ: نا الْحَسَـنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا شَـبَابَةُ، نا شُـعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَـادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ "

এখানে দু’টি সনদে একটি হাদিস রয়েছে। শু‘বার দু’জন ছাত্র: আবু কাতান ও শাবাবাহ থেকে সনদ ভাগ হয়েছে শু‘বার শায়খ মুহাম্মদ ইব্ন যিয়াদ, তার শায়খ আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তোমরা অজু পূর্ণ কর, টাখনুর জন্য জাহান্নামের আগুন”।[280]

এ সনদে হাদিসের পুরো অংশ মারফূ‘ হিসেবে বর্ণিত, অথচ পুরো অংশ মারফূ‘ নয়, প্রথমাংশ

---

[280] “আল-ফাসলু লিল ওয়াসলি আল -মুদরাজু ফিন নাকলি”: (৫৮) ও الفصل للوصل المدرج في النقل(٥٩)

272

মাওকুফ ও শেষাংশ মারফূ‘। এতে ইদরাজ হয়েছে হাদিসের শুরুতে। মারফূ‘ □□□«ويل للأعقابِ من النـار» ‘টাখনুর জন্য জাহান্নামের আগুন’। মাওকুফ □□□«أسبغوا الوضوء» ‘তোমরা অজু পূর্ণ কর’। এ অংশ আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর বাণী। মারফূ‘ ও মাওকুফ অংশ পৃথক করা হয়নি বিধায় মুদরাজ। এ জাতীয় ইদরাজ খুব কম, অনেক মুহাদ্দিস বলেছেন: শুরুতে ইদরাজের উদাহরণ শুধু এ হাদিসই।

খতিবে বাগদাদি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: “এখানে ভুল হয়েছে ‘শু‘বা’র ছাত্র আবু কাতান ও শাবাবাহ ইব্ন ফাজারি থেকে। এ ছাড়া শু‘বার অন্যান্য ছাত্র, যেমন আবু দাউদ তায়ালিসি, জারির ইব্ন হাযেম, ইব্ন আবি আয়াস, ইব্ন ‘আলি, ইব্ন জা‘দ, ইব্ন জা‘ফর গুনদার, ইব্ন বাশির, ইয়াযি ইব্ন যুরাই‘, নাদর শুমাইল, ওকি‘ জাররাহ, ইব্ন ইউনুস, মু‘আয মু‘আয সবাই শু‘বা থেকে মারফূ‘ ও মাওকুফ অংশ পৃথক করে বর্ণনা করেছেন”।[281] যেমন শুবার ছাত্র আদম থেকে ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ্ বর্ণনা করেন:

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُـعْبَةُ، قَـالَ: حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قَـالَ: سَـمِعْتُ أَبَا هُرَيْـرَةَ، وَكَـانَ يَمُـرُّ بِنَا وَالنَّاسُ يَتَوَضَّئُونَ مِنَ الْمِطْهَـرَةِ، قَـالَ: أَسْـبِغُوا الْوُضُـوءَ، فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِـمِ صَـلَّى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قَالَ: " وَيْـلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ ".

---

[281] “আল-ফাসলু লিল ওয়াসলি আল-মুদরাজু ফিন নাকলি”: (৫৮)

273

... [illegible]: [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]: [illegible] [illegible] [illegible]: “[illegible] [illegible]”[282] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]

[illegible]:

قال الإمام البخاري –رحمه الله- [في صحيحه برقم:4] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا، قَالَتْ: " أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ، فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ.

وَهُوَ التَّعَبُّدُ, [illegible] اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ [illegible]‘[illegible], [illegible] فَيَتَحَنَّثُ [illegible] [illegible], [illegible] حِنثِ [illegible]:

[282] [illegible]: ([illegible])

﴿ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلۡحِنثِ ٱلۡعَظِيمِ ٤٦ ﴾ [الواقعة: ٤٦]

“[283] [illegible] حنث [illegible]”

[illegible]:

قال الإمام الدارقطني –رحمه الله- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْوَكِيلُ، نا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، نا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ أَوْ رُفْغَيْهِ فَلْيَتَوَضَّأْ ".

[illegible] مَنْ " [illegible] " مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ [illegible] أَوْ أُنْثَيَيْهِ أَوْ رُفْغَيْهِ:[illegible]

[284] [illegible]:

قال الإمام أبو داود –رحمه الله- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَذَكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُضُوءُ، فَقَالَ مَرْوَانُ: وَمِنْ مَسِّ الذَّكَرِ؟،

283 [illegible]: (٤٦)

284 [illegible]: (٤٦)

فَقَـالَ عُـرْوَةُ: مَا عَلِمْتُ ذَلِـكَ. فَقَـالَ مَـرْوَانُ: أَخْبَـرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ، أَنَّهَا سَـمِعَتْ رَسُـولَ اللَّهِ صَـلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ "

[illegible]

[illegible]:

قال الإمام البخاري –رحمه اللـه- حَـدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْـرٍ، قَـالَ: حَـدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِـدٍ، عَنْ سَـعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ، قَالَ: رَقِيتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْـرِ الْمَسْجِدِ فَتَوَضَّأَ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَـارِ الْوُضُـوءِ، فَمَنِ اسْـتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيـلَ غُرَّتَـهُ فَلْيَفْعَلْ "

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ব্যতীত আরো দশজন সাহাবি এ হাদিস বর্ণনা করেছেন, কেউ এ অংশ বর্ণনা করেনি। অধিকন্তু নু ‘আইম ব্যতীত আবু হুরায়রার কোনো ছাত্রও তা বলেনি। আল্লাহ ভালো জানেন ”।[286]

মুদরাজ চিনার উপায় :

১. কতক সময় হাদিসের বাক্য থেকে ইদরাজ বুঝা যায়, যেমন:

قال الإمام البخاري -رحمه الله- [في صحيحه برقم: 2548] حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الصَّالِحِ أَجْرَانِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّي، لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ ".

এ হাদিসের শেষাংশে وَأَنَا مَمْلُوكٌ শব্দ প্রমাণ করে এ অংশ মারফূ‘ নয়, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষে দাসত্বের তামান্না করা অসম্ভব। দ্বিতীয়ত তার মা ছিল না, যার প্রতি তিনি দয়া করবেন। তাই নিশ্চিত এ অংশ আবু হুরায়রার বাণী।[287]

এখানে মূল হাদিস শুধু لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الصَّالِحِ أَجْرَانِ “নেককার গোলামের জন্য দ্বিগুন সাওয়াব ”।

২- কখনো সাহাবি বা কোনো রাবি ইদরাজ বলে দেন, যেমন:

قال الإمام البخاري -رحمه الله- [في صحيحه برقم: 4497] حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ

---

[286] ফাতহুল বারি, বুখারির হাদিস নং : (১৩৬)

[287] আন-নুজহা : (১২৫), ফাতহুল বারী : (৫/২০৮-২০৯)

277

شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةً، وَقُلْتُ أُخْرَى، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ مَاتَ وَهْوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ "، وَقُلْتُ أَنَا: مَنْ مَاتَ وَهْوَ لَا يَدْعُو لِلَّهِ نِدًّا دَخَلَ الْجَنَّةَ

আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ এতে ইদরাজ স্পষ্ট করেছেন।

৩. কখনো অপর সনদ থেকে ইদরাজ জানা যায়, যেমন:

قال الإمام البخاري- رحمه الله- [في صحيحه برقم: 2548] حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الصَّالِحِ أَجْرَانِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّي، لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ ".

এতে মারফূ ‘ ও মাওকুফ স্পষ্ট নয় , তবে এ হাদিসের অপর সনদ থেকে মারফূ ‘ ও মাওকুফ স্পষ্ট হয় , যেমন:

قال الإمام مسلم –رحمه الله- [في صحيحه برقم: 3152] حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ أَجْرَانِ "، وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّي، لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ، قَالَ: وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَكُنْ يَحُجُّ حَتَّى مَاتَتْ أُمُّهُ لِصُحْبَتِهَا

... ... নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: নেককার গোলামের জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব। তার শপথ করে বলছি , যার হাতে আবু

278

হুরায়রার নফস: যদি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ, হজ ও আমার মার প্রতি সদাচরণ না থাকত, তাহলে আমি অবশ্যই পছন্দ করতাম যে, আমি গোলাম অবস্থায় মৃত্যু বরণ করি”। আমাদের নিকট পৌঁছেছে যে, আবু হুরায়রা তার মায়ের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত হজ করতে পারেননি, তাকে সঙ্গ দেওয়ার কারণে”।

288

৪. কোনো হাফেযে হাদিস থেকেও ইদরাজ জানা যায়।
সনদে ইদরাজ :
এ প্রকার বুঝার জন্য মনে রাখতে হবে, সনদে ইদরাজ অর্থ সনদ বর্ধিত করা নয়, বরং এক হাদিস বা তার অংশ বিশেষ অপর হাদিসের সাথে জুড়ে দেওয়া। যখন এক হাদিস বা তার অংশ বিশেষ অপর হাদিসের সাথে জুড়ে দেওয়া হল, তখন এক হাদিসের সনদও অপর হাদিসের সনদে অনুপ্রবেশ ঘটানো হল, এটাই সনদে ইদরাজ, কারণ সনদ ব্যতীত হাদিস হয় না। তাই দুই হাদিস একত্র করা হলে, দু’টি সনদও একত্র করা হয়। ইদরাজের হুকুম :
শব্দের ব্যাখ্যার জন্য ইদরাজ করা বৈধ, তবে হাদিসের অর্থ পাল্টে গেলে ইদরাজ করা হারাম। ইদরাজকে দলিল হিসেবে পেশ করা যায় না, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী নয়।

288 মুসলিম: (১১/১৩৫), হাদিস নং: (৩১৫২)
279

মুদাব্বাজ হাদিস

وَما رَوَى كُلُّ قَـرِينٍ		مُـدَبَّجٌ فَاعْرِفْـهُ حَقّا

“আর যে হাদিস প্রত্যেক সাথী তার ভাই থেকে বর্ণনা করেছে, তাই ‘মুদাব্বাজ’, অতএব ভালো করে তা জেনে রেখ ও নিজেকে ধন্য মনে কর”।

অত্র কবিতায় বর্ণিত ক্রমানুসারে হাদিসের সপ্তবিংশ প্রকার মুদাব্বাজ। মুদাব্বাজ হাদিস শাস্ত্রের শিল্পের অন্তর্ভুক্ত, তার সাথে সহি, হাসান ও দ্বা‘ঈফের সম্পর্ক নেই।

قَرِين অর্থ সাথী, সমবয়সী কিংবা এক উস্তাদের ছাত্র ইত্যাদি। যখন বলা হয়: فلان قرينٌ لفلان তার অর্থ: অমুক অমুকের সাথী, সমবয়সী কিংবা তারা উভয়ে এক উস্তাদের ছাত্র ইত্যাদি। ‘কারিন’ এর বহুবচন أقران যাদের বয়স ও সনদ বরাবর তারা একে অপরের কারিন, উভয়ে আকরান।

ইব্ন হাজার রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: “যদি বর্ণনাকারী ও যার থেকে বর্ণনা করা হয়েছে উভয়ে হাদিস সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে সমান হয়, যেমন উভয়ের বয়স সমান, উভয়ে নির্দিষ্ট শায়খের ছাত্র, তাহলে তাদের একজন থেকে অপরের বর্ণনাকে رواية الأقـران ‘রিওয়াইয়াতুল আকরান’ বলা হয়”।[289]

مُدَبَّجٌ কর্মবাচক বিশেষ্য, ديباجة থেকে উদ্গত, অর্থ রেশমী বস্ত্র, চেহারা ও ভূমিকা ইত্যাদি। ‘মুদাব্বাজ’ শব্দটি ديباجة الوجه থেকে গৃহীত, অর্থ চেহারার পার্শ্ব। দুই

---

[289] আন-নুযহা: (১৫৯)

280

[illegible]
مُدَبَّجٌ [illegible]
[illegible]
[illegible]
[

মাধ্যমে ইমাম মালিক লাইস থেকে ও ইমাম লাইস মালিক থেকে হাদিস বর্ণনা করেন। এখানে লাইস ও মালিক উভয়ে সাথী, কিন্তু একে অপর থেকে বর্ণনা করেছেন হাদির মধ্যস্থায়।

মুত্তাফিক ও মুফতারিক হাদিস

مُتَّفِـقٌ لَفْظًا وَخَطّـاً		وَضِـــــدُّهُ فِيْمَا ذَكَرْنَا

“লিখায় ও উচ্চারণে অভিন্ন নাম মুত্তা[illegible], আর আমরা যা উল্লেখ করেছি তার বিপরীত মুখতালিফ।” অত্র কবিতায় বর্ণিত ক্রমানুসারে হাদিসের অষ্টাবিংশ প্রকার মুত্তাফিক ও মুফতারিক। লেখকের বর্ণনা পদ্ধতি থেকে মুত্তাফিক ও মুফতারিক দু’প্রকার বুঝে আসে, বস্তুত ‘মুত্তাফিক ও মুফতারিক’ এক প্রকার। এ প্রকারের সম্পর্ক সনদের সাথে।

‘মুত্তাফিক ও মুফতারিক’ আভিধানিকভাবে এমন দু’টি বস্তুকে বলা হয়, যাদের মাঝে কোনো বিষয়ে মিল ও কোনো বিষয়ে অমিল রয়েছে, যেমন বলা হয়: قـوم متفق ومفـترق অর্থ ‘এমন জাতি, যাদের দীন এক, তবে মত বিভিন্ন’। দীন এক হওয়ার কারণে তারা মুত্তাফিক, মতামত বিভিন্ন কারণে তারা মুফতারিক।

متفق ومفترق এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে লেখক বলেন: ‘যে রাবিদের নাম লেখায় ও উচ্চারণ এক কিন্তু তাদের ব্যক্তি সত্ত্বা ভিন্ন তাই ‘মুত্তাফিক ও মুফতারিক’’। রাবিদের নামেই লিখায় ও উচ্চারণে মিল সীমাবদ্ধ থাকে না, কখনো তার পরিধি আরো বর্ধিত হয়, যেমন রাবিদের নাম ও তাদের পিতার নাম এক। কখনো রাবিদের নাম, পিতার নাম ও দাদার নাম পর্যন্ত এক হয়, তাদের বংশ এক হলে মিলের পরিসর আরো বর্ধিত হয়। রাবিদের নাম,

284

কিংবা উপনাম, কিংবা বংশ এক হলে শব্দের বিচারে ‘মুত্তাফিক’ বলা হয়, ব্যক্তি সত্ত্বার বিচারে ‘মুফতারিক’ বলা হয়। উদাহরণত সনদে কোনো রাবির নাম আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহ নামে সেকাহ ও গায়রে সেকাহ একস্তরে দু’জন রাবি রয়েছে। তাদের দু’জন থেকে খালিদ নামক রাবি হাদিস শ্রবণ করেছেন। খালিদ যখন বললেন: আমাকে আব্দুল্লাহ বলেছেন। আমরা তার হাদিস সম্পর্কে সহি বা দ্বা‘ঈফ ফয়সালা করব না, যতক্ষণ না আমাদের নিকট হয় তার উস্তাদ কোন্ আব্দুল্লাহ? সেকাহ আব্দুল্লাহ হলে হাদিস সহি, দুর্বল আব্দুল্লাহ হলে হাদিস দ্বা‘ঈফ। তারা উভয়ে সেকাহ হলে যাচাই ব্যতীত সহি বলা যেত। এ প্রকার হাদিস মুত্তাফিক ও মুফতারিক নামে পরিচিত।
‘ইত্তিফাক ও ইফতিরাক’ কখনো শুধু রাবির নামে হয়; কখনো রাবি ও তার পিতার নামে হয়; কখনো রাবি, রাবির পিতা ও দাদার নামে হয়। ‘ইত্তিফাক ও ইফতিরাক’কে উসুলে হাদিসের কিতাবে আট প্রকারে ভাগ করা হয়েছে:
১. একাধিক রাবির নাম ও পিতার নাম এক, যেমন: ইব্ন আহমদ নামে ছয়জন ব্যক্তি রয়েছে, যথা: ক. আবু আব্দুর রহমান ইব্ন আহমদ নাহবি। তিনি আরবি ভাষাবিদ ‘সিবওয়েহ’-
এর উস্তাদ। মুসলিম উম্মায় তাদের নবীর নামানুসারে খলিলের পিতার নাম সর্বপ্রথম আহমদ রাখা হয়।
খ. আবু বশির ইব্ন আহমদ মুযানি।
285

গ. ইব্ন আহমদ ইস্পাহানী।
ঘ. আবু সায়িদ ইব্ন আহমদ সাজাজি,
হানাফি।
ঙ. আবু সায়িদ ইব্ন আহমদ বুসতি।
চ. আবু সায়িদ ইব্ন আহমদ বুসতি, শাফেয়ি।
২. রাবিদের নাম, পিতার নাম ও দাদার নাম এক, যেমন: জাফর ইব্ন হামদান নামে একস্তরে চারজন রাবি আছেন, তাদের সবার শায়খ আব্দুল্লাহ।
ক. আবু বকর জাফর ইব্ন হামদান মালিক ইব্ন আব্দুল্লাহ আল-কাতিয়ি।
খ. আবু বকর জাফর ইব্ন হামদান সাকতি।
গ. জাফর ইব্ন হামদান দিনুরি।
ঘ. জাফর ইব্ন হামদান তারতুসি।
৩. রাবিদের বংশ ও উপনাম এক, যেমন আবু ইমরান আল - জুনি নামে দু’জন রাবি রয়েছে:
ক. আবু ইমরান আব্দুল মালিক আল - জুনি তাবে‘ঈ,
খ. আবু ইমরান ইব্ন সাহাল আল-বুসাইরি
আল - জুনি।
৪. রাবির নাম, পিতার নাম ও বংশ মুত্তাফিক। কাছাকাছি তবকার এরূপ দু’জন রাবি আছেন, দু’জনই আনসারি, যেমন: ইব্ন আব্দুল্লাহ আল - আনসারি ।
ক. কাদি আবু আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্দুল্লাহ মুসান্না আনাস ইব্ন মালিক আল - আনসারি আল-বসরি।

286

খ. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন
যিয়াদ আল - আনসারি আল-বসরি।
তাদের উভয়ের উস্তাদ: ১. হুমাইদ আত-তাওয়িল, ২. সুলাইমান আত-তাইমি, ৩.
মালিক দিনার, ও ৪. ইব্ন খালিদ।
৫. উপনাম ও পিতার নাম মুত্তাফিক, যেমন আবু বকর ‘আইয়াশ, এরূপ তিনজন রাবি রয়েছেন।
ক. বকর ইব্ন ‘আইয়াশ সালেম আল-আসাদি আল-কুফি, তিনি কারি ‘আসেম’ এর কিরাতের
রাবি।
খ. বকর ইব্ন ‘আইয়াশ হিমসি।
গ. বকর ইব্ন ‘আইয়াশ সুলামি।
৬. রাবির নাম ও পিতার উপনাম মুত্তাফিক। এ প্রকার পঞ্চম প্রকারের বিপরীত, যেমন সালেহ আবু সালেহ নামে চারজন আছেন।
ক. ইব্ন আবু সালেহ আল-মাদানি। তিনি
আবু হুরায়রা, আব্বাস প্রমুখ সাহাবিদের থেকে বর্ণনা করেন।
খ. ইব্ন আবু সালেহ যাকওয়ান আস-সুমান, তিনি আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন।
৭. রাবির নাম, অথবা উপনাম, অথবা বংশ মুত্তাফিক, যেমন হাম্মাদ নামে দু’জন ও আব্দুল্লাহ নামে একাধিক রাবি আছেন।
ক. হাম্মাদ যায়েদ,
খ. হাম্মাদ সালামাহ।
আব্দুল্লাহ নামে অনেক রাবি আছেন।
সা ইব্ন সুলাইমান বলেছেন: যদি মক্কায় আব্দুল্লাহ বলা হয়, তার অর্থ আব্দুল্লাহ
287

জুবাইর; যদি মদিনায় আব্দুল্লাহ বলা হয়, অর্থ আব্দুল্লাহ ইব্ন ওমর; যদি কুফায় আব্দুল্লাহ বলা হয়, তার অর্থ ইব্ন মাসউদ; যদি বসরায় আব্দুল্লাহ বলা হয়, অর্থ আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস; যদি খোরাসানে আব্দুল্লাহ
বলা হয়, অর্থ আব্দুল্লাহ ইব্নুল মুবারক; যদি শামে আব্দুল্লাহ বলা হয়, তার ইব্ন আমর ইব্নুল আস। তারা সবাই
সত্ত্বার বিবেচনায় মুফতারিক, তবে
নামের বিবেচনায় মুত্তাফিক।
৮. রাবিদের বংশের নাম মুত্তাফিক, তবে বাস্তবের বিবেচনায় মুফতারিক, যেমন হানাফি দ্বারা বনু হানাফিয়া ও মাযহাবে হানাফি উভয় বুঝায়। বনু হানিফা বংশের রাবি:
ক. বকর আব্দুল কাবির ইব্ন আব্দুল মাজিদ আল-হানাফি এবং তার ভাই উবাইদুল্লাহ হানাফি থেকে ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম হাদিস বর্ণনা করেছেন।
জ্ঞাতব্য : ‘মুত্তাফিক ও মুফতারিকে’র জন্য দুই বা ততোধিক রাবির এক যুগের মুহাদ্দিস, কিংবা এক উস্তাদের ছাত্র, কিংবা উভয় থেকে কোনো রাবি বর্ণনা করেছেন এরূপ হওয়া জরুরি, যেন তাদের নির্ণয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়, তাহলে মুত্তাফিক ও মুফতারিক হবে। যদি তাদের নির্ণয়ে জটিলতা সৃষ্টি না হয়, তাহলে ‘মুত্তাফিক ও মুফতারিক’ হবে না, যেমন তাদের যুগ এক নয়, কিংবা তাদের উস্তাদ এক নয়, কিংবা 288

তাদের ছাত্র এক নয়, তাই এসব ক্ষেত্রে ‘মুত্তাফিক ও মুফতারিক’ হবে না।

মুহমাল:
দু’জন রাবির নাম এক, কিন্তু কাউকে পৃথক করে বর্ণনা করা হয়নি, ফলে তাদের চিহ্নিত করা দুষ্কর। এরূপ রাবিদের মুহমাল বলা হয়, যেমন বুখারিতে আহমদ নামে একজন রাবি আছেন, তার ছাত্র ওহাব নির্দিষ্ট করে বলেননি আহমদকে: ইব্ন সালেহ, আহমদ ইব্ন ঈসা। তাই আহমদ মুহমাল।

289

‘মুতালিফ ও মুখতালিফ ’ হাদিস

مُؤْتَلِفٌ مُتَّفِقُ الْخَـطِّ		وَضِـــدُّهُ مُخْتَلِــفٌ

‘মু ’তালিফ’: যা শুধু লিখায় সাদৃশ্যপূর্ণ , আর তার বিপরীত মুখতালিফ , অতএব ভুল থেকে সাবধান থেকো”। অত্র কবিতায় বর্ণিত ক্রমানুসারে হাদিসের ঊনবিংশ প্রকার মু ’তালিফ ও মুখতালিফ। পূর্বে বর্ণিত প্রকার ও এ প্রকার খুব কাছাকাছি। এ প্রকারের সম্পর্কও সনদের সাথে।

مُؤْتَلِفٌ ‘মু ’তালিফ’ অর্থ মিলপূর্ণ , এখানে অর্থ লিখায় সাদৃশ্যপূর্ণ। مُخْتَلِـفٌ অর্থ পৃথক , এখানে অর্থ রাবিগণ ও তাদের নামের উচ্চারণ পৃথক। এক বস্তুর যদি অপর বস্তুর সাথে কতক বিষয়ে মিল ও কতক বিষয়ে অমিল থাকে , তাহলে ‘মুতালিফ ও মুখতালিফ ’ বলা হয়।

‘মুতালিফ ও মুখতালিফে ’র পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে লেখক বলেন : “একাধিক রাবির নাম লিখায় সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে উচ্চারণ পৃথক হলে ‘মু ’তালিফ ও মুখতালিফ ’ বলা হয়। আভিধানিকভাবে এ প্রকারকে মু ’তালিফ ও মুফতারিক বলা যায় , কারণ মুখতালিফ ও মুফতারিক অর্থ এক।

লেখকের বর্ণনা রীতি থেকে ‘মু ’তালিফ ও মুখতালিফ ’ দু ’প্রকার বুঝে আসে , বিশেষ করে وضِدُّهُ শব্দ এ ধারণাকে শক্তিশালী করে , অথচ উভয় একপ্রকর।

লেখক فَـاخْشَ الغَلَـطَ বলে ‘ভুল থেকে সতর্ক করেছেন’। কারণ, এ অধ্যায়ে ভুল হওয়া

290

স্বাভাবিক, এতে কিয়াস ও গবেষণার কোনো দখল নেই, যার উপর ভিত্তি করে শুদ্ধ উচ্চারণ নির্ণয় করা সম্ভব হয়। তাই মুহাদ্দিসগণ এ অধ্যায়কে গুরুত্বসহ গ্রহণ করেছেন। উদাহরণত سلام ও سلّام দু’টি শব্দ, প্রথম শব্দের উচ্চারণ সালাম, দ্বিতীয় শব্দের উচ্চারণ সাল্লাম, লিখায় পার্থক্য নেই, উচ্চারণে শুধু তাশদীদের পার্থক্য। অনুরূপ عُمارة ও عِمارة দু’টি শব্দ, প্রথম শব্দের উচ্চারণ উমারাহ, দ্বিতীয় শব্দের উচ্চারণ ইমারাহ, লিখায় পার্থক্য নেই, উচ্চারণে শুধু কাসরা ও দাম্মার পার্থক্য। অনুরূপ حزام ও حرام দু’টি শব্দ, প্রথম শব্দের উচ্চারণ হিযাম, দ্বিতীয় শব্দের উচ্চারণ হারাম, লিখায় শুধু একটি নোকতার পার্থক্য। অনুরূপ بَشير ও بُشير দু’টি শব্দ, প্রথম শব্দের উচ্চারণ বাশির, দ্বিতীয় শব্দের উচ্চারণ বুশাইর, লিখায় তফাৎ নেই, উচ্চারণে শুধু ফাতহা ও দাম্মার পার্থক্য। অনুরূপ حَميد ও حُميد প্রথম শব্দের উচ্চারণ হামিদ, দ্বিতীয় শব্দের উচ্চারণ হুমাইদ, লিখায় পার্থক্য নেই, উচ্চারণে শুধু ফাতহা ও দাম্মার পার্থক্য। এ শব্দগুলোর লেখার আকৃতি এক, কিন্তু উচ্চারণ ভিন্ন, সচেতন না হলে ভুল হওয়া স্বাভাবিক।

‘মু’তালিফ ও মুখতালিফে’র কয়েকটি অবস্থা:

১. রাবিদের নামের বর্ণ এক, তবে হরকত ও উচ্চারণ পৃথক, যেমন سلام ও سلّام দু’টি শব্দ, প্রথম শব্দের উচ্চারণ সালাম, দ্বিতীয়

291

শব্দের উচ্চারণ সাল্লাম। بَشير ও بُشير প্রথম শব্দের উচ্চারণ বাশির, দ্বিতীয় শব্দের উচ্চারণ বুশাইর। حَميد ও حُميد প্রথম শব্দের উচ্চারণ হামিদ, দ্বিতীয় শব্দের উচ্চারণ হুমাইদ ইত্যাদি। এসব নামের বর্ণ ও আকৃতিতে কোনো পরিবর্তন নেই, তবে হরকত ও উচ্চারণ ভিন্ন।

২. রাবিদের নামের বর্ণের আকৃতি এক, কিন্তু নোকতা পৃথক, خازم ও حازم’ নামের আকৃতি এক, তবে প্রথমটিতে নোকতা আছে দ্বিতীয়টিতে নোকতা নেই। অনুরূপ حضين و حصين দু’টি নামের আকৃতি এক, তবে প্রথমটিতে নোকতা আছে, দ্বিতীয়টিতে নোকতা নেই। এসব বর্ণের আকৃতি এক, শুধু নোকতায় পার্থক্য।

৩. রাবিদের নামের বর্ণের লেখার আকৃতি এক, কিন্তু বর্ণ পৃথক, যেমন حِبَّان ও حَيَّان ‘হিব্বান ও হাইয়ান’। عباس ও عياش ‘আব্বাস ও ‘আইয়াশ’। অনুরূপ خياط ও حباط ‘খাইয়াত ও হাব্বাত’ ইত্যাদি দু’টি নামের বর্ণের আকৃতি এক, তবে বর্ণ দু’টি পৃথক, একটিতে ب অপরটিকে ي রয়েছে।

‘মুত্তাফিক ও মুফতারিক’ এবং ‘মুতালিফ ও মুখতালিফ’ প্রকারে রাবিগণ পৃথক সন্দেহ নেই, কিন্তু তাদের নাম এক তাই মুত্তাফিক বলা হয়। রাবিদের নাম ও নামের উচ্চারণ পৃথক হলে মু’তালিফ ও মুখতালিফ। রাবিদের নাম ও উচ্চারণ এক হলে মুত্তাফিক ও মুফতারিক।

এ প্রকার ইলমের উপকারিতা :

292

২. যেসব ‘মু ’তালিফ ও মুখতালিফ ’ কোনো নিয়মের অধীনে নেয়া সম্ভব নয় , সেগুলো শুনে মুখস্থ করা জরুরি।

অধীন নামগুলোকে ইব্‌নুস সালাহ প্রমুখ দু ’ভাগে ভাগ করেছেন।

১. সাধারণ নিয়মের অধীন নাম , যেমন কতক রাবির ক্ষেত্রে বলা যায় তাদের নামের উচ্চারণ এভাবে, অবশিষ্টগুলো ওভাবে। যেমন سـلاّم ‘সাল্লাম ’ নামগুলো তাশদীদ যুক্ত , পাঁচটি নাম ব্যতীত , যথা:

- ক. ইব্‌ন সালাম সাহাবি।
- খ. ইব্‌ন সালাম বুখারি।
- গ. মুহাম্মদ ইব্‌ন নাহিদ।
- ঘ. ইব্‌ন আব্দুল ওয়াহহাব সালাম মুতাযেলি জুব্বায়ি।
- ঙ. ইব্‌ন মিশকাম।

এ পাঁচটি নামের উচ্চারণ ‘সালাম ’, এ ছাড়া সকল سلاّم তাশদীদ যুক্ত , অর্থাৎ তাদের উচ্চারণ ‘সাল্লাম ’।

২. নির্দিষ্ট কিতাব হিসেবে কতক নামের নিয়ম বলা যায় , যেমন বুখারি , মুসলিম ও মুয়াত্তায় এ নামে শুধু অমুকে আছেন , যার উচ্চারণ এভাবে।

জ্ঞাতব্য : হাদিস শাস্ত্রের এ প্রকার জানা খুব জরুরি , যেসব মুহাদ্দিস হাদিসের এ প্রকার জানে না , তারা অধিক ভুল করেন ও বরাবর লজ্জিত হন। এ জাতীয় নাম খুব বেশী , যার কোনো নিয়ম নেই, অনেক নাম দেখে বিভ্রাটে

294

পড়তে হয়। সকল রাবিকে জানা ব্যতীত এ ইলম হাসিল হয় না।

এ বিষয়ে লিখিত কিতাব :

‘মুতালিফ ও মুখতালিফে ’র উপর সর্বপ্রথম কিতাব লিখ জা ‘ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন হাবিব আল -বাগদাদি , তার কিতাবের নাম : (المؤتلف والمختلف) في أسماء القبائل তবে তার কিতাব ছিল ব্যাপক , সেখানে মুহাদ্দিস ও গায়রে মুহাদ্দিস সবার নাম ছিল। মুহাদ্দিসদের নামের উপর সর্বপ্রথম ও মুখতালিফ লিখেন আব্দুল গনি ইব্‌ন সায়িদ , তার কিতাবের নামও (المؤتلف والمختلف)

মুতাশাবেহ

উসুলে হাদিসের কিতাবসমূহে এ অধ্যায়ে তৃতীয় একপ্রকার উল্লেখ করা হয় ‘মুতাশাবেহ ’, যা পূর্বের দু ’প্রকার থেকে গঠিত। যেমন রাবিদের নাম এক , যাদের পিতার নাম লেখায় সাদৃশ্যপূর্ণ , তবে উচ্চারণ ভিন্ন যথা محمد بن عقيل ইব্‌ন আকিল ও محمد بن عقيل ইব্‌ন উকাইল। প্রথম ব্যক্তি নিশাপুরি , দ্বিতীয় ব্যক্তি ফিরইয়াবি। উভয়ে প্রসিদ্ধ ও এক যুগের ব্যক্তিত্ব।

রাবিদের নাম সাদৃশ্যপূর্ণ , উচ্চারণে ভিন্ন , তবে পিতাদের নাম এক , যেমন شريح بن النعمان ইব্‌ন নুমান ও سريج بن النعمان ইব্‌ন নুমান। প্রথম রাবি তাবে ‘ঈ, আলি রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে হাদিস বর্ণনা করেন। দ্বিতীয় রাবি ইমাম বুখারির শায়খ।

295

অনুরূপ একাধিক রাবি ও তাদের পিতার নাম এক, তবে বংশ পৃথক, তবুও এ প্রকার ভুক্ত।
এ জাতীয় নামের ভুল-ভ্রান্তি থেকে বাচার পদ্ধতি হচ্ছে এ বিষয়ে লিখিত কিতাব পাঠ করা, শায়খদের থেকে শ্রবণ করা এবং ভাল করে তাদের নামগুলো জেনে নেয়া ও স্মরণ রাখা।

296

মুনকার হাদিস

وَالْمُنْكَـرُ الْفَـرْدُ بِـهِ		تَعْدِيْلُـــهُ لا يَحْمِـــلُ

‘মুনকার ’: একজন রাবির ব ফার্দ , যার আদালত নিঃসঙ্গতা ধারণ করতে পারে না ”। অত্র কবিতায় বর্ণিত ক্রমানুসারে হাদিসের ত্রিংশ প্রকার মুনকার। এ প্রকার যদি লেখক শাযের সাথে উল্লেখ করতেন , তাহলে ভালো হত , কারণ শায হাদিসে যেরূপ মুখালিফাত রয়েছে , এখানেও মুখালিফাত আছে। শায হাদিসে সেকাহ বা মাকবুল রাবি তাদের চেয়ে উত্তম রাবির মুখালিফাত করেন ; আর মুনকার হাদিসে দ্বা ‘ঈফ রাবি সেকাহ রাবির মুখালিফাত করে।

مُنْكَـــــــــرُ ’ কর্মবাচক বিশেষ্য , অর্থ প্রত্যাখ্যাত , অস্বীকৃত ও অপরিচিত।

‘মুনকার ’ এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে লেখক বলেন: “ সে ফার্দ হাদিস , যা শুধু একজন রাবি বর্ণনা করেছে, যার একা আদালত গ্রহণযোগ্য নয় ”। ইব্‌ন মাজাহ বর্ণনা করেন :

قال ابن ماجة القزويني -رحمه الله- حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْـرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَدَنِيُّ، حَـدَّثَنَا هِشَـامُ بْنُ عُـرْوَةَ، عَنْ أَبِيـهِ، عَنْ عَائِشَـةَ، قَـالَتْ: قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: " كُلُـوا الْبَلَحَ بِـالتَّمْرِ، كُلُوا الْخَلَقَ بِالْجَدِيدِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَغْضَب، وَيَقُـولُ: بَقِيَ ابْنُ آدَمَ حَتَّى أَكَلَ الْخَلَقَ بِالْجَدِيدِ "

ইয়াহইয়া ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন কায়েস আল - মাদানি দুর্বল , যার একলা বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়।[290] অতএব মুনকার।

---

[290] মাজাহ : (৩৩৩০), সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ি : (৬৬৮৭)

297

ইমাম মুসলিম সহি ‘মুসলিমে ’র ভূমিকায় মুনকারের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন :

"وَعَلَامَـةُ الْمُنْكَـرِ فِي حَـدِيثِ الْمُحَـدِّثِ، إِذَا مَا عُرِضَـتْ رِوَايَتُهُ لِلْحَدِيثِ عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْحِفْظِ وَالرِّضَا، خَـالَفَتْ رِوَايَتُـهُ رِوَايَتَهُمْ، أَوْ لَمْ تَكَـدْ تُوَافِقُهَـا، فَـإِذَا كَـانَ الأَغْلَبُ مِنْ حَدِيثِـهِ كَـذَلِكَ، كَـانَ مَهْجُـورَ الْحَـدِيثِ غَيْـرَ مَقْبُولِهِ وَلَا مُسْتَعْمَلِهِ".

“আর মুহাদ্দিসের হাদিসে মুনকারের নিদর্শন : যখন তার বর্ণিত হাদিসটি অধিক স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ও গ্রহণযোগ্য মুহাদ্দিসের বর্ণিত হাদিসের সামনে রাখা হয়, তার বর্ণনা তাদের বর্ণনার বিপরীত সাব্যস্ত হয় , অথবা তাদের বর্ণনার সাদৃশ্য হয় না , যদি তার অধিকাংশ হাদিস এরূপ হয় , তাহলে হাদিসের ক্ষেত্রে সে পরিত্যক্ত , অগ্রহণযোগ্য ও তার হাদিস আমল যোগ্য নয় ”।[291]

সালাহ রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন : “মুনকার দু ’প্রকার : ক. সেকাহ রাবির বিপরীত দুর্বল রাবির বর্ণনা। খ . এমন [দুর্বল] ফার্দ হাদিস , যার একলা বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয় ”।

ইব্‌ন হাজার রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন : “দুর্বল রাবি যদি সেকাহ রাবির বিরোধিতা করে , তাহলে সেকাহ রাবির হাদিসকে মারূফ ও দুর্বল রাবির হাদিসকে মুনকার বলা হয় ...”[292] অতএব হাফেয মুনকারের জন্য দু ’টি শর্তারোপ করেন : ১. রাবির দুর্বল হওয়া এবং ২ . অধিক সেকাহ রাবির

---

[291] মুকাদ্দামাতু মুসলিম : (১/৭)

[292] আন-নুযহা : (পৃ .৯৮)

298

বিরোধিতা করা। এ দু’শর্ত যুক্ত হাদিস মুনকার।
হাফেয রাহিমাহুল্লাহ্ অন্যত্র বলেন: “মাজহুল রাবির একলা বর্ণনা, অথবা দুর্বল স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন রাবির একলা বর্ণনা, অথবা এক শায়খের ক্ষেত্রে দুর্বল অপর শায়খের ক্ষেত্রে দুর্বল নয় রাবির একলা বর্ণনা, যার পক্ষে মুতাবে‘ বা শাহেদ নেই, এ জাতীয় হাদিসও একপ্রকার মুনকার, যা অনেক মুহাদ্দিসের লিখনিতে পাওয়া যায়”।

293

সারাংশ: মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন অর্থে ‘মুনকার’ প্রয়োগ করেন, যেমন:
১. কেউ বলেন: মাতরুক রাবির মুফরাদ বর্ণনা মুনকার।
২. কেউ বলেন: সেকাহ রাবির বিপরীত দুর্বল রাবির হাদিস মুনকার।
৩. কেউ বলেন: দুর্বল রাবির একা বর্ণিত হাদিস মুনকার।
৪. কেউ বলেন: যারা হাফেযে হাদিস নয়, তাদের মুফরাদ বর্ণনা মুনকার।
৫. কেউ বলেন: শরীয়তের প্রসিদ্ধ বিধান কিংবা অকাট্যভাবে প্রমাণিত বিষয়ের মুখালিফ বর্ণনা মুনকার।
৬. কেউ বলেন: জাল হাদিস মুনকার, ইত্যাদি।

293 আন-নুকাত: (২/৬৭৫)
299

মাতরুক হাদিস

مَتْرُوكُهُ مَا وَاحِـدٌ بِـهِ		وَأَجْمَعُـــوا لِضَـــعْفِهِ

“যে হাদিস একলা কোনো রাবি বর্ণনা করেছেন, যার দুর্বলতার উপর সবাই একমত, তাই ‘মাতরুক’ বা পরিত্যক্ত”। অত্র কবিতায় বর্ণিত ক্রমানুসারে হাদিসের একত্রিংশ প্রকার মাতরুক।

مَتْـــرُوكٌ এর আভিধানিক অর্থ পরিত্যক্ত, পরিত্যাজ্য ও বাতিল।

‘মাতরুক’ এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে লেখক বলেন: “সবার নিকট দুর্বল রাবির একলা বর্ণিত হাদিস মাতরুক এবং তাই পরিত্যক্ত”। □□□□□أجمعـــــوا ক্রিয়ার সর্বনাম দ্বারা উদ্দেশ্য মুহাদ্দিসগণ। অর্থাৎ মিথ্যার অপবাদে দুষ্ট, অথবা সমাজে মিথ্যুক হিসেবে পরিচিত, অথবা বেদীন, অথবা অধিক ভুলকারী বা অন্যমনস্ক ইত্যাদি কারণে সকল মুহাদ্দিসের নিকট দুর্বল রাবির বর্ণিত হাদিস মাতরুক, ওমর ইব্‌ন হারুন। ইমাম তিরমিযি[294] রহ. বলেন:

قال الإمـام الترمـذي -رحمه اللـه- حَـدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَـدَّثَنَا عُمَــرُ بْنُ هَـارُونَ، عَنْ أُسَــامَةَ بْنِ زَيْــدٍ، عَنْ عَمْــرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَـدِّهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَـلَّى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا»

আহলে ইলম এ হাদিসকে মাতরুকের উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছেন কারণ এ সনদে ওমর ইব্‌ন হারুন মাতরুক। কতক মুহাদ্দিস তাকে মিথ্যার অপবাদে দুষ্ট বলেছেন। শায়খ

---

[294] তিরমিযি : (২৭৬২)

300

আলবানি রাহিমাহুল্লাহ্ এ হাদিসকে মাওদু‘ বলেছেন।
যে রাবি মানুষের সাথে মিথ্যা বলেছে প্রমাণ আছে, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর মিথ্যা বলার প্রমাণ নেই, হাদিসের পরিভাষায় তাকে মিথ্যার অপবাদে দুষ্ট বলা হয়। তার হাদিস জাল নয়, কারণ সে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর মিথ্যা বলেছে প্রমাণিত হয়নি। এ ব্যক্তি সকল মুহাদ্দিসের নিকট মাতরুক, তার হাদিস ‘মারদুদ’ ও প্রত্যাখ্যাত। অতএব বিতর্কিত রাবি মাতরুক নয়।
কতক মুহাদ্দিস অধিক দুর্বল, অথবা অতিমাত্রায় ভুলকারী, অথবা অধিক অমনোযোগী, অথবা ফাসেকের একক বর্ণনা, অথবা বিদ‘আতের দিকে আহ্বানকারী, অথবা ইমামদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীর হাদিসকে মাতরুক বলেছেন। কেউ জাল ও মুনকার হাদিসকেও মাতরুক বলেছেন। কখনো মানসুখ হাদিসকে মাতরুক বলা হয়।
মাতরুক হাদিসের হুকুম:
মাওদু হাদিসের ন্যায় মাতরুক শাহেদ ও মুতাবে‘ হতে পারে না, তবে ‘মাওদু’ থেকে উত্তম, যদিও উভয়ের হুকুম এক। মাতরুকের দুর্বলতা কখনো দূর হয় না, তাই তার থাকা না- থাকা উভয় সমান।

মাওদু ‘ হাদিস

وَالْكَـــذِبُ الْمُخْتَلَـــقُ		عَلى النَّبيْ فَـــذَلِكَ

“নবীর উপর সৃষ্ট ও বানোয়াট হাদিসই মিথ্যা এবং তাই মাওদু ‘”। অত্র কবিতায় বর্ণিত ক্রমানুসারে হাদিসের দ্বাত্রিংশ প্রকার মাওদু ‘।

লেখক রাহিমাহুল্লাহ কবিতার শুরুতে হাদিসের সর্বোত্তম প্রকার ‘সহি ’র আলোচনা করেছেন, সর্বশেষ করেছেন নিকৃষ্ট প্রকার ‘মাওদু ‘র আলোচনা। সহি ও মাওদু ‘র মাঝে হাদিসের বিভিন্ন প্রকার উল্লেখ করেছেন।

موضوع কর্মবাচক বিশেষ্য وَضْع ক্রিয়া বিশেষ্য থে , অর্থ বানোয়াট , তৈরিকৃত ও নির্মিত। কবিতায় উল্লেখিত مصنوع و مختلق সামর্থবোধক শব্দ। ‘মাওদু ’র আরেক অর্থ الشيء المحطوط অর্থাৎ জমিনে পতিত বস্তু।

‘মাওদু ’র পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন : “নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর বানোয়াট ও রচনাকৃত কথাই মাওদু ”। রাবির ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সকল রচনাকে মাওদু ‘ বলা হয়।

মাওদু হাদিস বর্ণনাকারীগণ পাঁচ প্রকার :

জা ওযি[295] রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন : “যেসব রাবিদের হাদিসে মাওদু ‘, মিথ্যা ও মাকলুব প্রবেশ করেছে তারা পাঁচ প্রকার :

---

[295] আল-মাওদু ‘আত: (১৫-১৭)

302

১. এক শ্রেণির মুহাদ্দিসের উপর বৈরাগ্য ও দুনিয়ার প্রতি অনীহা প্রবল ছিল, ফলে তারা যত্নসহ হাদিস মুখস্থ করেনি, মানুষের কথা ও হাদিস পৃথক করার বিদ্যা অর্জন করেনি। তাদের কারো কিতাব হারিয়ে গিয়েছিল, অথবা কোনো অগ্নি দুর্ঘটনায় পুড়ে গিয়েছিল, অথবা তারা নিজেদের কিতাবসমূহ মাটিতে দাফন করেছিল, অতঃপর মুখস্থ হাদিস বলে অনেক ভুল করেছেন। কখনো মুরসালকে মারফূ‘ ও মাওকুফকে মুসনাদ বর্ণনা করেছেন। কখনো সনদ পাল্টেছেন, কখনো এক হাদিসের সাথে অপর হাদিস একত্র করেছেন।
২. এক শ্রেণির মুহাদ্দিস ইলমে হাদিসের জন্য কষ্ট স্বীকার করেনি, ফলে তারাও ভুল করেছে, কখনো কঠিন ভুল করেছে।
৩. কতক সেকাহ মুহাদ্দিস শেষ বয়সে স্মৃতি শক্তি হ্রাসের কারণে হাদিসে ভুল করেছেন।
৪. এক শ্রেণির মুহাদ্দিস ছিল গাফেল ও সরলমনা। তারা কয়েক প্রকার: কেউ হাদিস শুনেই গ্রহণ করতেন, যদি বলা হত বলুন, তারা বলতেন। তাদের কতক সন্তান অথবা মুন্সি তাদেরকে হাদিস রচনা করে দিত, তারা নিজেদের অজান্তে তা বর্ণনা করতেন। কেউ শায়খের অনুমতি ব্যতীত তার হাদিস বর্ণনা করত, তার ধারণায় এরূপ করা বৈধ ছিল। জনৈক গাফিলকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: এটা কি তোমার শ্রবণকৃত খাতা? সে বলল: না, তবে যার শ্রবণকৃত সে মারা গেছে, আমি তার পরিবর্তে বর্ণনা করছি।
303

৫. এক শ্রেণির লোক ইচ্ছাকৃতভাবে হাদিস রচনা করেছে। তারা তিন প্রকার:
ক. কতক লোক প্রথম ভুল বর্ণনা করেছে, কিন্তু সঠিক হাদিস জানার পর মিথ্যার অপবাদ থেকে বাঁচার জন্য ভুল ত্যাগ করেনি।
খ. কতক লোক মিথ্যাবাদী ও দুর্বল রাবিদের নাম তাদলিস করে তাদের হাদিস বর্ণনা করেছে। গ. কতক লোক জেনে-বুঝে মিথ্যা বলেছে, তারা ভুলে বলেনি, অপরের মিথ্যা হাদিসও বর্ণনা করেনি, বরং নিজেরা রচনা করেছে। তারা কখনো সনদে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে, কখনো অপরের হাদিস চুরি করেছে, কখনো নিজেরা জাল হাদিস রচনা করেছে।
হাদিস রচনার কারণ:
দীনের প্রতি বিদ্বেষ ও দ্বীনকে বিকৃত করার হীন উদ্দেশ্যে কেউ হাদিস রচনা করেছে। কেউ জাতি, ভাষা ও জাতীয়তাবাদের পক্ষে হাদিস রচনা করেছে। কেউ মতবাদ কিংবা মাযহাবের সমর্থনে হাদিস রচনা করেছে। কেউ ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য হাদিস রচনা করেছে। কেউ প্রসিদ্ধি পাওয়ার ইচ্ছায় হাদিস রচনা করেছে। কেউ সম্পদ অর্জন ও শাসকের নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে হাদিস রচনা করেছে। কেউ সুন্দর বাণীর জন্য সনদ তৈরি করে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পৃক্ত করেছে।
হিব্বান রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: “কতক লোক অল্প জ্ঞান ও শয়তানের প্ররোচনার কারণে কল্যাণের প্রতি আহ্বান ও পাপ থেকে বিরত 304

রাখার নিমিত্তে মনগড়া ফযিলত ও শাস্তির হাদিস রচনা করে সেকাহ রাবিদের সনদে প্রচার করেছে। তিনি বলেন: রহমান ইব্ন মাহদি রাহিমাহুল্লাহ্ ‘মায়সারাহ

296

আব্দে
রাব্বিহি’কে জিজ্ঞাসা করেন: ‘অমুক সূরা পাঠ করলে অমুক ফযিলত রয়েছে’। এ জাতীয় হাদিস তুমি কোথায় পেয়েছ? সে বলল: আমি মানুষদেরকে কুরআনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার জন্য এসব রচনা করেছি”।

297

জাল হাদিস চেনার পদ্ধতি:
সনদ ও মতন উভয় থেকে জাল হাদিস চেনা যায়। সনদ থেকে জাল হাদিস চেনার একাধিক পদ্ধতি রয়েছে, যেমন খোদ হাদিস রচনাকারীর স্বীকারোক্তি; কোনো রাবির জন্ম ও তার শায়খের মৃত্যু ব্যবধান প্রমাণ করে তাদের সাক্ষাত অসম্ভব;

298 সনদে মিথ্যাবাদী রাবির
উপস্থিতি; অথবা কোনো মুহাদ্দিস বলল যে, এ হাদিস অমুক মিথ্যাবাদী রাবি অমুক শায়খ থেকে একলা বর্ণনা করেছে, বিশেষ করে শায়খ যদি প্রসিদ্ধ ও তার ছাত্র সংখ্যা অনেক হয়, তাহলে এ ধারণা প্রবল হয়, কারণ অনেকের মাঝে সে একা সন্দেহের পাত্র।

296 সে হাদিস রচনাকারী মিথ্যুক, কুরআনের ফযিলতের উপর একাধিক হাদিস রচনা করেছে সে।
297

‘আল-মাজরূ’ লি ইব্ন হিব্বান: (১/৬৪)
298 যেমন কোনো রাবি বলল, আমাকে অমুক শায়খ বলেছেন, অতঃপর জানা গেল যে, শায়খের মৃত্যুর পর তার জন্ম। এখানে রাবি মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। হয়তো সে মাধ্যম গোপন করেছে, কিংবা নিজে রচনা করেছে। এখানে রাবি স্বীকার করেনি, কিন্তু তার জন্ম তারিখ প্রমাণ করে হাদিসটি তার রচিত। 305

[illegible][illegible][illegible][

[illegible]

[illegible]:

[illegible]:

"مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ"

[illegible][302]

«مَنْ حَدَّثَ عَنِّي، بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ»

[302] [illegible]: (1)

“যে আমার পক্ষ থেকে কোন হাদিস বর্ণনা করল, যা সে মিথ্যা মনে করছে, সেও একজন মিথ্যুক”।

303

হাদিস রচনাকারীর তওবা গ্রহণযোগ্য নয়: হাদিস রচনাকারীর তওবা গ্রহণযোগ্য নয় কয়েকটি কারণে, যেমন:
১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কেউ যেন মিথ্যা বলার সাহস না হয়, তবে তার তাওবা আল্লাহ ও তার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকবে।
২. মিথ্যা তওবা প্রকাশ করে কেউ যেন জাল হাদিস প্রচলন করার সুযোগ না পায়।
৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর মিথ্যা বলা অন্য কারো উপর মিথ্যা বলা সমান নয়, কারণ তার উপর মিথ্যা বলার অর্থ মানুষের জন্য দীন তৈরি করা, যার স্বপক্ষে আল্লাহ কোনো প্রমাণ নাযিল করেননি।
৪. জাল হাদিস রচনাকারী তওবার ক্ষেত্রেও মিথ্যা বলতে পারে, বিশেষ করে এতে যদি তার স্বার্থ থাকে। কেউ বলেছেন: তার তওবা শুদ্ধ হবে না, যদিও সে তওবা করে, কারণ তার জাল হাদিস মানুষের মাঝে ছড়িয়ে গেছে।
ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: ‘বিশুদ্ধ মতে তার তওবা গ্রহণযোগ্য ও তার হাদিস বর্ণনা করা দূরস্ত আছে, যেমন কাফের

303 মুসলিম। আন-নুযহা: (পৃ.১২১-১২২)
308

ব্যক্তির ইসলামের পর সাক্ষ্য গ্রহণ করা দুরস্ত আছে’।

304

জাল হাদিসের উপর লিখিত কয়েকটি গ্রন্থ: মাওদু হাদিসের সংখ্যা অনেক। অনেক আলেম এ বিষয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন, যেমন: ১. ‘আল-লাআলিল মাসনু‘আহ ফিল আহাদিসিল মাওদু‘আহ’। ২. ‘আল-ফাওয়েদুল মাজমু‘আহ ফিল আহাদিসিল মাওদু‘আহ’ লিশ শাওকানি। ৩. ‘আল-‘আত’ লি ইব্নিল জাওযি।

304 মুসলিমের ব্যাখ্যা গ্রন্থ: (১/৭০)
309

মানযুমাতুল বাইকুনিয়াহ

وَقَــدْ أَتَتْ كَـالْجَوْهَرِ		سَـــمَّيْتُهَا مَنْظُوْمَــةَ
فَـوْقَ الثَّلاثِينَ بِـأَرْبَعٍ		أَبْيَاتُهَا ثُمَّ بِخَيْـــــــرٍ

“আর এ কবিতা সুরক্ষিত মুতির মত লিপিবদ্ধ হয়েছে , আমি যার নাম রেখেছি ‘মানযুমাতুল বাইকুনি ’। চৌত্রিশটি পঙক্তিতে তার প্রকারগুলো বিধৃত হয়েছে , অতঃপর কল্যাণের সাথে তার সমাপ্তি হল ”।

লেখক রাহিমাহুল্লাহ কবিতার শুরুতে সহি হাদিসের বর্ণনা দিয়েছেন , যা হাদিসের মধ্যে সর্বোত্তম প্রকার। তিনি বলেছেন :

أَوَّلُها الصَّـحِيحُ وَهْـوَ		إسْنادُه ولمْ يَشُــذَّ أو

আর সর্বশেষ বর্ণনা করেছেন মাওদু ‘ হাদিস , যা হাদিসের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রকার , যেমন তিনি বলেছেন :

وَالْكَــذِبُ الْمُخْتَلَــقُ		عَلى النَّبيْ فَـــــذَلِكَ

এভাবে তিনি সুন্দর সমাপ্তি করেছেন।

جـــوْهَرِ অর্থ মাণিক্য ও জহরত مكّنُــونِ অর্থ আচ্ছাদিত ও সুরক্ষিত। লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ ইলমে হাদিস তথা হাদিসের পরিভাষার উপর লিখিত তার গ্রন্থকে আচ্ছাদিত মাণিক্যের সাথে তুলনা করেছেন , কারণ এতে সর্বোত্তম ইলমের অনেক প্রকার অত্যন্ত সংক্ষেপে বিধৃত হয়েছে। কবিতার প্রত্যেক পঙক্তির অন্ত্যমিল , মাত্রাজ্ঞান ও শব্দ চয়ন খুব সুন্দর হয়েছে , তাই তিনি এ গ্রন্থকে আচ্ছাদিত মাণিক্যের সাথে তুলনা

310

(১০৮০হি.), মোতাবেক (১৬৬৯খৃ.), তবে তার জন্ম তারিখ ও মৃত্যুর দিন সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

আমাদের ধারণা লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ নিখাদ ইখলাস থেকে বিস্তারিত পরিচয় দেননি। তাই তার গ্রন্থের গ্রহণযোগ্যতা ব্যাপক। অনেক বড় বড় ব্যক্তিত্ব তার মানযূমার ব্যাখ্যা ও টিকা লিখেছেন, যেমন হামাবি, দিমইয়াতি ও যারকানি রাহিমাহুল্লাহ্ প্রমুখগণ। তার মানযুমাহ ইরাকি রাহিমাহুল্লাহ্ রচিত الألفية এর নির্যাস।

أبيات বহুবচন, একবচন بيت অর্থ নির্দিষ্ট নিয়মে নির্মিত কবিতা। লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ فوق الثلاثين বলে পঙক্তির সংখ্যা ৩৪-টি বলে দিয়েছেন, যেন তার কোনো পঙক্তি বিলুপ্ত না হয়, কিংবা কেউ এতে বৃদ্ধি করতে না পারে। কবিতার বিশুদ্ধ পাণ্ডুলিপিতে أبيات শব্দ রয়েছে, যার ভিত্তিতে শায়খ দিমইয়াতি ও শায়খ হামাবি প্রমুখ মানযুমার ব্যাখ্যা লিখেছেন।

কতক পাণ্ডুলিপিতে أبياتها□□□□□□ পরিবর্তে أقسامها রয়েছে, যার অর্থ ‘মানযুমায় বর্ণিত প্রকার সংখ্যা চৌত্রিশটি’। এ অর্থও সঠিক, কারণ লেখক ‘মুদাল্লাস’ ও ‘মাকলুব’-কে দুই দুই ভাগে ভাগ করেছেন, যা অবশিষ্ট ত্রিশ প্রকারসহ চৌত্রিশ প্রকার হয়, যদিও সাধারণ অর্থ থেকে বহুদূর।

ثم بخير ختمت অর্থাৎ মানযুমাহ লেখার উদ্দেশ্য কল্যাণের সাথে সমাপ্ত হল। এ

312

ختمت
مَنْظُومَةَ البَيْقُوني
قصب السكر
نخبة الفكر
الألفية
مقدمة ابن
الصلاح

المنظومة اليقونيـــة، الموقظـــة، الكافية ونخبة الفكر
اختصـار علــوم الحــديث
الألفية
مقدمة ابن الصلاح النكت